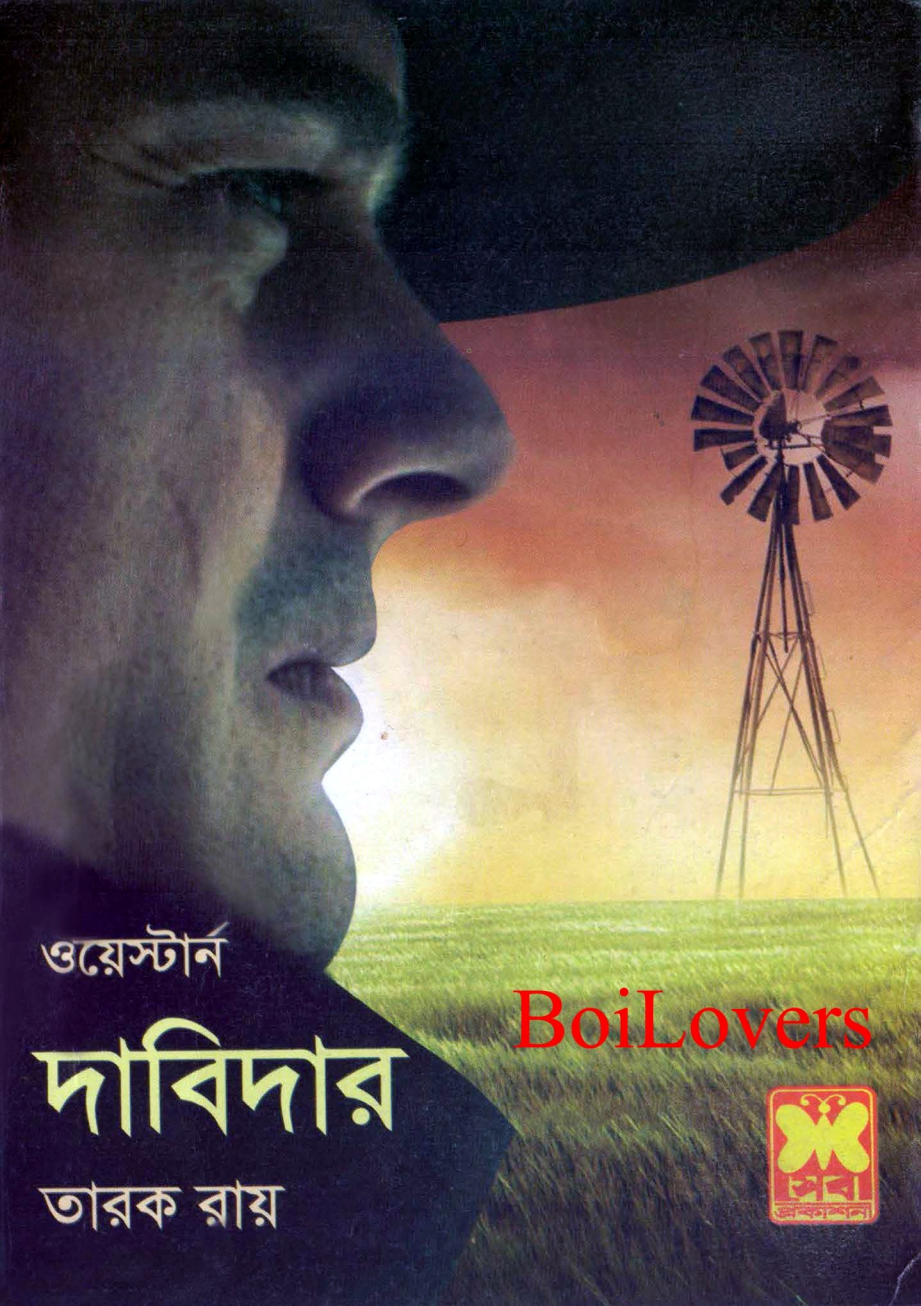
ওয়েস্টার্ন
দাবিদার
তারক রায়
BoiLovers

ওয়েস্টার্ন

দাবিদার

তারক রায়

বহু দূর পাড়ি দিয়ে এসে ফ্লেচার'স হোল-এ পা রাখল জন উইলিয়ামস; এমন একজনের আহ্বানে, যাকে সে কোনও দিন দেখেনি। লোকটা তার বাবা–মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে ভুলের। কিন্তু সার্কেল ইউ-তে এসে শুনল জন, ইতিমধ্যেই পরপারে যাত্রা করেছে মরিস উইলিয়ামস।

এখানেই থিতু হতে চাইল জন। নতুন জীবন শুরু করবে। সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দাবি করল সৎ-ভাইদের কাছে। প্রমাণ হিসাবে রয়েছে ওকে লেখা মিস্টার উইলিয়ামসের চিঠি। কিন্তু কুটিল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ তা মানবে কেন? শুরু হলো জন, বার্ট আর পিটারের ত্রিমুখী সংঘাত। আগুনে ঘি ঢালল প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ এক নারী। সব কিছু মিলে নরক গুলজার...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

দাবিদার

তারক রায়

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8343-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail. alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

DABIDAR

বাহাত্তর টাকা

দাবিদার

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু। **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **তারক রায়:** দাবিদার।

এক

দীর্ঘ, ক্লান্তিকর পথ পাড়ি দিয়ে নিউ মেক্সিকো থেকে এসেছে জন উইলিয়ামস।

ওকে আর ওর পিঙ্গল-বর্ণ ঘোড়াটা দেখলেই যে-কেউ বুঝবে, মোটেই আরামদায়ক ছিল না সে-যাত্রা।

দু'জনের মধ্যে ঘোড়ার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল–চলবার পথে পেট পুরে ঘাস খেয়েছে।

কিন্তু দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতে হয়েছে তার মালিককে।

বলতে গেলে, যাত্রাপথে রানশ কিংবা কেবিন ছিলই না।

সিক্সগান বা রাইফেলের আওতায় পেয়েছে সামান্য কয়েকটি হরিণ, ভালুক কিংবা খরগোশ। বেশির ভাগ সময় অনাহারে থেকে প্রায় কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে ও। আর দীর্ঘ এ ভ্রমণ প্রতিটি পেশিতে ধরিয়ে দিয়েছে খিঁচ, ব্যথায় টনটন করছে গা।

অবশ্য এ নরক যন্ত্রণার অবসান ঘটতে চলেছে। কারণ; গোটা সকাল জুড়েই সার্কেল ইউ রানশের চিহ্ন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জন উইলিয়ামসের চোখে। বিস্তৃত উপত্যকায় কাঠের তৈরি কিছু বাড়ি আর গোটা তিনেক করাল নজরে এসেছে ওর। এর মধ্যে একটা করালে কিছু ঘোড়াকে ট্রেনিং দিতে দেখেছে।

ওটাই নিশ্চয়ই সার্কেল ইউ রানশ।

এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে এই জায়গার খোঁজেই এসেছে জন উইলিয়ামস। তবে এখুনি রানশের দিকে রওনা হলো না। পাইন

গাছে ছাওয়া ঢালে ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরল। স্যাডল হর্নে তুলে দিল এক পা। মাথার হ্যাট একপাশে ঠেলে দিয়ে পকেট থেকে বের করল তামাক আর মেকিংস। সময় নিয়ে সিগারেট বানিয়ে ধরাল।

জনের বয়স সাতাশ। চওড়া কিনারাঅলা সমতল টুপি দিয়ে ঢাকা মাথা ভর্তি রুক্ষ, বাদামি চুল। রোদে পোড়া, ফুটকি বোঝাই চেহারা প্রথম দর্শনে ইণ্ডিয়ানদের মত লাগে। প্রায় ভোঁতা নাক, মুখখানা চওড়া, আবছা হাসি যেন সব সময় ফুটে থাকে। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালে উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি হবে না ওর। ফ্লানেল শার্ট ও রংচটা জিনসে দশটা সাধারণ পাঞ্চার থেকে ওকে আলাদা করবার জো নেই—শুধু ওই চোখ জোড়া ছাড়া।

জনের দিকে তাকালে সবার আগে ওর চোখ দুটোই নজর কাড়ে। ঘন ভুরুর নীচে চোখ জোড়া আশ্চর্য নীল। শীতল, বুদ্ধিদীপ্ত ও নিষ্ঠুর।

এ মুহূর্তে ও তাকিয়ে আছে সার্কেল ইউ-র ঘোড়ার করালের দিকে।

ওখানে একটা ডান ঘোড়া এই মাত্র তার আরোহীকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

লোকটা হাঁচড়ে পাঁচড়ে সিধে হয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল কাঠের বেড়ার দিকে।

ঘোড়াটা তেড়ে গেল তার পিছন-পিছন।

এই বুঝি চাপা পড়ল লোকটা ঘোড়ার পায়ের নীচে!

শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল জনের।

না, একদম শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেল লাল শার্ট পরা লোকটা, লাফ দিয়ে বেড়া টপকাল।

তাল সামলাতে না পেরে বেড়ার গায়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল ডান।

জোরাল সংঘর্ষের শব্দ পাহাড়ের উপর থেকেও শুনতে পেল জন।

তবে পরের দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সামনে ঝুঁকে এল সে। অপলক চোখে দেখছে–লাল শার্ট এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকেছে পাশের এক বাঙ্কহাউসে।

একটু পরেই বেরিয়ে এল, হাতে রাইফেল।

স্যাডল হর্ন থেকে পা সরিয়ে রেকাবে ঢোকাল জন। ঘোড়ার মাথা টেনে ধরল। পেটে মৃদু খোঁচা দিতেই ইঙ্গিত পেয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল প্রভুভক্ত জানোয়ার।

মাত্র কয়েক কদম এগিয়েছে জন, দেখল, করালের বেড়ার উঁচু রেইলিং-এ এসে দাঁড়িয়েছে লাল শার্ট।

এনক্লোজারের মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরছে ডান, লোকটাকে দেখতে পেল। চিঁহি-চিঁহি করে ডেকে উঠে পিছিয়ে গেল। তারপর আবারও লাল শার্টকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে।

ঘোড়াটাকে খুব কাছে আসার সুযোগ দিল লাল শার্ট, তারপর গর্জে উঠল তার হাতের রাইফেল।

শক্তিশালী বুলেটের ধাক্কায় ঘুরে গেল ডান, চরকির মত ঘুরেই দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। বার কয়েক পা ছুঁড়ে নিথর হয়ে গেল। মারা গেছে।

রক্ত চুষতে শুরু করেছে শুকনো জমিন।

সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা দোলাল লাল শার্ট, চেম্বারে আরেকটা গুলি ভরে লাফিয়ে নামল বেড়া থেকে। লম্বা কদমে চলল বাঙ্কহাউসে।

তার পিছু নিল কয়েকজন পাঞ্চার। তারা এতক্ষণ অশ্ব-নিধন পর্ব উপভোগ করছিল।

মৃত ঘোড়ার স্যাডল খুলে নিতে করালে ঢুকল এক পাঞ্চার।

কপালে ভাঁজ পড়ল জন উইলিয়ামসের।

খুনি ঘোড়াটা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। এ ধরনের জানোয়ারকে হত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু একটু আগের ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ও। ওর কাছে মনে হচ্ছে, এ যেন এক অশুভ সঙ্কেত।

ও জানে, খুনে হয়ে জন্মায় না কোনও ঘোড়া, তাকে হত্যাকারী হিসাবে তৈরি করে মানুষ তাদের চরম নিষ্ঠুরতা দিয়ে।

সার্কেল ইউ-র ওই ঘোড়াটার ক্ষেত্রেও হয়তো তেমনই ঘটেছে।

ওটাকে খুনে করেছে কেউ।

দুই

ঘোড়া ও মানুষের অন্যায্য লড়াই শেষে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকেছে সবাই।

রানশ ইয়ার্ডে কাউকে দেখল না জন। অবশ্য একটু যাওয়ার পর দু'জনকে দেখল দূরের এক করালে।

রানশহাউসের পাশ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে তারা ঘোড়ার লাশ। জনকে দেখে কৌতূহল নিয়ে চাইল।

তবে তাদেরকে পাত্তা দিল না জন। সার্কেল ইউ-র লে-আউটে চোখ বোলাতে ব্যস্ত।

বিশাল রানশ সার্কেল ইউ।

দালানগুলো বড়। ভাল ভাবে মেরামত করা করালগুলো। সব কিছুতেই রঙের পোঁচ পড়েছে।

এখানে আসার পথে বেশ কিছু গবাদি পশু দেখেছে ও। হেরিফোর্ড ও শর্টহর্নের সঙ্কর প্রজাতির গরু। তাগড়া, শক্তিশালী, পেশিবহুল–উন্নত জাতের।

বহু ধনী রানশারের কাছেও এমন স্টক নেই।

এ রানশ যে চালায়, সে ব্যবসা বোঝে–ভাবল জন।

অতি ভ্রমণে ক্লান্ত, আড়ষ্ট শরীর নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও। বাড়ির সামনের হিচর‍্যাকে বাঁধল ঘোড়ার লাগাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে বারান্দায়, উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল ওর।

পেটের ভিতর যেন ফড়ফড় করে উড়ছে প্রজাপতি।

এই ক্ষণের জন্যই অপেক্ষা করছিল এতদিন। বড় হবার পরে ক্লিনটনদের কাছে গল্প শুনেছিল। এরপর থেকে শুরু হয় প্রতীক্ষার পালা–কবে আসবে ও এখানে। তবে এখানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত উপলব্ধি করেনি, ভিতরে ভিতরে এতটা ব্যাকুল ছিল। উপলব্ধি করেনি, এ জায়গা ওর জন্য আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

'হ্যালো, কেউ আছ?' গলা শুকিয়ে গেছে জনের।

তবে ওর কথাগুলো বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই ঠাস করে খুলে গেল দরজা। ওর শুষ্ক কণ্ঠের কথার জন্য নয়, বুটের শব্দ পেয়েই বোধ হয় দরজা খুলেছে ঘরের বাসিন্দা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই লাল শার্ট। কিছুক্ষণ আগে গুলি করে মেরেছে যে ডান ঘোড়াটাকে।

লোকটা বিশালদেহী। জনের চেয়ে উচ্চতায় দু'এক ইঞ্চি বেশিই হবে। বয়স বছর পাঁচেক বেশি। দৈহিক কাঠামো অনেক চওড়া। লোকটা বৃষস্কন্ধ, মাথাটা মোষের মতই প্রকাণ্ড। কপালের উপর ঝুলছে ঘন কালো চুলের গোছা। জনের ভ্রমণ-বিপর্যস্ত চেহারা দেখে সরু হলো ঝোপের মত কালো ভুরুর নীচে চোখ জোড়া।

'কী চাই?' কর্কশ, গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল লাল জামা।

প্রথম দর্শনে লোকটাকে অপছন্দ হলো জনের। তবু গলায় মোলায়েম স্বর ফুটিয়ে বলল, 'আমি মিস্টার মরিস উইলিয়ামসের কাছে এসেছি।'

দরজার কবাটে হেলান দিল লাল শার্ট। ভাবলেশশূন্য চেহারা। কুঁচকে রাখায় তার চোখ এখন স্রেফ এক জোড়া সরু ফাটল।

জবাব দিতে ইচ্ছা করেই সময় নিল সে। অবশেষে বলল, 'সে এখানে নেই।'

শীতল ভয় জাগল জনের বুকে। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে জানতে চাইল, 'কোথায় সে? কখন ফিরবে?'

লাল শার্টের মুখটা একটু কুঁচকে গেল। 'সে আর ফিরবে না।'

অপলক চোখে লোকটাকে দেখছে জন। নীরবতা ভেঙে নরম সুরে জানতে চাইল, 'আর ফিরবে না মানে?'

সিধে হলো লাল জামা। 'মানে হলো, সে মারা গেছে। তিন দিন আগে আমরা তাকে কবর দিয়েছি।'

তিন

কথাটা শুনে একটা হাহাকার জেগে উঠল জন উইলিয়ামসের বুকের ভিতর, ওখানে যেন মস্ত শূন্যতা। ভীষণ হতাশ বোধ

করছে। এতগুলো বছর পরে, এতদিনের প্রতীক্ষা শেষে, এত আশা নিয়ে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসার পরে শেষপর্যন্ত কি না শুনতে হলো এ কথা!

জায়গায় স্রেফ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। লাল শার্টের দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। বুকের ভিতর উথলে ওঠা শোক আর হতাশা দমন করতে চাইছে।

'আমিই এখন এ রানশ চালাই,' যেন অনেক দূর থেকে কথা বলল লাল জামা। পকেট থেকে বের করল তামাক। 'আর আমাদের বাড়তি লোকের দরকার নেই। বানভাসী ভবঘুরেদের এখানে কোনও সুবিধা হবে না। এক ঘণ্টা পরে খেতে বসবে কর্মচারীরা। খেয়ে-দেয়ে বিদায় হও।' স্যাক খুলে সামান্য তামাক রাখল সে সিগারেট পেপারে, তারপর শলাটা তৈরি করে দু'সারি দাঁতের ফাঁকে ঝুলিয়ে মনোযোগ দিল সামনের লোকটার উপর।

জনের ইচ্ছা করছে এক ঘুসিতে ব্যাটার মুখ থেকে সিগারেট ফেলে দেয়, কিন্তু শান্ত গলায় বলল, 'আমি বানে ভেসে আসা কোনও ভবঘুরে নই।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, চমকে গিয়ে জনের মুখের দিকে তাকাল লাল শার্ট। আগন্তুকের চাউনি দেখে অজান্তেই দেয়ালে হেলান দেয়া আয়েশী ভঙ্গি থেকে সটান হয়ে গেল। শার্টের পকেটে রেখে দিল টোবাকো স্যাকটা।

'তা হলে তুমি কে?' শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল লাল জামা।

ফোঁস করে লম্বা শ্বাস ফেলল জন। 'আমি মরিস উইলিয়ামসের ছেলে,' জবাব দিল।

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল দু'জনের মধ্যে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

মনে হলো, থমকে গেছে সময়।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ থেকে সিগারেট নামাল লাল শার্ট। ঘোঁৎ করে বলল, 'কী নাম তোমার?'

'আমার নাম জন উইলিয়ামস,' জবাব দিল জন। এক মুহূর্ত পর বলল, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমার পরিচয় জানার অধিকার রাখি?'

মুখ কুঁচকে গেল লাল শার্টের। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার পরিচয় জানার অধিকার...তোমার? না, তা নেই, বন্ধু। তোমার আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করিনি। সার্কেল ইউ থেকে কেটে পড়ার জন্য পুরো দুই মিনিট সময় দিলাম তোমাকে।'

'চলে যাওয়ার জন্য এখানে আসিনি,' মেজাজ সামলে রেখে বলল জন। 'এসেছিলাম বাবাকে দেখতে। এখন তুমি বলছ সে মারা গেছে। কিন্তু আরও কিছু তথ্য আমাকে জানতে হবে। যেমন–বাবা কীভাবে মারা গেল, আর তুমিই বা কে...'

জনের কথা শেষ হওয়ার আগেই লাল শার্টের পিছনে দোরগোড়ায় এসে হাজির হলো একজন। 'ঘটনা কী, বার্ট?'

'ঘটনা কিছুই না,' পিছনে না তাকিয়েই বলল বার্ট। 'এদিকটা আমি একাই সামাল দিতে পারব।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, কী ঘটছে,' বলল তরুণ। সামনে বাড়তে শুরু করেছে।

বাধ্য হয়ে তাকে জায়গা ছাড়ল বার্ট।

সতর্ক হয়ে উঠেছে জন। তবে তরুণকে দেখে পেশিতে ঢিল পড়ল ওর।

বয়স বড় জোর ষোলো-সতেরো হবে এই ছেলের। মাঝারি উচ্চতা। কোমরের হোলস্টারে মস্ত কোল্ট। একটু কুঁজো হয়ে গেছে ওটার ওজনের ভারে। চোখ দুটো ওর অবিকল জনের মত–গভীর নীল ও মায়াময়, অবশ্য ভাসা-ভাসা।

'কে তুমি?' জনকে আপাদমস্তক দেখল ছেলেটা। 'কী চাও, মিস্টার?'

'আগে কয়েকটা কথা জানতে চাই,' মৃদু গলায় বলল জন। 'জানতে চাই মরিস উইলিয়ামসের কী হয়েছে। শুনলাম তোমরা নাকি তাকে এ সপ্তাহেই কবর দিয়েছ?'

'একটু আগে উদ্ভট একটা কথা বলেছ তুমি,' বলল ছেলেটি, 'সত্যিই যদি ঠিক শুনে থাকি...'

'ঠিকই শুনেছ,' বলল জন। 'আমি জন উইলিয়ামস, মরিস উইলিয়ামসের ছেলে,' একটু-একটু কাঁপছে ওর কণ্ঠ। বুকে তৈরি হচ্ছে বেদনা ও হতাশার ঘূর্ণি। 'বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি বাবার সাথে দেখা করতে। আর তোমরা এখন বলছ...'

বদলে গেল ছেলেটার চেহারার ভাব, স্থির দৃষ্টিতে চাইল জনের দিকে।

জনও দেখছে তাকে।

'আরে...' বলল ছেলেটা, মুখে হাসি ফুটল। 'বার্ট, বাবা না বলেছিল...'

'চোপ!' ঘেউ করে উঠল বার্ট। 'বাড়তি কোনও কথা বলবে না!' মস্তানির ভঙ্গিতে এক কদম সামনে বাড়ল সে, দাঁড়িয়ে গেল জনের মুখোমুখি। কর্কশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে, বন্ধু, আমি বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ। আর এ আমার সৎ-ভাই পিটার উইলিয়ামস। ...কী মতলবে এসেছ, বুঝতে পারছি না। তবে মতলব যা-ই হোক, কোনও লাভ হবে না। আমাকে আর পিটারকে সার্কেল ইউ রানশের মালিকানা সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছে মরিস উইলিয়ামস। আর তুমি এসেছ বানোয়াট গল্প নিয়ে। বলছ...'

'এক মিনিট, বার্ট,' বলল পিটার।

'আহ, তোমাকে না বললাম চুপ থাকতে!' হুঙ্কার ছাড়ল বার্ট। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা।' জনের নাকের কাছে নিজের

নাক নিয়ে গেল সে। 'এক মিনিট সময় দিলাম তোমাকে, কেটে পড়ো এখান থেকে। আবারও যদি সার্কেল ইউ-র আশপাশে দেখি, শরীরের একটা হাড্ডিও আস্ত থাকবে না।' ঘোঁৎ করে বিদঘুটে শব্দ করল নাক দিয়ে।

আর সহ্য হলো না জনের, পিছিয়ে গেল এক কদম, নিজেও সচেতন নয় যে নড়ে উঠেছে ওর হাত। বিদ্যুৎঝলকের মত সিক্সগান উদয় হলো হাতে। ঝট করে অস্ত্রটা তাক করল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর পেট লক্ষ্য করে।

'সর্বনাশ!' সশব্দে শ্বাস টানল পিটার। 'আগে কখনও এমন ড্র দেখিনি!'

'তোমাদের বকবক শুনে আমি ক্লান্ত,' থমথমে স্বরে বলল জন। 'ফালতু গল্প করতে বা শুনতে এখানে আসিনি। শোনো, অ্যাণ্ড্রিউ, একবার এ কাগজের উপর নজর বুলিয়ে নাও।' বাঁ হাতে শার্টের পকেট হাতড়ে কোঁচকানো একটা খাম বের করল জন, বাড়িয়ে দিল ওটা অ্যাণ্ড্রিউর দিকে।

খামের দিকে তাকাল একবার অ্যাণ্ড্রিউ, তারপর চোখ ফেরাল জনের দিকে। হাত বাড়িয়ে নিল খামটা। কর্কশ গলায় বলল, 'এর ভিতর কী আছে, জানি না। তবে যা-ই থাক, তাতে কোনও লাভ হবে না তোমার।'

'আমি পড়ে শোনাচ্ছি,' বলে অ্যাণ্ড্রিউর কাছ থেকে খামটা নিল তরুণ। খাম থেকে বেরুল ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। ওটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সৎ-ভাইয়ের দিকে চাইল পিটার। 'বাবার হাতের লেখা!'

নাক দিয়ে আবারও বিশ্রী ঘোঁৎ শব্দ করল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ।

পিটার পড়তে শুরু করেছে:

প্রিয় বাছা, তুমি হাঁটতে শুরু করবার আগেই ওই এলাকা

ছেড়ে এসেছি, কিন্তু কত ভালবাসি তোমাকে, তুমি জানো না।

ক্লিনটনরা না বললে হয়তো জানতেও না, তুমি আসলে আমার ছেলে।

চিঠি থেকে চোখ তুলে জনের কাছে জানতে চাইল পিটার, 'ক্লিনটনরা কে?'

'ওরা কোকোসের হর্সহেড ক্রসিং-এর বড় এক বাথানের মালিক,' সংক্ষেপে সারল জন। 'ওরাই মানুষ করেছে আমাকে।' সিক্সগানের নল তাক করে রেখেছে ও বার্টের বুকে, সামান্যতম ঢিল পড়েনি সতর্কতায়।

মোটেও নড়ছে না বার্ট। আগন্তুকের তরফ থেকে যখন-তখন গুলি আসতে পারে।

আবারও চিঠি পড়তে লাগল পিটার:

তোমার প্রতি যে অবহেলা করেছি, তার কোনও অজুহাত এখন আর দেখিয়ে লাভ নেই। যুদ্ধ শেষে যখন বাড়ি ফিরি, লুইযিয়ানায় তখন আমাদের সহায়-সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে সামান্য কয়েকটা ঘোড়া ও গরু নিয়ে যাত্রা করলাম টেক্সাসের দিকে।

কিন্তু হর্সহেড ক্রসিং-এর কাছে আমাদের উপর হামলা করল কোমাঞ্চিরা।

ওই লড়াইয়ে তোমার মা মারা গেল, ওর সাথে আরও অনেকে।

আমি তোমাকে নিয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেলাম। আমার পায়ে তখন গেঁথে আছে কোমাঞ্চিদের তীর।

এর পরের কথা খুব মনে নেই আমার। শুধু মনে আছে, ক্লিনটনদের বাথানে কীভাবে যেন পৌঁছে গেলাম আমরা।

রয় আর বেনিটা ক্লিনটন খুব ভাল মানুষ।

তোমার মায়ের শোকে তখন আমার পাগল দশা–ওকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতাম।

ক্লিনটনদের সাথে ছিলাম দুই মাস।

কোমাঞ্চিদের সাথে সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল ওদের। তাই ওখানে খুব সমস্যা হয়নি আমার।

তবে মন টিকল না ওই বাথানে। তোমার মায়ের শোক কিছুতেই সামলে উঠতে পারলাম না। বারবার মনে হচ্ছিল অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত, দূরে কোথাও গিয়ে নতুন কিছু করা উচিত।

ওদেশে মা ছাড়া দুধের বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সেজন্য ক্লিনটনদের কাছে তোমাকে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কথা দিয়েছিলাম আবারও ফিরব। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি।

কেন পারিনি, তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তোমার মায়ের কথা সারাক্ষণই মনে পড়ত। আর তোমাকে দেখলেই ওর স্মৃতি আরও কষ্ট দিত আমাকে।

কলোরাডোয় যাওয়ার পথে খনিতে কাজ করে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। তা দিয়ে কিনে ফেললাম একটা রানশ।

ওটার নাম সার্কেল ইউ, বেন্ট'স ক্রসিং শহরের খুব কাছে ফ্লেচার'স হোল-এ খামারবাড়ি।

কয়েক বছর এ রানশের পিছনে অমানুষিক পরিশ্রম করলাম। তোমার কথা ভাবার সময়ই পাইনি তখন। তারপর একদিন চিঠি লিখলাম ক্লিনটনদের।

কিন্তু ওরা তখন কোথায় যেন চলে গেছে।

তখন আর সন্ধান পাইনি।

ওদেরকে খোঁজাখুঁজির সময় আমার পরিচয় হলো ভার্জিনিয়া

অ্যাণ্ড্রিউর সাথে।

ভার্জিনিয়া আমার দ্বিতীয় স্ত্রী, তোমার সৎ-মা। প্রথম স্বামীর ঔরসে ওর একটা ছেলে আছে। আর বিয়ের পরে সে আমাকে উপহার দিল তোমার সৎ-ভাই পিটারকে।

চমৎকার মেয়ে ছিল তোমার সৎ-মা। তবে তার কিছু আচরণ একটু অদ্ভুত ছিল।

তোমার কথা তাকে কখনও বলিনি। সে ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক দীর্ঘ হবে এ চিঠি। তবে বলতে এখন লজ্জাই লাগছে, আমি আর খোঁজাখুঁজি করিনি তোমাকে। বন্ধ করে দিয়েছিলাম অনুসন্ধান।

ভার্জিনিয়া এখন আর বেঁচে নেই।

ডাক্তার বলেছে আমারও আয়ু নেই বেশিদিন।

খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

কিছু একটা বাসা বেঁধেছে শরীরে। ক্রমেই আকারে বড় হয়ে খেয়ে ফেলছে আমাকে।

ডাক্তাররা বলেছে, ওই জিনিস অপারেশনের অসাধ্য।

হয়তো কালই মারা যাব না আমি, তবে খুব বেশিদিন বেঁচেও থাকব না।

শুনেছি, লিঙ্কন কাউন্টিতে জন উইলিয়ামস নামে এক লোক আছে। এ চিঠি আমি এক রাইডারকে দেব। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জন উইলিয়ামসকে খুঁজে বের করে চিঠি পৌঁছে দেবে তার হাতে।

তুমি যদি সেই জন উইলিয়ামস হও, তোমাকেই যদি ক্লিনটন দম্পতি মানুষ করে থাকে, তো তুমিই আমার সেই সন্তান, যাকে ছেলেবেলায় ফেলে এসেছিলাম। তোমার সাথে যে আচরণ আমি করেছি, তাতে ক্ষমা পাবার আশা করি না। কিন্তু তুমি যদি এখানে আসো, তো বাবা হিসেবে ছেলের যোগ্য স্বীকৃতি দেব

আমি তোমায়। ভাইদের সাথে তোমার পরিচয় হবে, ওদের সাথে মিলেমিশে চালাবে এই রানশ–এটাই আমি চাই।

সবাই এ রানশের ভাগ পাবে।

তুমি এলে উইল করে সবার ভাগ বুঝিয়ে দেব আমি।

আমি আর বড় জোর তিন-চার মাস বাঁচব।

এতসব কাজ সারার জন্য সময়টা যথেষ্ট নয়।

তবুও বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। যদি তার আগেই মরে যাই, সেজন্য বলে রাখছি: আমার প্রথম স্ত্রীর ছেলে জন উইলিয়ামস আমার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এ চিঠি কোর্টে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পারবে সে।

জন, প্লিজ, দয়া করে বাড়ি ফিরে এসো।

তোমাকে আমি খুবই ভালবাসি।

ইতি,

তোমার বাবা, মরিস উইলিয়ামস।

চিঠি পড়া শেষ করেছে পিটার, পোর্চে নেমে এসেছে পিন পতন নীরবতা।

সংক্ষিপ্ত নৈঃশব্দ ভেঙে খেঁকিয়ে উঠল বার্ট, 'এমন আষাঢ়ে গল্প বাপের জন্মে শুনিনি!'

সৎ-ভাইয়ের দিকে ফিরল পিটার। 'না, বার্ট, আষাঢ়ে গল্প নয়। বাবা বলেছিল...'

'ভীমরতিতে ধরেছিল বুড়োকে!' দাঁতে দাঁত ঘষল বার্ট। 'সে তো নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। স্মৃতি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে মরার দু'মাস আগে।' জনের দিকে তাকাল আগুন চোখে।

এর সাহস আছে, মনে মনে স্বীকার করল জন। রিভলভারের নলের সামনে একটুও ভয় পায়নি।

'মিস্টার, তোমার ফালতু গল্প আর ভুয়া চিঠি নিয়ে বিদায় হও, নইলে...' বলতে শুরু করেছিল বার্ট, কিন্তু থামতে হলো তাকে।

'বার্ট,' সৎ-ভাইকে বাধা দিল পিটার। 'তোমাকে তো বললাম, এটা বাবার হাতের লেখা। আর ওর চোখ দেখো। একদম বাবার চোখের মত...'

এ কথা শুনে অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বার্ট। 'কারও কথাই শুনবার দরকার পড়ে না আমার। আর এই জোচ্চোরের কথা বিশ্বাস করার তো প্রশ্নই ওঠে না। ...সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, পিটার, বারবার বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে এসো না!' জনের দিকে কঠোর চোখে তাকাল সে। 'তুমি যে-ই হও, গ্রাহ্য করি না আমি। চিঠি তোমার কাছে থাকুক বা না থাকুক, সার্কেল ইউ-র এক কণা জমিও আমি দিচ্ছি না তোমাকে! ভাগ পাবে না গরুরও! এ রানশের অর্ধেকের মালিক আমি, আর সেই অর্ধেকে কাউকে ভাগ বসাতে দেব না! এবার আপসে এখান থেকে যাবে, নাকি লাথি দিয়ে পাছার ছাল তুলে সীমানার বাইরে ফেলে দিয়ে আসব?'

'চেষ্টা করে দেখো,' কর্কশ শোনাল জনের কণ্ঠ, যেন করাত দিয়ে কাটছে লোহা। 'বাবা কীভাবে মারা গেল, আমি জানতে চাই। জানতে চাই, আমার ব্যাপারে সে কী বলে গেছে। আর আমি...'

ওর কথা শেষ হলো না, তার আগেই পিছন থেকে শান্ত স্বরে বলল কেউ, 'সিক্সগানটা ফেলে চুপচাপ দাঁড়াও, মিস্টার!'

বরফের মূর্তির মত জমে গেল জন।

আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল, ভুলেই গিয়েছিল সার্কেল ইউ-র অন্যদের কথা। বিশেষ করে সেই দুই পাঞ্চার, যারা ওকে কৌতূহলী চোখে দেখেছিল, তাদের কথা ভুলে যাওয়া মোটেই

উচিত হয়নি।

এখন শিরদাঁড়ায় খোঁচা দিচ্ছে রিভলভারের লোহার নল।

'চমৎকার, ক্লাইড,' বলল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ, মুখে কুটিল হাসি। একপাশে সরে গিয়ে জনের পিস্তলটা নেয়ার জন্য হাত বাড়াল।

পিঠে আরও একটা জোর খোঁচা খেয়ে অস্ত্রটা না দিয়ে উপায় থাকল না জনের।

'এবার?' কর্কশ স্বরে হাসল বার্ট, চোখের তারায় চকচক করছে বিজয়ের উল্লাস। জিভ দিয়ে চেটে নিল ঠোঁট। 'আমার রানশে এসে আমাকেই হুমকি, না? ...ওর উপর চোখ রাখো, ক্লাইড। নড়লেই দেরি না করে গুলি করবে।' জনের সিক্সগান পিটারের হাতে গুঁজে দিল সে, ফাঁক করে দাঁড়াল পা। 'হারামজাদাকে এবার জন্মের শিক্ষা দেব!'

কিছু বুঝবার আগেই বার্টের প্রচণ্ড ঘুসি নামল জনের মুখে।

জোর ওই আঘাতে হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল ও। সর্ষে ফুল দেখছে চোখে। কানে ঝনঝন শব্দ।

আরও পিছিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আরেকটা ঘুসি নামল চোয়ালের উপর

তাল সামলাতে না পেরে পোর্চ থেকে উঠোনের ধুলোয় ধুপ করে পড়ল জন। চিত হয়ে পড়েছে, কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো জলদি উঠে দাঁড়াতে হবে–নইলে কপালে খারাবি আছে ওর।

ঝাপসা দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হতেই দেখল, পিছনে রিভলভার হাতে এক লোক–হাসছে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে।

পোর্চের দিকে চাইল জন, আর তখনই হাসতে হাসতে বারান্দা থেকে ওর উপর লাফিয়ে পড়ল বার্ট।

শত্রুর পাঁজরের হাড় ভেঙে দিতে চাইছে লোকটা!

মাথা এখনও বনবন করে ঘুরছে, তারই ফাঁকে চট করে

একপাশে শরীর গড়িয়ে দিল জন।

ওর কপাল ভাল, এক ফুট দূরে ধুপ করে সবুট নামল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ। পরক্ষণে সামনে বেড়েই হামলে পড়ল জনের উপর। শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে টেনে তুলল ওকে।

'আরে, কী হচ্ছে, বার্ট!' বারান্দা থেকে চেঁচাল পিটার। 'সমান সুযোগ দাও ওকে!'

'সুযোগ? জাহান্নামে যাক শালা!' খেঁকিয়ে উঠল বার্ট। বাম হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভয়ানক এক চড় কষাল জনের মুখে।

শক্ত হাতের ওজনদার চড় খেয়ে মাথাটা যেন বিস্ফোরিত হলো জনের। হাড়ে হাড়ে টের পেল, লোকটার গায়ে ষাঁড়ের শক্তি।

তৃতীয় ঘুসিটা প্রায় অজ্ঞান করে দিল ওকে। শরীরে কোনও শক্তি পাচ্ছে না। পরের কয়েক সেকেণ্ড শুধু বুঝল, একটার পর একটা ঘুসি নামছে ওর বুক-মুখ-পেটে।

শরীর অবশ। ব্যথা আর টের পাচ্ছে না জন। প্রতিটা ঘুসির সঙ্গে এপাশ-ওপাশ দুলছে ওর মাথা।

অবশ্য, দু'মিনিট পর বার্ট ওর কলার ছেড়ে দিতেই টের পেল, ফিরতে শুরু করেছে কষ্টকর ব্যথার বোধ। নানান জায়গায় টনটন করছে ফুলে ওঠা মাংসপেশি! ধুলোর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জন।

'বার্ট!' পিটারের কণ্ঠ শুনল, যেন অনেক দূর থেকে আসছে।

এবার জনকে লাথাতে শুরু করল বার্ট।

বুটের শক্ত ডগা খোঁচা মারছে জনের পাঁজরে। খচখচ করে লাগছে বুকের ভিতর। তীক্ষ্ণ ব্যথার ঝিলিক সারা শরীরে।

আবারও গড়িয়ে সরতে চাইল জন, বার কয়েক দু'হাতে ঠেকাতে চাইল লাথি। কিন্তু এরই ভিতর হারিয়েছে সমস্ত শক্তি।

ওকে মেরে ফেলছে লোকটা!

প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। কিছুই ঠাহর করতে পারছে না চোখে। যন্ত্রণায় বন্ধ হয়ে আসছে শ্বাস।

'ঈশ্বরের দোহাই, থামো!' চিৎকার করে বলল পিটার।

মাথার কাছে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনল জন।

পিটার নিশ্চয়ই বার্টকে টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

আর লাথি পড়ছে না জনের বুক-পেটে।

ধুলোর ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে চাইল জন, মুখ থেকে বেরুল চাপা গোঙানি। মুখ হাঁ করে গিলতে চাইছে বাতাস। অক্সিজেনের অভাবে ফেটে যেতে চাইছে বুক।

খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে পরিষ্কার হলো ওর মাথা। মুখের সামনে, জন দেখল, বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর বুটজুতো।

দুই বুটের ডগা ভেজা–ওর শরীরের রক্ত!

ওকে লাথাতে স্পারও ব্যবহার করেছে বার্ট!

জন টের পেল, একেবারেই চলছে না ওর মগজ, ভোঁতা ব্যথার কুয়াশা ঘিরে ধরেছে ওকে। আবছা শুনল বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর গলা: 'ঠিক আছে, হারামজাদা ভবঘুরে! উঠে দাঁড়া, শালা!'

শক্তিশালী দুই হাতে জনকে হ্যাঁচকা টানে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল বার্ট। পরক্ষণে জোর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ঘোড়ার হিচর‍্যাকের উপর। 'ঘোড়ায় ওঠ, শালা! ভাগ! অল্পের উপর দিয়ে ছেড়ে দিলাম তোকে! আবারও বেয়াদবি করলে মাফ পাবি না! শালা! এটা তো সামান্য নমুনা...আবার যদি এদিকে দেখি, হাড়গোড় ভেঙে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু বানিয়ে দেব।'

ঘোর লাগছে জনের, ঝিমঝিম করছে মাথা।

তবুও একবার হোলস্টারের উপর ছোবল দিল ওর হাত।

ওখানে কোনও অস্ত্র নেই।

'সিক্সগান ফেরত পাবি না।' কর্কশ স্বরে হাসল বার্ট। 'ওঠ, শালা, ঘোড়ার পিঠে! ...ক্লাইড, একে ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও!

নিজে থেকে ওঠার শক্তি নেই ওর।'

অস্ত্র হাতে সার্কেল ইউ পাঞ্চার এগিয়ে এল।

জনকে দু'হাতে ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল সে। 'ভাগো!'

স্যাডলে আলুর বস্তার মত পড়ে রইল জন। রক্তাক্ত, ফোলা এবং ক্ষতবিক্ষত মুখ তুলতে পারছে না।

ওর হাতে ঘোড়ার লাগাম গুঁজে দিল কেউ।

এক মুহূর্ত পর ঘোড়ার পাছায় পড়ল সজোরে থাবড়া।

লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল জানোয়ারটা।

ওটার প্রতি পদক্ষেপে ব্যথার বিষ ছড়িয়ে পড়ল জনের গায়ে। কেশর চেপে ধরে কোনওমতে সেঁটে রইল পিঠে।

ঝড়ের গতিতে সার্কেল ইউ-র উঠোন পেরোল ঘোড়া।

প্রতি কদম ফেলার সঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে জন, তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে শরীর জুড়ে।

তবে একই সঙ্গে ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছে মাথাটা।

একসময় সোজা হয়ে বসল সে, চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে প্রভুভক্ত জানোয়ারকে নির্দেশ দিল কোথায় যেতে হবে।

আজ সকালে পাহাড়ে যে খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এসেছিল, ওদিকেই চলেছে।

শীঘ্রি সার্কেল ইউ পিছনে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল ঘোড়া।

কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের উপর উঠে এল জন। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় এখনও ঝনঝন করছে সব হাড়। তবে শরীরের চেয়ে মানসিক আঘাত পেয়েছে অনেক বেশি।

পাহাড়ের চারপাশ ঘিরে সবুজ বনানী। ওদিকে সার্কেল ইউ।

শিশুদের খেলনা বাড়ি-ঘরের মত ছড়ানো-ছিটানো দালান। এত উপর থেকে ছোট দেখাচ্ছে।

রানশের উঠোনের মাঝে সচল এক লাল ফুটকি।

ওটা বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ।

দাঁতে দাঁত ঘষল জন উইলিয়ামস। 'আবারও ফিরব আমি, বার্ট,' বিড়বিড় করে বলল। 'আমার শেষ কথা এখনও শোনোনি তুমি।' বুক ভরে দম নিতে চাইল, খচখচ করছে পাঁজরের ব্যথা। মনে মনে বলল, 'ওই জমির তিন ভাগের এক ভাগ আমার। জমি বা সম্পত্তি নিয়ে মাথা-ব্যথা ছিল না–বাবার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম শুধু। কিন্তু আজ থেকে ভাবব ওই সম্পত্তি নিয়ে। ওই জমি জিতে নেব আমি। যেভাবে হোক মালিক হব। আজ তুমি যা করলে, তার ফল ভোগ করতে হবে তোমাকে, বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ। এর শোধ না নিয়ে ছাড়ব না আমি!'

লাগাম ধরে টান দিল জন, স্পার দিয়ে স্পর্শ করল ঘোড়ার পেট, রওনা হয়ে গেল সবুজ অরণ্যের দিকে।

চার

ওর ঘুম ভাঙল বাজ পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে, চোখ মেলে চাইল জন উইলিয়ামস। বনে খোলা এক জায়গায় ক্যাম্প করেছে।

মাথার অনেক উপরের আকাশে চক্কর কাটছে এক বাজ পাখি।

চারদিকে ঝলমলে আলো। কখন যেন সকাল হয়ে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল জন। কণ্ঠ চিরে বেরুল গোঙানি।

শরীরের যন্ত্রণা কমেনি। গোটা দেহ ক্ষত-বিক্ষত। এমন ব্যথা, যেন দুরমুশ করা হয়েছে হাড়গোড়-মাংস।

মনে পড়ল গতকালের সমস্ত ঘটনা।

ক্রোধ ও অপমানে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল, সরু হয়ে গেল চোখের চাউনি।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জন। ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। পা সামনে বাড়াতেই যেন আদর করে দেহে হাত বুলিয়ে দিল সূর্যের উত্তপ্ত রশ্মি। কয়েক পা হাঁটার পরে বুঝল, সামান্য কমেছে ব্যথা।

ফাঁকা জায়গায় এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে ওর ঘোড়াটা। পাশ দিয়ে গেছে সঙ্কীর্ণ নদী। টগবগ করে ছুটেছে নীচের দিকে।

গায়ের জামা খুলে ফেলল জন।

ভাল খাবারের অভাবে শীর্ণকায় সে, তবে দেহে রয়েছে ওর বাবার মতই থোকা থোকা শক্ত পেশি। সব এখন কালশিটে পড়ে গেছে মারের চোটে।

বুকের পাঁজর টিপে দেখল জন।

নাহ্, কোনও হাড় ভাঙেনি।

নদীতে নেমে পড়ল ও। কোমর-পানিতে।

বরফ ঠাণ্ডা পানি যেন কামড় বসাল গায়ে।

ভাল করে গা ধুয়ে নিল জন।

নদী থেকে উঠে গা-টা মোছার পরে একটু ভাল বোধ হলো। শরীরের ব্যথাও অনেকটা দূর হয়েছে।

গায়ে জামা চড়াল জন।

খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। গত দু'দিন সামান্য দানাপানিও পড়েনি পেটে। এমনই খিদে, শারীরিক ব্যথার কথা ভুলে যেতে শুরু করেছে।

কী করবে এবার, ভাবছে ও।

একটা কথা মনে পড়তে সামান্য হাসল। প্রায় নড়লই না ওর ঠোঁট।

ওর সিক্সগান কেড়ে নিয়েছে বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ, কিন্তু মস্ত ভুল করেছে সে। স্যাডল থেকে সরিয়ে ফেলেনি উইনচেস্টার কারবাইনটা। খাপের ভিতর রয়ে গেছে ওটা।

আরও একবার সামান্য হাসল জন।

খুলে রাখা স্যাডল, ব্ল্যাঙ্কেট আর খাপ সহ রাইফেল নিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘোড়ার দিকে এগোল ও। ঘোড়ায় সাজ পরিয়ে নিল কয়েক মিনিটে, তারপর বিশ্বস্ত জানোয়ারটার পিঠে উঠে রওনা হয়ে গেল নির্দিষ্ট এক জায়গা লক্ষ্য করে।

সার্কেল ইউ-তে অভাব নেই গবাদি পশুর।

সামান্য দূরের এক নিচু ক্যানিয়নে ঢুকবার পরই কাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে গেল–ঝোপঝাড়ের ভিতর ঘাস খাচ্ছে কয়েকটি গরু।

একটা গাভীর সঙ্গে রয়েছে মোটাসোটা শাবক।

গত রাতে বনের ভিতর দিয়ে বহু পথ পাড়ি দিলেও সার্কেল ইউ-র এলাকা থেকে আসলে অনেক দূরে সরে যেতে পারেনি জন। এখন অনুমান করল, ওই রানশহাউস কয়েক মাইল দূরে। আর এর মানেই, এখন গুলি ছুঁড়লেও ওদিকে যাবে না আওয়াজ।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল জন। লক্ষ্যভেদ করতেও সময় লাগল না, মগজে গুলি নিয়ে মরল স্বাস্থ্যবান বাছুরটা।

রক্তের বোটকা গন্ধ এড়াতে ছুটে ভাগল অন্য গরুগুলো।

এবার স্যাডল থেকে রশি নিয়ে মৃত বাছুরের পা বাঁধল জন। লাশটাকে টেনে নিয়ে চলল উঁচু জমি লক্ষ্য করে। পঞ্চাশ গজ যাওয়ার পর থামল, ওখানে ঘোড়া রেখে ছাড়িয়ে নিল বাছুরের

চামড়া। দেরি হলো না দক্ষ হাতে বড় এক খণ্ড মাংস কেটে নিতে।

শুকনো কাঠ ও পাতা এদিকে দুষ্প্রাপ্য নয়, ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আগুন জ্বালতেও বেগ পেতে হলো না জনের। খেয়াল রাখল, যেন বেশি তৈরি না হয় ধোঁয়া।

আগুনে মাংস ঝলসানোর ফাঁকে স্যাডলব্যাগ থেকে ব্র্যাণ্ডিং আয়ার্ন নিল ও, রাখল ওটা জ্বলন্ত কয়লার বুকে। কিছুক্ষণ পর আয়ার্ন টকটকে লাল হতেই দুটো কাঠি ব্যবহার করে গনগনে কয়লা থেকে তুলে নিল ওটা। চলে গেল সদ্য ছাড়ানো চামড়ার কাছে। এবার যা করল, সেজন্য কয়েকবার আগুনে গরম করতে হলো আয়ার্ন।

ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে স্টেক।

নিঃশব্দে খাবারে মন দিল জন। পেটে যখন এক তিল জায়গা রইল না, থামল–মস্ত ঢেকুর তুলল তৃপ্তির।

মরা বাছুরের কাছে ফিরল জন। লাশটার গা থেকে তিন ভাগের এক ভাগ মাংস কেটে আলাদা করল। চামড়ারও এক-তৃতীয়াংশ কেটে নিল। চামড়ার ভিতর তিন ভাগের এক ভাগ মাংস পুরে নিয়ে রক্তাক্ত বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে ফেলল গভীর খাদে।

লাশের অন্য অংশ খোলা জমিতেই থাকল–দূর থেকেও চোখে পড়ে।

শীঘ্রি হাজির হবে শকুন, কাক ও শেয়াল।

নিশ্চিত ভাবেই বাছুরের মড়া খুঁজে পাবে সার্কেল ইউ রাইডাররা।

কাজ শেষে একটা গাছে ঝুলিয়ে দিল অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ চামড়া। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল জন। সূর্যের অবস্থান নিরীক্ষণ করে, অনুমানে রওনা দিল বেণ্ট'স ক্রসিং শহর অভিমুখে।

ওর পিছনে বাতাসে উড়তে লাগল রক্তমাখা কাঁচা চামড়াটা।

আগুনে পোড়ানো লোহার আংটা দিয়ে চামড়ার রোমশ অংশে যে কথাগুলো লিখেছে জন, মোটামুটি বোঝা যায় তা:

২/৩ তোমাদের–১/৩ আমার –জন।

বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ, জানে জন, সহজেই বুঝে নেবে এটা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

পাঁচ

বেণ্ট'স ক্রসিং-এ পৌঁছাতে অনেকটা সময় ব্যয় হলো জনের–শহর খুঁজে পেতে দেরি হয়েছে বলে নয়, কভার নিয়ে আসতে হয়েছে ওকে, সেজন্য। সতর্ক থেকেছে আকাশের পটভূমে যেন তার কিংবা ঘোড়াটার কোনও কাঠামো ফুটে না ওঠে, সজাগ দৃষ্টি ছিল জমিনের উপর, স্যাডল গান থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরায়নি হাত।

চলার পথে পুরোটা সময়ই যা ঘটেছে তা নিয়ে ভাবছিল জন উইলিয়ামস।

ফ্লেচার'স হোল-এ ও এসেছিল অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে। জীবনে অনেক কিছুই পায়নি ও, ভেবেছিল না-পাওয়া জিনিসগুলো পাবে এখানে, জানতে পারবে না-জানা

জিনিসগুলো। ভাসমান এ জীবনের মধুর একটা অবসান চেয়েছিল ও, কোথাও একটু থিতু হতে চেয়েছে–আশা ছিল, যে-বাবাকে সে জন্মের পরে দেখেছে কি না মনে নেই, তাকে দেখবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস: এ জীবনে আর বাবার দেখা পাবে না সে।

ক্লিনটনরা লোক বেশ ভাল ছিল। জনের সেবাযত্নের কখনও কোনও ত্রুটি করেনি। নিজেদের সন্তানের মতই লালন-পালন করত ওকে। কিন্তু নিজেদের ছেলেমেয়ে ছিল ওদের।

ক্লিনটন পরিবারের এত যত্ন আর ভালবাসার পরেও নিজেকে সব সময় একা লাগত জনের, মনে হত ও একজন বহিরাগত।

যখন বড় হলো, দুনিয়াদারি বুঝতে শিখল, ক্লিনটনরা জানাল ওকে, এ পরিবারে কীভাবে তার আগমন।

ওই দিন থেকে আশায় বুক বেঁধে ছিল জন, বাবা একদিন ফিরে আসবে তার কাছে...তার সত্যিকারের বাবা। দূর-দূরান্ত থেকে আসা কোনও রাইডারকে দেখলেই উতলা হয়ে উঠত ওর মন–কিন্তু ওটা তার বাবা নয় দেখে শেষে হতাশার সাগরে ডুবে যেত।

মরিস উইলিয়ামস কোনও দিন আসেনি, ওকে এক কলম চিঠিও লেখেনি।

ক্লিনটনরা সব কিছু নিয়ে নিউ মেক্সিকো চলে গেল।

ততদিনে শুরু হয়ে গেছে রেঞ্জ ওঅর, পাশাপাশি অ্যাপাচিদের হামলা তো ছিলই।

এ এমন একটা দেশ যেখানে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মানুষকে বন্দুক চালানো শিখতে হয়।

একদিন জন আবিষ্কার করল, বন্দুক ব্যবহারে সে একটা প্রতিভা বিশেষ।

ক্লিনটনরা প্রকৃতিগত ভাবেই ছিল ভবঘুরে প্রকৃতির। কোথাও

খুব বেশি দিন স্থির থাকা বোধ হয় তাদের ধাতে ছিল না। আবার যাত্রা শুরু করল তারা। এবারের গন্তব্য ক্যালিফোর্নিয়া।

ওরা যখন ক্যালিফোর্নিয়া রওনা করল, ততদিনে জন পূর্ণ যুবক। এবারে সে আর ক্লিনটনদের সঙ্গী হলো না।

ফেবলসদের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করল জন।

গর্ডন ফেবলস ছিল একজন ক্যাটল ব্যারন। তার ব্র্যাণ্ড সার্কেল জি।

সেখানে বনি নামে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় জনের।

যুবকটি বয়সে জনের বড়, খুব ভাল লোক।

বনির সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাজ করল জন। তারপর গ্যারল্ড টার্নার নামে এক ইংরেজের খামারে যোগ দিল দু'জনে।

টার্নার সৎ আর ভাল মানুষ ছিল।

মানুষটাকে ওরা দু'জনেই খুব পছন্দ করত।

কিন্তু আউট-লদের হাতে যেদিন খুন হয়ে গেল লোকটা, বনি প্রতিজ্ঞা করল সে এ হত্যার বদলা নেবে।

তবে প্রতিশোধ নেয়ার আগেই সে আর জন লিঙ্কন কাউন্টি ওঅর-এ জড়িয়ে পড়ে।

একের পর এক লড়াই বনিকে শীতল রক্তের নির্দয় খুনিতে পরিণত করে।

জন যদি তখন বনির মতই খুনখারাবিতে মেতে উঠত তা হলে এতদিনে সে-ও হত্যাকারী হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠত। কিন্তু খুনির পথ বেছে নেয়ার ইচ্ছা তার ছিল না।

সে বনির সঙ্গ ত্যাগ করার চিন্তাভাবনা করছে, এমন সময় তার হাতে একটা চিঠি এসে পৌঁছায়। একজন রাইডার নিয়ে এসেছিল চিঠিটা।

জনের পরিষ্কার মনে আছে, চিঠিটা পড়ার পরে আবেগে থরথর করে কাঁপছিল সে। না, ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার লোভে

এতটা পথ পাড়ি দেয়নি ও, দিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। অদ্ভুত একটা আবেগ ওর মধ্যে কাজ করছিল যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, লিখেও বোঝানো সম্ভব নয়।

ও এসেছিল বাবাকে দেখবে বলে, বাবাকে জড়িয়ে ধরবে, ঘ্রাণ নেবে শরীরের–যে পিতার আদর-স্নেহ-ভালবাসা থেকে জন্মের পর থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য জনের; এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেও লাভ হলো না। দেখতে পেল না শেষ দেখাটাও। কোনও দিন আর পাবেও না।

বাবাকে দেখতে না পাবার কষ্ট, বেদনা, হাহাকারের কোনও তুলনা নেই।

বার্ট ওর সঙ্গে যে আচরণ করেছে তাতে বার্টের প্রতি প্রবল ঘৃণা জন্মেছে ওর। প্রতিশোধ নেয়ার তীব্র বাসনাও তৈরি হয়েছে বুকে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে বাবাকে হারানোর প্রচণ্ডতম শোক।

মনে তবু এটুকু সান্ত্বনা: মৃত্যুর আগে মরিস উইলিয়ামস ওকে তার ছেলে হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। সে চেয়েছে জন যেন সার্কেল ইউ-র ন্যায্য ভাগটা পায়।

বুড়ো মানুষটার শেষ এই ইচ্ছাটা পূরণ করবে জন। সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেবে সে।

বার্ট ওকে ভাগ দিতে চাক বা না চাক।

দরকার হলে বার্টের সঙ্গে লড়াই করবে। বিশালদেহী লোকটার সঙ্গে ওর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই, বাবারও ছিল না।

কিন্তু পিটার উইলিয়ামসের কী হবে?

পিটার আর সে একই বাপের সন্তান, দু'জনের শরীরে একই রক্ত বইছে।

পিটারও হয়তো বিষয়টা বুঝতে পেরেছে। তাই সে জনের

সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, আসতে চেয়েছে কোনও সমঝোতায়। কিন্তু লড়াই শুরু হলে পিটার কার পক্ষ নেবে? সম্পত্তির দাবিদার হিসেবে সে কি নিজের সৎ-ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে?

ছয়

যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বড় শহর বেন্ট'স ক্রসিং।

কোনও নদীর নামে এ শহরের নামকরণ করা হয়নি।

ফ্লেচার'স হোল-এ প্রবেশের এটা ছিল সহজতম রাস্তা, এবং বেন্টরা একসময় অস্থায়ী ভিত্তিতে এখানে একটা দুর্গ গড়ে তোলে তাদের ভাড়া করা ট্র্যাপারদের ব্ল্যাকফিট আর সাউদার্ন চেয়েনদের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য। জায়গাটাকে তারা বছর পঞ্চাশেক আগে হাল্টিং গ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহার করত।

শহরের বাইরে থেকে পুরানো দুর্গটার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। কাঠের বড় বড় খুঁটিগুলো কাত হয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে দালানগুলো।

দুর্গটাকে বাদ দিলে পাহাড়ের বাঁধের নীচে চমৎকার ভাবে বেড়ে উঠেছে বেন্ট'স ক্রসিং। একটা সুপ্রশস্ত ওয়্যাগন রোড শহরের পিছনের ঢাল বেয়ে প্রসারিত হয়েছে।

সারি-সারি দালানগুলোর আকার-আকৃতিও মন্দ নয়। কিছু বাড়ি-ঘর কাঠের গুঁড়ি কেটে বানানো, কিছু নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে তক্তা।

পাহাড়ে যেহেতু কোনও খনি নেই, অনুমান করল জন, শহরটা গড়ে উঠেছে গরু ব্যবসাকে ভিত্তি করে।

কেন সে এখানে এসেছে, নিজেও জানে না ও—এখানকার কাউকেই সে চেনে না।

পকেটে যে পয়সাকড়ি আছে তা দিয়ে এক বেলাও চলতে পারবে কি না সন্দেহ। অবশ্য ব্যাপারটা নির্ভর করছে জিনিসপত্রের দামের উপর।

...শহরে হয়তো কবরস্থান আছে, থাকলে ওখানে বাবার সমাধিটা খুঁজে পেতে পারে জন। যেভাবেই হোক, বাপের কবর ওকে পেতেই হবে।

দুপুর গড়িয়েছে এখন।

ঘোড়া নিয়ে শহরের মূল রাস্তায় চলে এল জন।

বেন্ট'স ক্রসিং-এ জনমানুষের চিহ্নও নেই। সবাই নিশ্চয় লাঞ্চে ব্যস্ত।

শহরের চারপাশে নজর বুলাল সে।

পাঁচটা স্যালুন, গোটা দুই জেনারেল স্টোর বা মুদি দোকান, একটা মাংসের দোকান, মার্শালের অফিস, এমনকী ছোটখাট একটা ব্যাঙ্কও আছে।

একটু পরেই ও যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল—একটা বিল্ডিং-এর সামনে সাইনবোর্ডে লেখা: স্যাম পার্কার, পুরুষের কাপড়; তার নীচে লেখা: আণ্ডারটেকার।

সাইডওঅকে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল জন। হিচরেইলে বাঁধল লাগাম।

স্যাম পার্কারের দোকানে দরজা খুলে ঢোকার সময় টুংটাং শব্দে বেজে উঠল ছোট্ট ঘণ্টী।

কাঠের একটা তাকে ভাঁজ করে রাখা আছে কাপড়; কয়েকটা টেবিলে স্তূপ হয়ে রয়েছে লিভাইস, ক্যালিফোর্নিয়া প্যান্ট আর

ফ্ল্যানেল শার্ট।

তালপাতার এক সেপাই দোকানের পিছনে বসে আছে। টাক মাথা। পরনে ভেস্ট আর প্যান্ট। চেয়ারে বসে পা রেখেছে লোহার এক স্টোভের উপর। স্টোভে আগুন জ্বলছে না। কোলের উপর কোঁচকানো একটা কাগজ দেখে বোঝা যায়, মাত্রই মধ্যাহ্নভোজন সেরেছে সে।

কোনও রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে চেয়ার ছাড়ল তালপাতার সেপাই, সিধে হলো, স্টোভ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেলল এঁটো কাগজগুলো। তারপর এগিয়ে গেল খদ্দেরের কাছে। জনের মলিন চেহারা আর ছেঁড়া, নোংরা পোশাকের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলাল সে।

'হাউডি,' বলল। 'কিছু লাগবে?'

'কিছু লাগবে না। শুধু ছোট্ট একটা খবর জানতে চাই। বাইরের সাইনবোর্ডে দেখলাম: তুমি আণ্ডারটেকার।'

'হ্যাঁ,' স্যাম পার্কারের গলার স্বর অকস্মাৎ নেমে গেল, ফুটল আণ্ডারটেকারের স্বর। 'আমরা তোমার মৃত প্রিয়জনের স্বর্গযাত্রার জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থা করে দেব, দেখলে মনে হবে সে ঘুমাচ্ছে।'

'না, আমি কারও স্বর্গযাত্রার আয়োজনের জন্য এখানে আসিনি,' বলল জন। 'আমি শুধু জানতে চাইছি মরিস উইলিয়ামসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজটা তুমি করেছ কি না।'

চোখ সরু করে জনের দিকে তাকাল স্যাম। চেহারায় ফুটে উঠল সতর্ক ভাব। 'তুমি কি তার আত্মীয়?'

'আমি তার ছেলে,' জবাব দিল জন। কথাটা উচ্চারণ করার সময় নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত লাগল ওর।

'ওহ্, তুমিই সেই লোক,' বলল স্যাম। কণ্ঠে ফুটল বিদ্বেষ, সম্বোধনও বদলে গেল। 'হুঁ, গতকাল বিকেলে তোমার কথা

বলেছে বার্ট। মিস্টার, আমার পরামর্শ হয়তো তুমি চাইবে না, তবে এখানকার লোকে বলবে, মন্দ পরামর্শ দিইনি আমি তোমাকে। শোনো, তোমার ওই গল্প নিয়ে এখানে ঘুরঘুর করলে কোনও ফায়দা হবে না। বাড়বে বই কমবে না বিপদ। কাজেই, সবচেয়ে ভাল হয় যদি সুবোধ বালকের মত এখান থেকে কেটে পড়ো। শহরের রাস্তাটা সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। ওই রাস্তা ধরে যেতে মোটেই বেগ পেতে হবে না তোমাকে।'

খুব রাগ হলো জনের।

হারামজাদা বার্ট তা হলে ওর আগেই এখানে এসেছে!

বোঝাই যাচ্ছে, স্যাম ডরায় তাকে।

হয়তো শহরের সবাই-ই বার্টকে ভয় পায়।

জনের কথায় তার মেজাজ প্রকাশ পেল। 'মিস্টার, তোমার কাছে আমি রাস্তার বর্ণনা জানতে চাইনি। আমি জানতে এসেছিলাম, কোথায় তুমি মরিস উইলিয়ামসকে কবর দিয়েছ।'

নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ও স্যামের দিকে। সেই চাউনিতে এমন কিছু ছিল, পিছু হটল এক কদম টেকো।

'ঠিক আছে,' বিচলিত গলায় বলল সে। 'বলছি তোমাকে। অমন কটমট করে তাকাতে হবে না। পুরানো দুর্গের পিছনে একটা গোরস্থান আছে। ওখানে, প্রিয়তমা স্ত্রীর কবরের পাশে কবর দেয়া হয়েছে মরিসকে।'

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল জন। 'ধন্যবাদ,' শক্ত গলায় বলল। 'তথ্যটা দরকার ছিল আমার।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে, লম্বা কদমে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। হিচরেইল থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসল। বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে।

চলতে চলতে ভাবছে জন, শুধু সার্কেল ইউ নয়, বেন্ট'স ক্রসিং-এর মোকাবেলাও করতে হতে পারে ওকে। এমনকী পুরো

ফ্লেচার'স হোল-এর বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে পারে।

সবাইকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে বার্ট।

নিজের ভাবনায় এমন মশগুল ছিল জন, লক্ষ করেনি ওর পিছু নিয়েছে এক ঘোড়সওয়ার।

বেন্ট'স ক্রসিং-এর রাস্তা ধরে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে সে।

সাত

অধিকাংশ সীমান্ত এলাকার কবরস্থানের মত এটারও পরিত্যক্ত চেহারা।

কয়েকটা কবরে কাঠের ক্রুশ লাগানো, কিছু সমাধিতে পাথুরে ফলক। দু'তিনটাতে ফলক-টলক কিছু নেই। তবে গোরস্থানের মাঝখানে সদ্য খোঁড়া কবরটা সহজেই নজর কাড়ে।

ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে কবরস্থানে ঢুকল জন।

দুটো পাথরের ফলকই দেখতে অবিকল এক।

প্রথম ফলকটিতে লেখা রয়েছে: এখানে শায়িত রয়েছেন ভার্জিনিয়া অ্যাণ্ডার্স উইলিয়ামস, যিনি দুই বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দ্বিতীয় ফলকটি, যেটির কবর কয়েকদিন আগে খোঁড়া হয়েছে, তাতে সংক্ষেপে লেখা: মরিস এফ. উইলিয়ামস; নীচে

শুধু জন্ম আর মৃত্যুর তারিখ দেয়া।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে সদ্য খোঁড়া কবরটার দিকে তাকাল জন। বুকের ভিতর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। খুব কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদতে পারছে না।

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, পুরানো দুর্গের ভাঙা, উঁচু প্রাচীর ছায়া ফেলেছে ওর গায়ে।

জানে না কতক্ষণ, কত ঘণ্টা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তীব্র শোকে ফেটে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা।

হঠাৎ বে ঘোড়াটার চাপা হ্রেস্বায় চমক ভাঙল জনের।

আরেকটি প্রাণীর আগমন টের পেয়ে মাথা তুলেছে বে।

নিজের ঘোড়ার কাছে যাওয়ার জন্য পাঁই করে ঘুরল জন।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বোকার মত সে তার স্যাডল গানটা রেখে এসেছে ঘোড়াটার পিঠে। আর এখন এক রাইডার ওর আর ওর ঘোড়ার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

জমে গেল জন। তবে মরিয়া ভাবটা বিস্ময়ে রূপ নিল যখন দেখল ঘোড়সওয়ার একজন নারী।

মহিলা পিঠ খাড়া করে সাইড স্যাডলে বসেছে। কোমরের নীচ থেকে লম্বা স্কার্টে ঢাকা তার শরীর। আর কোমরের উপরে, আঁটসাঁট বডিসে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকা থাকলেও যৌবন-নদীর ভরা জোয়ারের ঢেউ দু'কূল ছাপিয়ে উপচে পড়তে চাইছে। দুর্দান্ত শরীরের রমণীয় রেখাচিত্রগুলো যে-কোনও পুরুষের দম বন্ধ করে দেবে।

মহিলা প্রায় ওর সমবয়েসী, তবে দুই-এক বছরের ছোটও হতে পারে। কাকচক্ষুর মত কালো কেশরাজি মখমলের মত ছড়িয়ে আছে কানের পিছনে। মাথায় সুদৃশ্য রাইডিং হ্যাট। মেয়েটার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারা গোলাপের পাপড়ির মত মসৃণ ও

কোমল, বড় বড় চোখ জোড়া অতল কালো দীঘির কথা মনে করিয়ে দেয়। ও চোখে এখন চিকচিক করছে কৌতুক আর সহানুভূতির মিশ্রণ। নাকটা টিকালো, যেন খোদাই করা, মুখখানা ভরাট, ওষ্ঠদ্বয় লাল টুকটুকে, দৃঢ় চিবুক।

জনের দিকে তাকাল সে, ঠোঁটের কোণে ফুটল রহস্যময় হাসি। 'তোমাকে আমি চালাক-চতুর ভেবেছিলাম,' কথা বলে উঠল, যেন বাজল জলতরঙ্গ। 'অথচ তোমার আর ঘোড়ার মাঝখানে কখন এসে পড়েছি, টের পর্যন্ত পাওনি।' দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তার জনের কোমরে। 'এমনকী একটা হ্যাণ্ডগান পর্যন্ত নেই তোমার কাছে।'

'অন্য চিন্তায় মশগুল ছিলাম,' বলল জন।

'ওদের নিয়ে?' কবরের দিকে ইঙ্গিত করল সুন্দরী।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল জন।

'তোমার বাবার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে,' বলল মেয়েটি। 'বাবাই তো ছিল তোমার, তা-ই না?'

'জী, ম্যা'ম।' মাথা ঝাঁকাল জন। 'বাবা।'

'তুমি এখানে আসার আগেই মারা গেল সে—ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক,' বলল যুবতী, 'ডাক্তার আমাকে বলেছে, সে নিজেও বুঝতে পারেনি মরিস সাহেব এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে। অবাকই হয়েছিল ডাক্তার।' গভীর কালো চোখ জোড়া জনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। 'বার্ট বলছে, সে নাকি তোমার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। কাজটা নিশ্চয় সে কারও সাহায্যে করেছে।'

'হ্যাঁ,' জানাল জন, 'দু'একজন সাহায্য করেছে ওকে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল নারী। 'আমাকে ঘোড়া থেকে নামতে একটু সাহায্য করবে?'

'নিশ্চয়,' বলল জন। দ্রুত এগিয়ে গেল ও।

চিতার মোহনীয় ক্ষিপ্রতায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে এল তরুণী। জন ওকে যতটা লম্বা ভেবেছিল, ততটা লম্বা নয় সে। মেয়েটির মাথা জনের চোখ ছুঁই-ছুঁই।

'ধন্যবাদ,' শক্ত জমিনে দাঁড়িয়ে বলল সে। 'আমার নাম জুলিয়া রবার্টস। তবে জুলিয়া বলে ডাকে না কেউ। ডাকনাম জুলি।'

'আচ্ছা,' বলল জন, 'আমিও তোমাকে জুলি বলেই ডাকব। আমার নাম জন উইলিয়ামস।'

'আমি তোমার নাম জানি,' বলল জুলি।

'আমাকে দেখছি সবাই-ই চেনে,' জনের কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'বার্ট আমার নামটা সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছে, তা-ই না?'

'নাম না, বদনাম,' বলল জুলিয়া, 'বেন্ট'স ক্রসিং-এ সে তোমাকে নিষিদ্ধ করতে চায়।'

'এ শহর ওর কথায় চলে নাকি?'

'মরিস উইলিয়ামস অসুস্থ হওয়ার পর থেকে এ শহর তার কথায় ওঠ-বস করে। এ এলাকার সবচেয়ে বড় রানশ সার্কেল ইউ। বেন্ট'স ক্রসিং মরিস উইলিয়ামসের শহর ছিল। কিন্তু সে অসুস্থ হওয়ার পরে বার্টই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয় হাতে। এখন বেন্ট'স ক্রসিং-এর হর্তাকর্তা সে। মরিসের মৃত্যুতে সবাই খুব কষ্ট পেয়েছিল। একমাত্র সে-ই বার্টকে সামলে রাখতে পারত।'

'দেখা যাচ্ছে, বার্ট একটা হার্ডকেস।'

'ওর ধাত তো তোমার ইতিমধ্যে বুঝে ফেলার কথা,' মন্তব্য করল জুলিয়া। 'গতকালের ঘটনাতেই বুঝে গেছ নিশ্চয়, ও লোক কেমন।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'হুম। তুমি দেখছি আমার সম্পর্কে অনেক খবরই জানো। কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি

না।'

'তোমাকে আমি আমার নাম বলেছি,' বলল জুলিয়া, 'এ শহরে আমার একটা থাকার জায়গা আছে।' চোখের দৃষ্টি আচমকা সরু হয়ে এল তার, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ঠোঁট। 'যদি বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর ঘাড় ধরে নাকটা মাটিতে ঘষে দিতে পারো ওর, তা হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না। আর ওকে খুন করতে চাইলে আমিই তোমাকে গুলি কিনে দেব!'

মেয়েটার দিকে দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জন। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'লেডি, বিষয়টা নিয়ে আমাদের কথা বলা দরকার।'

ওর চোখে চোখ রাখল জুলিয়া। 'আমিও তা-ই ভাবছি।' তার গলার স্বর চনমনে, খুশি-খুশি। 'চলো, বেণ্ট'স ক্রসিং-এ যাই।'

'আমার সাথে তোমাকে কেউ দেখে ফেলার ভয় নেই?'

'কাউকেই ভয় পাই না আমি,' বলল জুলিয়া।

গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল জন, এ মেয়ে যা বলছে, তা মিথ্যা নয়।

'চলো। আমার বাড়িতে গিয়ে বাকি কথা হবে।'

আট

রবার্টস' প্লেস শহরের সবচেয়ে বড় স্যালুন।

জন আর জুলিয়া শহরের মূল রাস্তায় পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে আসছে।

প্রায় হাঁটার গতিতে চলেছে জানোয়ার দুটো।

চলার তালে জনের মাথা ঝাঁকি খাচ্ছে।

এখন নেকড়ের মত সতর্ক সে। দুটো ঘটনা ওর আবেগের লাগাম অনেকটাই টেনে ধরেছে–সার্কেল ইউ-তে গতকাল প্রহৃত হওয়া আর আজ অকস্মাৎ জুলিয়ার সঙ্গে পরিচয়।

সাইডওঅকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর। কোনও কিছুই নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না।

ওকে আর জুলিয়াকে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে রাস্তার লোকজন আড়চোখে তাকাচ্ছে, ফিসফিস করছে।

'আমি দেখেছি তুমি শহরে এসেছ,' ব্যাখ্যা দিল জুলিয়া। 'দেখলাম স্যাম পার্কারের ওখানে ঢুকলে, তারপর আবার বেরিয়ে গেলে। বুঝে যাই, তুমিই সেই লোক, যার কথা বার্ট শহরের সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। তোমার সাথে কথা বলার আগেই তুমি চলে যাও কি না ভেবে চিন্তা হচ্ছিল। তা ছাড়া এমনও ভেবেছি, কথা বলার পরে হয়তো দেখব তুমি মেরুদণ্ডহীন একটা জেলিফিশ ছাড়া কিছু নও।'

'আমার মেরুদণ্ড আছে কি নেই, তা পরে বুঝতে পারবে,' বলল জন।

ওরা রবার্টস' প্লেসের হিচর‍্যাকের সামনে এসে থামল।

নিজের ঘোড়া থেকে নেমে জুলিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল জন ওকে নামতে সাহায্য করার জন্য।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঢুকল ওরা স্যালুনে।

স্যালুনের ভিতরটা প্রায় খালি।

দুটো টেবিলে কয়েকজন লোক বসে মদ গিলছে।

বারের পিছনে ঝিমোচ্ছে বারটেণ্ডার।

'এসো,' জনকে আহ্বান জানাল জুলিয়া। পিছন দিককার সিঁড়ি অভিমুখে এগোল ওকে নিয়ে।

জুলিয়ার পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে জন, জুতোর স্পারে টুংটাং শব্দ উঠল। একটা হাত ওর স্যাডল গানে।

সিঁড়ির মাথায় ছোট এক করিডর, তারপর দরজা।

'আমি এখানেই থাকি,' জানাল জুলিয়া। দরজা খুলল।

ওর পিছন পিছন ভিতরে ঢুকল জন।

দুই কক্ষবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের এটি লিভিংরুম। সুন্দর সাজানো-গোছানো। লম্বা সোফা, সুদৃশ্য চেয়ার, ডেস্ক, মেঝেয় কার্পেট আর ঘরের মাঝখানে বড় একখানা টেবিলের উপর হাতে বোনা সুন্দর চাদর বিছানো। সব মিলে ঘরের মালকিনের সুরুচির পরিচয় বহন করছে।

দরজা বন্ধ করে তালা মারল জুলিয়া। তারপর পা বাড়াল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে। নীচের একটা ড্রয়ার খুলে একটা জিনিস বের করল। ঘুরল জনের দিকে।

'এটা,' জনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'আমরা কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারি বা না পারি, তোমার দরকার হবে।'

মেয়েটার হাতে লম্বা ব্যারেলের কোল্ট .৪৫। পিস্তলটার গ্রিপ হাতির দাঁতের, সিলিণ্ডার আর ব্যাকস্ট্র্যাপে রুপালি নকশা।

এক নজর বুলিয়েই জন বুঝতে পারল, জিনিসটা উঁচু মানের আর অত্যন্ত দামি।

'এটা তোমাকে ধার দিলাম,' বলল জুলিয়া। 'কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাকে আবার ফেরত দেবে।'

একটু ইতস্তত করে অস্ত্রটা নিল জন। 'তোমার সাথে মাত্রই আমার পরিচয়। এরকম একটা জিনিস বিশ্বাস করে দেয়া কি ঠিক হলো?'

জুলিয়ার লালচে মুখে মৃদু হাসি ফুটল। 'ধরো, এটা তোমার

প্রতি আমার বিশ্বাসের প্রতীক। বলেছিলাম, বুলেট কিনে দেব। তা হলে বন্দুক দিতে সমস্যা কোথায়?'

পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল জন।

গুলি ভরা।

'ঠিক আছে।' অস্ত্রটা ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজল। 'আমার নিজের অস্ত্র যতক্ষণ ফেরত না পাচ্ছি, কিংবা নতুন আরেকটা জোগাড় করতে পারছি, ততদিন এটা আমার কাছেই থাক।'

'জিনিসটার যত্ন নিয়ো,' বলল জুলিয়া, 'এটা আমার স্বামীর পিস্তল।'

'আচ্ছা?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'হ্যাঁ, বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ তাকে ছয় মাস আগে হত্যা করেছে।'

কী বলবে কিছু ভেবে ওঠার আগেই জুলিয়া জনের দিকে পিছন ফিরল। 'মনে হয়, সকাল থেকে তুমি কিছু খাওনি।' গলা চড়াল সে, 'ম্যাগি! অ্যাই, ম্যাগি...'

জুলিয়ার ডাকে সাড়া দিতে ঘরের আরেক দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল একটি মেয়ে। জুলিয়ার সঙ্গে তার চেহারায় আশ্চর্য মিল। তবে আঠারো-উনিশের বেশি হবে না বয়স। জুলিয়ার মতই তার ঝলমলে কৃষ্ণকেশ, একই রকম গভীর কালো চোখ, নিদাগ, মাখন-কোমল ত্বক। তবে একটা পার্থক্য অবশ্য আছে। জুলিয়ার চেহারার কাঠিন্য থেকে এ মেয়েটির লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানা সম্পূর্ণ মুক্ত। মেয়েটার পরনে সাদা ড্রেস, ধবধবে ফর্সা শরীরের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। জনকে দেখে লজ্জা পেল সে, একই সঙ্গে সামান্য ভীতির ছাপও ফুটল চোখের তারায়।

'এ আমার বোন ম্যাগি রবার্টস,' বলল জুলিয়া, 'ম্যাগি, ও জন উইলিয়ামস।'

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল জন।

মেয়েটা যথেষ্ট সুন্দরী, তবে জুলিয়ার অসাধারণ রূপের কাছে তাকে ম্লানই লাগছে। জনের কথার প্রতি-উত্তরে কী যেন বলল বিড়বিড় করে, বোঝা গেল না।

'ম্যাগি, তুই একটু নীচে যা,' বলল জুলিয়া, 'হ্যাঙ্ককে বল মিস্টার উইলিয়ামসের জন্য স্টেক আর আলু পাঠিয়ে দিতে। সাথে এক কাপ কফিও।'

'আচ্ছা, বলছি,' নরম গলায় বলল ম্যাগি। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মুখ তুলে তাকাল না আর জনের দিকে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জুলিয়া বলল, 'দুলাভাইয়ের মৃত্যুটা ম্যাগি এখনও সামলে উঠতে পারেনি। আমার উপরেও রেগে আছে ও। আমাদের এক খালার সাথে ইনডিপেনডেন্সে থাকত। কিন্তু ম্যাটি খালা মারা যাওয়ার পর কয়েক মাস আগে এখানে চলে আসে ম্যাগি। ও জানতই না, আমি এ শহরে একটা স্যালুন চালাই।' হেসে উঠল জুলিয়া। 'বার্টকে গুলি করে মারতে চাইবার পিছনে আমার বোনও একটা কারণ।'

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল জন।

'পরে বলব,' জবাব দিল জুলিয়া। 'ড্রিঙ্ক চলবে তো?'

'পেলে মন্দ হয় না।'

'আচ্ছা, বসো। আমি তোমার জন্য ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি।'

পাশের কামরায় চলে গেল সে ।

লম্বা সোফাটায় বসল জন।

একটু পরেই পাশের ঘর থেকে আবার এ ঘরে ঢুকল জুলিয়া। হাতে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস। দুটো গ্লাসেই সরাসরি উইস্কি ঢালল জুলিয়া। পানি-টানি কিছু মেশাল না। জনের হাতে একটা গ্লাস তুলে দিয়ে অপরটা নিয়ে বসল ওর মুখোমুখি চেয়ারে।

'খাও,' বলে পুরুষালি ঢঙে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল জুলিয়া।

জনও নিজের গ্লাসের তরলটুকু পেটে চালান করে দিল। খালি পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। তবে একটু পরেই রিল্যাক্স বোধ করল। বলল, 'এখন তোমার গল্প বলো, শুনি।'

'মরগান রবার্টস, মানে আমার স্বামী আর আমি এ শহরে আসি পাঁচ বছর আগে,' শুরু করল জুলিয়া। 'তারপর স্যালুনটা খুলে বসি। আমরা সৎ ভাবে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করতাম, সৎ ভাবে গেমস চালাতাম। পেশায় ও জুয়াড়ি ছিল। তবে সৎ মানুষ ছিল। শহরের যে-কাউকে ওর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো, সবাই তা-ই বলবে।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'বলে যাও।'

'মরিস উইলিয়ামস যতদিন কর্মক্ষম ছিল, কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারত না, বার্ট অ্যাণ্ড্রিউও না। জানি না, ভার্জিনিয়া উইলিয়ামসের প্রথম স্বামী কেমন ছিল, তবে ভাল লোক ছিল না নিশ্চয়। নইলে বার্টের মত এরকম বদমাশকে জন্ম দেয় কী করে! মরিস যতদিন সুস্থ ছিল, সামলে রেখেছে বার্টকে। কিন্তু তার টিউমার না কী জানি হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল, বার্টও শুরু করল অত্যাচার।'

চুপচাপ শুনে যাচ্ছে জন।

'বুড়ো মরিস সুস্থ-সবল থাকলে কোনও বিবাহিতা নারীর ধারে-কাছেও আসার সাহস পেত না বার্ট,' বলে চলল জুলিয়া। 'কোনও বিবাহিতা নারীর দিকে হাত বাড়িয়েছে তার সৎ-ছেলে, শুনলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলত সে। কিন্তু মরিস অসুস্থ হওয়ার পরে...' প্রথমবারের মত গলা কেঁপে গেল জুলিয়ার।

একটু সময় নিয়ে নিজেকে সামলে নিল ও। তারপর আবার শুরু করল। 'আমার উপর নজর পড়েছিল ওর। আমাকে খুব চাইত। আমি আমার স্বামীকে ভালবাসতাম, মিস্টার উইলিয়ামস। বার্টকে সেকথা বলেওছিলাম। কিন্তু মাথামোটাটার

মস্তিষ্কে এ কথা ঢোকেনি যে, যে-কোনও মেয়েই ওকে চাইবে না। ভেবেছে, আমাকে পাবার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা আমার স্বামী। তারপর...এক রাতে মরগান একটা গলিপথ দিয়ে হেঁটে আসছিল। এমন সময় কেউ ওকে...' থেমে গেল জুলিয়া, সশব্দে শ্বাস টানল, তবে অশ্রু দেখা গেল না চোখে। 'কেউ ওকে,' কর্কশ গলায় বলল, 'অন্ধকারের মধ্যে সরাসরি গুলি করে মাথায়।'

'তুমি ঠিক জানো, বার্টেরই কাজ ওটা?' প্রশ্ন করল জন।

চেয়ার ছাড়ল জুলিয়া, বোতলের কাছে গিয়ে গ্লাসে আবার ভরে নিল মদ।

জন লক্ষ করল ওর হাত অল্প অল্প কাঁপছে।

'আমি নিশ্চিত,' বলল জুলিয়া, 'এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। তবে কোনও প্রমাণ নেই আমার হাতে, নেই কোনও ক্লু। কিন্তু আমি জানি, বার্টই আমার স্বামীর হত্যাকারী।'

'বার্ট কি এখনও তোমার পিছু লেগে আছে?'

'আমার ধারণা, ও বুঝতে পেরেছে, আমি সব জানি। আর এটাও ওর মাথায় ঢুকেছে যে, একটা দশ ফুট লম্বা লাঠি দিয়েও আমি ওকে স্পর্শ করতে চাইব না। তবে...' দরজার দিকে হাত নেড়ে দেখাল জুলিয়া। 'আমি এখন ম্যাগিকে নিয়ে চিন্তায় আছি। হারামজাদাটা ওকে না আবার জ্বালাতন শুরু করে। ও যদি আমার বোনের দিকে হাত বাড়ায়...' বিরতি দিল জুলিয়া। 'ওর হাত আমি কেটে ফেলব! ঠিক খুন করব ওকে আমি!'

জনের দিকে ফিরল জুলিয়া। 'যা হোক, এজন্যই আমি তোমার পিছু নিয়েছিলাম। তুমি যদি এখানে বার্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে থাকো, ধরে নাও, একজন পার্টনার পেয়ে গেছ।'

'আমি এখানে এসেছি আমার বাবার রানশের ন্যায্য হিস্যা

পেতে। বাবা রানশের এক-তৃতীয়াংশ আমার জন্য উইল করে গেছে। তবে বার্ট আমার সাথে যে আচরণ করেছে, তার শোধ অবশ্যই নেব। কিন্তু খুনখারাবির মধ্যে আমি যাব না।' সিধে হলো জন, হাত জোড়া প্যান্টে ঘষল, যেন ঘাম লেগেছে। 'লিঙ্কন কাউন্টিতে বহু খুনোখুনি করেছি।'

'বোকার মত কথা বলবে না,' ধমকে উঠল জুলিয়া। 'তোমার কি ধারণা, বার্টকে খুন না করেই সার্কেল ইউ-র জমি পেয়ে যাবে? এক ইঞ্চিও পাবে না।'

'দেশে আইন আছে,' বলল জন, 'আদালত আছে। আমার কাছে লেখা বাবার একটা চিঠি আছে...' শার্টের পকেট চাপড়াল ও।

খামটা যথাস্থানেই রয়েছে।

পাঞ্চারটা ওর শিরদাঁড়ায় বন্দুক ঠেসে ধরার ঠিক আগে আগে পিটার চিঠিটা জনকে ফেরত দিয়েছিল।

'আইন-আদালত!' নাক সিটকাল জুলিয়া রবার্টস। 'আদালতে মামলা লড়তে হলে টাকা লাগে।' বিরতি দিল সে। 'যে লোক বার্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে, আঘাত করতে পারবে তাকে, তাকে আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু আইনি লড়াইয়ের জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে আগ্রহী নই।'

'আমি তো তোমার কাছে কোনও টাকা-পয়সা চাইনি,' বলল জন, 'আমি নিজেই টাকা জোগাড় করতে পারব।'

'কীভাবে?' জুলিয়ার চেহারায় অবিশ্বাস।

বিষয়টা নিয়ে জন আগেই ভেবেছে। জবাবে বলল, 'খুব সহজ। আমার ভাগের সার্কেল ইউ-র গরু বিক্রি করলেই টাকা পেয়ে যাব।'

জুলিয়ার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'সার্কেল ইউ-র গরু-ঘোড়াগুলোর এক-তৃতীয়াংশের মালিক আমি। ওগুলো বিক্রি করে দিলেই মামলা চালানোর টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকল জুলিয়া। তারপর যখন কথা বলল, অদ্ভুত শোনাল কণ্ঠ। 'তুমি ওগুলো চুরির মতলব করছ?'

'আমার জিনিস আমি নেব, এতে চুরি-চামারির কথা আসছে কোত্থেকে?'

আবার কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল জুলিয়া।

ও কী ভাবছে, চেহারা দেখেই বলে দিতে পারে জন।

আস্তে আস্তে হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে। 'ধরা পড়লে ওরা তোমাকে ফাঁসিতে লটকাবে।'

'সে ঝুঁকি তো নিতেই হবে,' সরল গলায় বলল জন।

বসে রইল জুলিয়া। হাতে হাত ঘষছে। 'তা হলে ব্যাপারটা একই দাঁড়াচ্ছে,' অবশেষে বলল সে। 'তুমি ওই কাজটা করলে আজ হোক বা কাল, বার্টকে তোমার হত্যা করতেই হবে। নতুবা ওর হাতে তুমি খুন হয়ে যাবে।' হঠাৎ নির্মল হাসিতে ভরে গেল জুলিয়ার মুখ। দারুণ খুশি দেখাচ্ছে তাকে। 'কিন্তু কাজটা তুমি একা করতে পারবে না। লোকবলের প্রয়োজন হবে তোমার। চুরি করার পর গরুগুলো লুকিয়ে রাখা আর ব্র্যাণ্ড বদলাতে তোমার একটা জায়গা লাগবে। ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।'

'সে আমি ম্যানেজ করে নেব,' বলল জন।

'এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি,' প্রস্তাব করল জুলিয়া।

'চেনাজানা কেউ আছে এরকম?' জানতে চাইল জন।

'এক লোককে চিনি আমি,' জবাব দিল জুলিয়া। 'সে কিছু ব্যাপারে আমার কাছে ঋণী হয়ে আছে। যদি তাকে একটা চিঠি

লিখে দিই...' এক সেকেণ্ড বিরতি নিল ও। 'না, চিঠিটা তোমার নিজেকেই নিয়ে যেতে হবে। তোমাকে তার পছন্দ না হলে সে তোমার সাথে কাজ করবে না।'

'আচ্ছা, যাব,' আশ্বস্ত করল জন।

'অনেক দূরের পথ,' বলল জুলিয়া। 'কলোরাডো নদীর ধারে, ওয়াইওমিং লাইনের কাছে থাকে সে। এখান থেকে এক শ' মাইল দূরের রাস্তা।'

'নাম কী লোকটার?'

'টম ফোর্ড,' বলল জুলিয়া। 'ষণ্ডামার্কা লোকজন নিয়ে কাজ কারবার। সে ওয়াইওমিং আর উটাহর কয়েকজন লোককে চেনে, যাদের কাছে তুমি গরু বিক্রি করতে পারবে।'

'ঠিক আছে।'

'আমি তোমাকে চিঠিটা দেব। সাথে দেব খাবার আর গুলি। টাকা-পয়সার ব্যাপারটা ওর সাথে কথা বলে ঠিক করে নেবে।'

'আচ্ছা,' বলল জন, 'আরেকটা কথা।'

'কী?'

'সার্কেল ইউ-র ওই ছেলেটা, পিটার উইলিয়ামস...আমার সৎ-ভাই। ওর সম্পর্কে কিছু জানো?'

'ও অনভিজ্ঞ বালক মাত্র,' বলল জুলিয়া, 'সতেরো বছর বয়স। ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্যের আশা কোরো না। প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বার্টই ওর অভিভাবক। তবে পিটার যেভাবে চলাফেরা করে, তাতে মনে হয় না, ততদিন আয়ু পাবে ও।'

'মানে?'

'কোমরে কীভাবে পিস্তল ঝোলায় ও, দেখেছ?'

'হুম, দেখেছি।' পিটারের নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের কথা মনে পড়ল জনের। স্ট্র্যাপ শক্ত করে উরুর সঙ্গে বাঁধা ছিল।

'ছেলেটা পিস্তল-পাগল। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে তো তুমি জানোই। হয়তো ভাল ছেলে ও, কিন্তু পিস্তল ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় নেই। বুড়ো মরিস ওকেও বার্টের মত কড়া শাসনে রেখেছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পিটার এখন বন্ধনহীন। পিস্তল দিয়ে যা খুশি করতে পারে। স্বপ্ন দেখছে, পিস্তলবাজ হিসেবে সবখানে নাম ছড়িয়ে পড়বে ওর। শহরে এলেই ঝামেলার খোঁজ করে। এখনও কেউ কিছু বলেনি বটে ওকে, তবে ভুল কোনও মানুষের মুখোমুখি যদি পড়ে কোনও দিন, ওটাই হবে পিটার উইলিয়ামসের শেষ দিন।'

সৎ-ভাইয়ের জন্য মন খারাপ হয়ে গেল জনের। 'ছেলেটা দেখছি বড্ড বোকা।'

'আমার ধারণা, পিটারের বেপরোয়া চলাফেরার পিছনে বার্টের মদত আছে,' বলল জুলিয়া, 'পিটারের যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে সার্কেল ইউ পুরোটাই বার্টের দখলে চলে যাবে।'

'কিন্তু পিটার তো এখনও কোনও মানুষ খুন করেনি,' বলল জন।

'তা করেনি।'

'ওকে বুঝিয়ে বলা দরকার, ও যা করছে, তা ঠিক নয়।'

'পিস্তল ব্যবহার করার জন্য যার হাত সব সময় নিশপিশ করে, তাকে এ কথা কে সাহস করে বলতে যাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল জুলিয়া। 'আসলে ছেলেটাকে মিসগাইড করা হয়েছে। বিলি বনি, জন হার্ডিন–এসব বিখ্যাত বন্দুকবাজের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে। বড় হলে কল্পনার জগৎ থেকে হয়তো বাস্তবে ফিরে আসবে, কিন্তু তার আগেই না কারও হাতে খুন হয়ে যায়।'

'আমি তা হতে দেব না,' আপন মনে বলল জন। 'ও আমার ভাই।'

'ও যদি তোমার বিরুদ্ধে না লাগে, তো বলব, তোমার ভাগ্য ভাল,' জুলিয়ার কণ্ঠ কর্কশ শোনাল। 'বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ ধড়িবাজ শয়তান। তুমি সার্কেল ইউ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সে ঠিকই পিটারকে তোমার বিরুদ্ধে তাতিয়ে দেবে। পিটারের কান ভারী করে তুলবে ও। আর তোমার বিরুদ্ধে পিটার লড়াই করতে রাজি হলে বার্টই শেষে জয়ী হবে।'

দরজায় নক হলো।

কফি আর কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল ম্যাগি। 'একটু পরেই খাবার আসছে,' নরম, লাজুক গলায় জানাল। টেবিলে ট্রে রাখার সময় প্রাণপণে চেষ্টা করল জনের দিকে না তাকাতে।

'ধন্যবাদ, ম্যাগি,' বলল জুলিয়া।

জবাবে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে অপর দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জুলিয়ার বোন।

জুলিয়ার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাস্তবে ফিরিয়ে আনল জনকে।

সে এতক্ষণ ম্যাগি যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, ওদিকেই তাকিয়ে ছিল।

'এই যে,' বলল জুলিয়া। 'দয়া করে চেহারা থেকে বিহ্বল ভাবটা দূর করো।'

লাল হয়ে গেল জনের মুখ। 'কই, কোথায়? আমি ঠিকই আছি।'

'আমি সিরিয়াস। তোমার মত কারও সাথে ম্যাগিকে জড়াতে দেব না,' শীতল শোনাল জুলিয়ার কণ্ঠ। 'ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।'

'আরে, বললামই তো–' প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে গিয়েও ব্রেক কষল জন। 'এসো, কফি খাই।'

'তুমি খাও,' বলল জুলিয়া, 'আমি তোমার গোসলের ব্যবস্থা করছি। তারপর একটু ঘুমিয়েও নিতে পারো।' লম্বা সোফাটার

দিকে ইঙ্গিত করল। 'ঘুম থেকে ওঠার পর, যদি সত্যি আগ্রহ বোধ করো, টম ফোর্ডের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাবে।'

'আমি যথেষ্টই আগ্রহী,' বলল জন।

'আরেকটা কথা,' বলল জুলিয়া, 'তুমি কিন্তু শহরে বেশি ঘোরাঘুরি করবে না। আমি চাই না, আমার স্বামীর মত তোমারও একই দশা হোক।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল জন।

'আগে কাজ শেষ হোক, তারপর ধন্যবাদ দিয়ো,' আড়ষ্ট হেসে বলল জুলিয়া। কফি ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নয়

গত আধ ঘণ্টা ধরে ঘোড়ার পিঠে ঋজু হয়ে বসে আছে জন উইলিয়ামস। অসহ্য উত্তেজনায় চামড়ার ভিতরটা যেন চুলকোচ্ছে।

যে ট্রেইল ধরে ও এগোচ্ছে, সেটাকে ঠিক ট্রেইল বলা যাবে না; গভীর জঙ্গল আর রুক্ষ ভূখণ্ডের মিশ্রণে যে পথটা তৈরি হয়েছে, তার মাঝখানে আর আশপাশে ছোটবড় অসংখ্য পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে দুর্গম করে তুলেছে যাত্রা। এটা কলোরাডোর লুপ বা আঁকাবাঁকা রাস্তাটার একটা প্রান্ত, বেরিয়ে এসেছে ওয়াইওমিং থেকে, উটাহতে আচমকা ঢুকে যাওয়ার আগে কলোরাডোয় সেঁধিয়েছে।

জুলিয়ার বর্ণিত শেষ ল্যাণ্ডমার্কটা পার হয়ে এসেছে জন, ওটা একটা উঁচু মেসা, ডানদিকে খাড়া ঢাল নিয়ে তির্যক ভাবে বেঁকে আছে, আউলহুট টেরিটোরির গভীরে প্রবেশ করেছে ও এখন।

এখন যে-কোনও মুহূর্তে কোনও লুকআউট চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে জনকে–কিংবা সহজেই হতে পারে কারও অ্যামবুশের শিকার।

সব কিছুই নির্ভর করছে টম ফোর্ড আর তার লোকেরা কতটুকু খিটখিটে মেজাজের তার উপর।

তবে এখনও শঙ্কাজনক কিছু ঘটেনি। তাই, শুধু সাবধানী দৃষ্টি রেখে–

ঘোড়াটার নাকের সামনে দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল রাইফেলের বুলেট, বিঁধল একটা পাথরে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সামনের দু'পা উপরে তুলে লাফিয়ে উঠল বে।

পাথরের গায়ে গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল।

চিন্তার জগৎ থেকে নিমিষে বাস্তবতায় ফিরে এল জন উইলিয়ামস।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কোল্টে হাত চলে যাওয়ার কথা ছিল ওর। তবে নিজেকে নিবৃত্ত করল। পিস্তল বের করতে গেলেই গুলি খাবে ভেবে ঝুঁকিটা নিল না। বদলে ভীত ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। বাম হাতে শক্ত করে চেপে ধরল লাগাম, শূন্যে উঁচু করল ডান হাত।

পাথরের শক্ত সব বোল্ডার আর ক্ষয়ে যাওয়া জমিনের উপর চোখ বুলাল জন।

কোথাও কেউ নেই, এমনকী বারুদের ধোঁয়ার চিহ্নও দেখতে পেল না।

'হ্যালো!' হাঁক ছাড়ল জন। 'যে-ই থাকো ওখানে, গুলি কোরো না!'

ঊষর ভূমিতে ওর কথাগুলোর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

শেষ প্রতিধ্বনিটা মিলিয়ে যাওয়ার পর জবাব এল। 'মিস্টার, ঘুরে দাঁড়াও, এবং এখান থেকে কেটে পড়ো।'

'কেটে পড়ার জন্য এখানে আসিনি আমি,' চেঁচিয়ে বলল জন। 'টম ফোর্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

নেমে এল নীরবতা।

পাথরের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে জনের চোখ খুঁজে বেড়াল অদৃশ্য বন্দুকবাজকে। কিন্তু দেখতে পেল না তাকে।

আবার ভেসে এল কণ্ঠটা। 'টমের সাথে তোমার কী দরকার?'

'ফ্লেচার'স হোল-এর জুলিয়া রবার্টসের কাছ থেকে তার জন্য একটা চিঠি নিয়ে এসেছি!'

আবারও নৈঃশব্দ, বোধ হয় কিছু ভাবছে গানম্যান। তারপর, 'ঠিক আছে। তোমার গানবেল্ট ছুঁড়ে ফেলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে স্যাডল গান থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়াও।'

নির্দেশ পালনে কালক্ষেপণ করল না জন। সাবধানে হোলস্টার থেকে সিক্সগান খুলে নিয়ে ঘোড়ার বেশ সামনে, একটা পাথরের উপর রেখেছে, এমন সময় ছোট-ছোট নুড়ি পাথর গড়ানোর শব্দ হলো।

পনিস্কিন ভেস্ট আর চ্যাপ্টা, ধূসর হ্যাট মাথায় এক লোক বেরিয়ে এল তিরিশ গজ দূরের উঁচু এক বোল্ডারের পিছন থেকে।

লোকটার মুখভর্তি দাড়ি। চেহারায় সন্দেহ। ডান হাতে ধরা কারবাইনের নল লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে।

'নাম কী তোমার, স্ট্রেঞ্জার?' এগিয়ে আসতে আসতে

খেঁকিয়ে উঠল সে।

'উইলিয়ামস। জন উইলিয়ামস।'

দেড়ের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'শুনেছি কোথাও। তুমি...আচ্ছা, দাঁড়াও...তুমি কি কখনও নিউ মেক্সিকোতে ছিলে?'

'লিঙ্কন কাউন্টিতে ছিলাম,' জবাব দিল জন।

'হবস নামে কাউকে চিনতে? বুটস হবস নামে সবাই তাকে চেনে।'

শক্ত হয়ে গেল জন। 'বুটস হবসকে চিনি আমি। কেন?'

'এমনি,' বলল লোকটা। 'টমের সাথে তোমার কী দরকার?'

'বললামই তো, জুলিয়ার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। সেই সাথে একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব।'

জনের উপর চোখ রেখেই পাথরের উপর থেকে ওর গানবেল্ট তুলে নিল লোকটা। তারপর জনের ঘোড়ার স্যাডল থেকে বের করল কারবাইন।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'ঘোড়ায় উঠে পড়ো। আমরা রওনা হব।'

'তুমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাও না, তা-ই না?'

'ঝুঁকি নেয়ার জন্য বেতন দেয়া হয় না আমাকে,' জবাবে বলল দাড়িঅলা।

দশ

ছোট নুড়ি পাথর বিছানো রুক্ষ ট্রেইল ধরে আরও মাইল তিনেক এগোল ওরা।

সরু ক্যানিয়নটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, দু'জন গার্ডের পাশ কাটাল ওখানে। জনের পাশের গার্ডটি ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল।

সুবিশাল তৃণভূমির বিস্তার ওদের সামনে।

ঘাসের প্রান্তরের মাঝে বেশ কয়েকটি কাঠের ভবন আর কোরাল।

ওগুলো ছাড়িয়ে, বেশ অনেক দূরে প্রায় আবছা মত চোখে পড়ে বিশাল এক ক্যানিয়নের কাঠামো।

জন জানে, সরু কলোরাডো ওখানে সর্পিল মোড় নিয়েছে, ওদিক থেকে কারও আগমনকে অসম্ভব করে তুলেছে। এ ধরনের আউটফিটের জন্য এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা হয় না, ভাবছে ও। একসঙ্গে রানশ আর দুর্গের কাজ করছে।

জনের পাশের লোকটা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'ভাবছি বুটস হবসের কথা। ওই লড়াইতে সে মারফির পক্ষে ছিল, ঠিক না?'

'হুম,' জবাব দিল জন। ওর মনের ভিতরে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে।

এ লোক বুটস হবসের প্রসঙ্গ বারবার তুলছে কেন?

হবসের মত নিষ্ঠুর আর বর্বর গানম্যান আর হয় না। লোকটার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তবে অস্ত্র হাতে দুর্দান্ত গতি, বিদ্যুৎঝলকের মত। আকণ্ঠ মদ গিলেও কখনও মাতাল হয় না। প্রচুর মদ্যপান কোনও দিনও প্রভাব ফেলতে পারেনি হবসের ড্রতে।

'আর তুমি ছিলে ম্যাকসুয়েনের পক্ষে,' বলল দেড়ে।

'সবই জানো দেখছি।'

খিকখিক হাসল দাড়ি।

কড়া চোখে তার দিকে তাকাল জন। 'এতে হাসির কী হলো?'

'না, এমনি হাসছিলাম,' বলল দাড়িঅলা, 'মনে হচ্ছে, আজ রাতে কোনও মজার ঘটনা ঘটবে। তোমার বন্ধু বুটস হবস দুই দিন আগে এখানে এসেছে। তখন থেকে মদ গিলেই চলেছে। সেই সাথে দু'জন লোকের কথা বলছে, যাদেরকে কাছে পেলে সে নাকি টিট করে ছাড়ত। এদের একজন বিলি বনি। অপরজন–' থামল সে, চোখে কৌতুক। 'জন উইলিয়ামস।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জন। বন্দুকবিহীন অবস্থায় এ মুহূর্তে নিজেকে ওর বড্ড ন্যাংটো মনে হচ্ছে। লিঙ্কন কাউন্টির ওই ঘটনার পর থেকে বুটস হবসের ছায়াও মাড়ায়নি সে। তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিহিংসাও পুষে রাখেনি। যদিও লোকটাকে সে মোটেই পছন্দ করে না।

কিন্তু জন জানে, হবসের মনে অন্য চিন্তা। তার কাছে জন এখনও শত্রু, আর শত্রুকে দেখামাত্র গুলি করবে সে।

দাড়িঅলার দিকে ফিরল জন। 'শোনো,' বলল ও, 'হবস যদি ওখানে থাকে, খালি হাতে ওখানে যেতে পারব না আমি।'

দাড়িঅলা কানে তুলল না ওর কথা। শুধু বলল, 'ওটা টমের

ব্যাপার।'

হাত তুলল সে।

হাতটা অনুসরণ করে দেখল জন, রানশহাউস থেকে এক ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ওরাও লোকটার দিকে এগোল।

কাছাকাছি হওয়ার পরে জন বুঝতে পারল, অগ্রসরমান ঘোড়সওয়ারটিই টম ফোর্ড।

ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা অবস্থাতেও বোঝা যায়, খুব লম্বা আর বেজায় ঢ্যাঙা সে। কালো ঘোড়ায় চেপেছে। মাথায় উঁচু কার্নিশঅলা টুপি। উত্তর রেঞ্জের লোকেরা এ ধরনের হ্যাট পরে।

আরও কাছে আসতে চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল জন।

অসংখ্য ভাঁজ মুখে। লম্বাটে চিবুক। গর্তপড়া গাল। বিরাট নাক। পাতলা ঠোঁট। বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখ জোড়া ঢুকে আছে কোটরে। কোমরে নিচু করে ঝুলিয়েছে কোল্ট।

ঘোড়াটা ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দুই নিতম্বে হাত রেখে জনের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল টম ফোর্ড।

'অলরাইট, মেস,' অদ্ভুত গমগমে গলায় বলল সে। 'তোমার সঙ্গীটি কে?'

'নাম বলছে জন উইলিয়ামস,' জবাব দিল মেস, 'বাড়ি লিঙ্কন কাউন্টিতে। বেন্ট'স ক্রসিং-এর জুলিয়ার কাছ থেকে তোমার জন্য একটা চিঠি নিয়ে এসেছে।'

টমের ধূসর চোখ জনের আপাদমস্তক নিরীখ করল। 'জন, হাহ্? লিঙ্কন কাউন্টি? জুলিয়াকে চেনো তুমি?'

'জুলিয়া বলেছে, তুমি নাকি কী ব্যাপারে ওর কাছে দেনা হয়ে আছ। আমি তোমার জন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে দেনাটাও শোধ হবে, সেই সাথে কিছু

পাবেও।'

'চিঠিটা দেখি।' হাত বাড়াল ফোর্ড।

শার্টের পকেট থেকে চিঠি বের করে ফোর্ডের হাতে দিল জন।

ঢ্যাঙা লোকটা দাঁত দিয়ে লাগাম চেপে ধরে ছিঁড়ে ফেলল খাম। ভুরু কুঁচকে পড়ল চিঠিটা। তারপর তার চেহারায় স্বস্তির একটা ভাব ফুটল। 'ঠিক আছে,' বলল সে মেসকে। 'ওর অস্ত্র ওকে ফেরত দিয়ে দাও।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জনের দিকে তাকিয়ে রইল ফোর্ড। 'লিঙ্কন কাউন্টির জন,' আপন মনে বলল। 'তারপর...আমাদের অতিথিটি সম্পর্কে মেস কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'বলেছে, বুটস হবস এসেছে,' মেসের ফিরিয়ে দেয়া গানবেল্ট কোমরে বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিল জন।

'হুঁ,' বলল ফোর্ড। জনের পিস্তলের দিকে তাকাল। 'জুলির স্বামীর জিনিস ওটা, তা-ই না?'

'ছিল,' বলল জন, 'জুলি আমাকে ধার দিয়েছে।'

'বেশ, বেশ,' বলল ফোর্ড, 'পিস্তলটা আমি জুলির কাছ থেকে বেশ কয়েকবারই কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বিক্রি করতে রাজি হয়নি। আর তুমি কোত্থেকে এসে হাজির হলে আর সে এটা তোমাকে দিয়ে দিল!' মুখ বাঁকাল ঢ্যাঙা। 'হায়, নারী!' মুহূর্তের জন্য চোখ জোড়া জ্বলে উঠল তার। পরক্ষণে শান্ত হয়ে গেল। 'শোনো, চটজলদি আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিই না। জুলি চিঠিতে যা লিখেছে, তার জবাব দেয়ার আগে তোমার সাথে কিছু আলোচনা করা দরকার। তা ছাড়া আছে ওই হবস।' কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল তার। 'হারামজাদা মাতাল আর বাচাল। যাচ্ছিল টেনস্লিপ কাউন্টিতে। দিন দুই আগে আমার এখানে যাত্রাবিরতি করেছে। ওকে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ওর সাথে

বোঝাপড়া নিজেকেই সারতে হবে তোমার। বহুবার সে তোমার নাম ধরে গালাগাল করেছে। আগে হোক বা পরে, ওর সাথে টক্কর তোমার লাগবেই। তো, তুমি ওকে খুন করো কিংবা নিজেই ওর হাতে খুন হয়ে যাও, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। শুধু একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে রাখছি–আমি কিংবা আমার লোকেরা কোনও ভাবেই এর মধ্যে জড়াব না। সাহায্য করব না তোমাকে বা হবসকে। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি,' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল জন। 'আমি এখানে কোনও ঝামেলা বাধাতে আসিনি। হবস আমাকে না ঘাঁটালে আমি ওর ছায়াও মাড়াব না।'

এগারো

টম ফোর্ডের থাকার জায়গাটিতে একটাই মাত্র কামরা। কামরাটা অবশ্য বিশাল।

ঘরের দেয়াল শক্ত কাঠের।

আসবাব বলতে রয়েছে একখানা স্টোভ আর বেঞ্চি সহ খানকয়েক বড় টেবিল।

জন এখানে আসার পর ঘণ্টা চার পার হয়েছে।

যত সময় যাচ্ছে, ততই ওর নার্ভগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

এখানে ঢোকার সময় দেখেছে, একটা টেবিলে কতগুলো

লোক পোকার খেলতে ব্যস্ত।

এদের একজন হবস।

লোকটা প্রকাণ্ডদেহী। বুলডগের মত চেহারা। তার কোমরে দুটো পিস্তল ঝোলানো। পরনে সাধারণ কাউবয়-এর পোশাক। পায়ে ক্যাঙারুর চামড়ার বুট হাঁটু পর্যন্ত উঁচু। এই বুটের জন্যই ওর নাম হয়েছে বুটস হবস।

জন আর ফোর্ড ঘরে ঢোকার সময় খেলোয়াড়রা মুখ তুলে তাকিয়েছিল ওদের দিকে।

উইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল হবস, জনকে দেখে যেন জমে গেল।

'এ হলো জন উইলিয়ামস। লিঙ্কন কাউন্টি থেকে এসেছে,' দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে টেবিলের লোকগুলোর উদ্দেশে হেঁকে বসল টম। তারপর, 'জন, এ হচ্ছে চার্লি ফ্র্যানিগান, ও ম্যাক জেনকিনস...' একের পর এক নামগুলো বলে যেতে লাগল।

জন শুনছিল না। কিংবা কারও দিকে তাকাচ্ছিলও না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধু হবসের উপর।

হবস মুখের কাছে উইস্কির গ্লাস তুলে স্থির বসে আছে, অপলক চাউনি জনের দিকে, মুখে কুটিল হাসি।

'...আর আমার মনে হয়, তুমি বুটস হবসকে চেনো,' কণ্ঠে শ্লেষের সুর টেনে পরিচয়পর্ব শেষ করল টম ফোর্ড।

'চিনি,' স্বীকার করল জন। 'হ্যালো, বুটস।'

হবস এখনও হাসছে। 'হাউডি, জন কোত্থেকে এলে?'

'তুমি যে জায়গা থেকে এসেছ, সেখান থেকে,' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল জন।

'সবাই-ই টম ফোর্ডের কাছে আসে,' বলল হবস।

ওরা একে অন্যের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ।

তারপর কী ভেবে নিজের কার্ডের দিকে মনোযোগ ফেরাল হবস। এক ঢোকে গ্লাসের মদটুকু গিলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বন্ধুগণ। এবারে কার চাল?'

খেলা শুরু হলো।

তবে খেলোয়াড়রা সব্বাই নীরব।

ঘরের ভিতরকার উত্তেজনার তাপ টের পাচ্ছে জন।

ঝামেলার আশঙ্কা করছে সবাই। ভাবছে, যত দ্রুত এখান থেকে কেটে পড়া যায়, ততই মঙ্গল।

তবে, কিছুই ঘটল না।

হবসের আচরণ দেখে মনে হলো, জনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয় সে। ইচ্ছা করেই যেন ওকে গ্রাহ্য না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফোর্ড আর জন বসল এক জায়গায়। টুকটাক কথা বলল। তবে ব্যবসায়িক আলাপ নয়।

টমকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কিছু ঘটার অপেক্ষা করছে। জনের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা শুরু করার আগে এমন কিছু প্রত্যাশা করছে ওর তরফ থেকে, যা ওর দক্ষতা আর যোগ্যতার প্রমাণ দেবে।

জনের নিজেরও অবশ্য কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। হবস ওর উপস্থিতি ভুলে থাকার ভান করলেও জন তা পারছে না। এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি বোধ করছে না সে।

অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে যখন শেষ হলো খেলা, নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হবস। টানা মদ গিলেছে। দেখে মনে হচ্ছে–টাল। দুই হাত মাথার উপরে প্রসারিত করে উচ্চস্বরে হাই তুলল।

জন লক্ষ করল, হবস আগের চেয়ে অনেক শুকিয়েছে।

'আজকের রাতটা আমার পক্ষে নেই,' গম্ভীর গলায় মন্তব্য

করল হবস। মেঝেয় বুটের শব্দ তুলে এগোল জনদের টেবিলে।

হবসকে ওদের দিকে এগোতে দেখে নিশ্চুপ হয়ে গেল কামরার সবাই। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে যেন সবার।

হবসের মুখোমুখি হতে বেঞ্চিটা একটু ঘুরিয়ে নিল জন। ডান হাতটা পিস্তল থেকে দূরে রেখেছে। তবে বেশি দূরে নয়।

হাসল হবস। 'ভয় পেয়ো না, জন,' বলল সে, 'আমি তোমার সাথে মারামারি করতে আসিনি। তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক অফার করতে এসেছি শুধু। দু'জনে মিলে মদ খেতে খেতে পুরনো দিনের গল্প করব। ...আমরা দু'জনেই তো এখন লিঙ্কন কাউন্টির বাইরে।'

টেবিলের এক কোণে, ফোর্ডের পাশে বসল সে।

ওর বিপরীত দিকে বসে আছে জন।

দুই হাত জড়ো করে টেবিলের উপর রাখল হবস। 'কী দারুণ ছিল সেই দিনগুলো! মনে আছে নিশ্চয়, সেদিন যে ম্যাকসুয়েনের বাড়িটা পুড়িয়ে দিলাম? ভেবেছিলাম, তোমরাও বুঝি পুড়ে মরেছ...তুমি, বনি আর ওই মেক্স। কিন্তু তুমি গুলি করতে করতে দেয়াল টপকে পালিয়ে গেলে–'

কোনও মন্তব্য করল না জন।

'শুনলাম, গভর্নর ওয়ালেস এখনও বিলিকে ধরার চেষ্টা করছে। সে নাকি ওকে ক্ষমা করে দেবে।' জনের স্পর্শ না করা গ্লাসটা ওর দিকে ঠেলে দিল হবস। 'আরে, মদ খাচ্ছ না কেন? খাও। আরেক গ্লাস কিনে দেব তোমাকে। অনেক কথা আছে তোমার সাথে।'

'আমার এখন তেষ্টা নেই,' শান্ত গলায় বলল জন।

কাঁধ ঝাঁকাল হবস। 'ঠিক আছে। খেয়ো না।' ফোর্ডের দিকে ফিরল সে। 'টম, আরেক বোতল মদ কিনব আমি। ...এই রে! আরেকটা বোতল কেনার পয়সা পকেটে আছে কি না, তাও

তো জানি না।'

সামনে ঝুঁকল হবস। যেন হাত ঢোকাবে পকেটে। বাম হাতটা তার টেবিলের উপর থেকে সরে গেল।

পলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনকে। ওর দুই হাত টেবিলের উপর, উপস্থিত সবার দৃষ্টিসীমার মধ্যে।

হবস হয় পকেট থেকে টাকা বের করবে, নতুবা বাম হোলস্টার থেকে পিস্তল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জন।

ড্র করল না ও। বদলে বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। লাফ দিয়েছে বেঞ্চ থেকে।

ও-ও লাফ মেরেছে, প্রায় একই সঙ্গে টেবিলের নীচ থেকে গর্জে উঠল হবসের পিস্তল।

একটা বুলেট বিদ্ধ হলো এক সেকেণ্ড আগে জন যেখানে ছিল, সে জায়গায়। সরে না গেলে বুলেটটা পেটে ঢুকত ওর।

পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটল দু'সেকেণ্ডেরও কম সময়ে।

টেবিলের নীচ থেকে অস্ত্র তুলেছে হবস। বিস্মিত।

তখনও শূন্যে রয়েছে জন। ভারসাম্যহীন অবস্থাতেই গুলি করল।

একটা চান্স শট এটা, স্ন্যাপশট; গুলি লাগতেও পারে, না-ও লাগতে পারে।

সহজাত সতর্কতার প্রবৃত্তিতে ইতিমধ্যে লাফ মেরে সরে গেছে ফোর্ড বেঞ্চির উপর থেকে।

না সরলে মরত। জনের ছোঁড়া গুলি মাথাটা তরমুজের মত ফাটিয়ে দিত, টুকরো হয়ে যেত খুলি।

টম ফোর্ড বেঁচে গেলেও হবসের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো না।

জনের গুলি মাথাটা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তার।

আরও একবার আগুন ঝরাল হবসের হাতের অস্ত্র। স্রেফ

রিফ্লেক্সের কারণে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা লোহার চুল্লির গায়ে বাড়ি খেয়ে কাঠের দেয়ালে সেঁধুল।

হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ল হবসের লাশ।

একই সঙ্গে সশব্দে মেঝেতে ল্যাণ্ড করল জন। হাতে এখনও প্রস্তুত পিস্তল। দ্রুত শ্বাস ফেলছে।

দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়েছিল টম। এবারে সিধে হলো। তার পাতলা মুখটা একদম ভাবলেশহীন। হবসের লাশের দিকে চাইল একবার। তারপর মুখ তুলে চাইল নিজের লোকদের দিকে।

'ঠিক আছে,' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কেউ একটা মগ আর বালতি নিয়ে এসে জায়গাটা পরিষ্কার করো।' জনের দিকে ফিরল সে। 'পিস্তলে তো দারুণ হাত তোমার,' প্রশংসার সুরে বলল।

জন কিছু বলল না। বমি-বমি ভাব হচ্ছিল ওর। ঢোক গিলল।

মুচকি হাসল টম। 'ড্রিঙ্কটা শেষ করো।' জনের মদের গ্লাস তার হাতে।

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল জন। অবাক হয়ে গেল দেখে যে, একটুও হাত কাঁপছে না ওর।

চমৎকার লাগল উইস্কির স্বাদটা। ধাতস্থ হতে সাহায্য করল ওকে। হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলল কোল্ট।

ড্রিঙ্ক শেষ করে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল সে ফোর্ডকে।

ফোর্ড এক হাতে গ্লাস, অপর হাতে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল মদের বোতল।

'চলো,' বলল সে। 'ওরা ঘর পরিষ্কার করুক। ততক্ষণে আমরা বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' তার কণ্ঠে এখন জনের প্রতি

সমীহের ছাপ। 'হবসের ব্যাপারটা যেভাবে সামাল দিলে, সন্দেহ নেই, একজন যোগ্য লোক তুমি। ভাল মানুষ–বলেছে জুলি, তোমার সাথে কাজ করা যায়। ওর কথা এখন বিশ্বাস করছি আমি। ...এবার ব্যবসা নিয়ে সিরিয়াস কিছু কথা বলা দরকার। বাপের জন্মেও শুনিনি যে, কোনও লোক নিজের রানশের গরু চুরি করে...'

বারো

দুই দিন পর।

জন উইলিয়ামস আবার ফিরে এসেছে বেন্ট'স ক্রসিং-এ। ফ্লেচার'স হোল থেকে ফেরার পথে ওখানকার প্রতিটি ট্রেইল, ঝর্নার গতিপথ, ক্যানিয়ন, গিরিখাত ইত্যাদি সব কিছু মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে।

এলাকাটা চিনে রাখার কারণ: এটি হতে যাচ্ছে তার যুদ্ধক্ষেত্র।

লড়াই যে একটা হবে, সে ব্যাপারে ওর কোনও সন্দেহ নেই।

টম ফোর্ড ওর সঙ্গে রয়েছে।

জুলিয়াকেও গণনার মধ্যে রাখছে।

এদেরকে নিয়েই লড়াইটা করতে হবে।

শহরের দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবছিল জন।

টম ফোর্ড ওর দক্ষতা আর যোগ্যতার প্রমাণ দেখার অপেক্ষা করছিল।

বুটস হবসের সঙ্গে মারপিট জনের সে যোগ্যতা আর দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে।

টম ফোর্ড শক্তিশালী আর দক্ষ পিস্তলবাজদের শ্রদ্ধা করে। সবগুলো গুণই সে জনের মধ্যে পেয়েছে।

জনও লোকটাকে এ দু'দিনে যেটুকু চিনেছে, বুঝেছে, তাতে মনে হয়েছে, এ খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। চট করে রেগে যায় না, আর ব্যবসাটা ভালই বোঝে। চুক্তির ব্যাপারে খুব হিসেবী আর সাবধানী সে, আর এ বিষয়ে কোনও ছাড় দিতেও রাজি নয়।

একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ফোর্ডের। রয়েছে অস্ত্রবল, ওয়েস্টেশন–যেখানে চুরি করা গরু এনে রাখা যাবে, ব্র্যাণ্ড বসানো যাবে ওগুলোর গায়ে। বিক্রেতাও ঠিক করে দেবে টম ফোর্ড।

এত সব সুবিধা চট করে অন্য কোথাও পাবে না ভেবেই লোকটার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে জন।

এখন পরবর্তী পদক্ষেপ হলো, বিষয়টা নিয়ে জুলিয়ার সঙ্গে আলোচনা।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর একটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে জন; শরীর নোংরা লাগছে, খিদেয় জ্বলছে পেট। ঘোড়াটাকে আগে বাড়ার জন্য স্পারের গুঁতো লাগল সে।

শহরের ধুলোমাখা মূল রাস্তায় ঘোড়া নিয়ে চলেছে জন; টের পেল, অনেকেই ওকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ ভালই বদনাম ছড়িয়েছে তার সম্পর্কে।

জাহান্নামে যাক সে, ভাবল জন। ও এখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রবার্টস' প্লেস-এর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল জন।

ঘোড়াটা চিঁহিহি শব্দে ডেকে উঠল, মুখ ডোবাল কাছের একটা ওঅটর ট্রাফে।

জানোয়ারটা পানি খাচ্ছে, সতর্ক ভাবে দাঁড়িয়ে রইল জন, নজর বুলাচ্ছে রাস্তায়।

শহরের লোকজন এমন ভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছে, যেন ও উদ্ভট কোনও প্রাণী।

ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল জন। রাস্তার ওপাশে জটলা করা লোকগুলোর দিকে কটমট করে তাকাল।

ওর ভয়ঙ্কর চাউনি দেখে আত্মা উড়ে গেল লোকগুলোর। দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তারা।

মৃদু হাসল জন। পরমুহূর্তে মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। বিপদের গন্ধ পেয়েছে ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের টানে ঘুরল। হিচর‍্যাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়েছিল। তাকাল রাস্তার বিপরীত দিকে।

মোটেই অবাক হলো না ও। যেন আশাই করেছিল, ওদের দেখবে।

সাইডওঅক ধরে দুই মূর্তি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ আর জনের সৎ-ভাই পিটার উইলিয়ামস।

জনের কাছ থেকে ওরা এক শ' হাত দূরে, ওর দিকে হেঁটে আসছে সরাসরি।

ঘোড়ার লাগামটা হাত থেকে খসে পড়তে দিল জন।

জানোয়ারটা এখন কোথাও যাবে না।

ওঅটর ট্রাফের কাছ থেকে সরে এসে সরাসরি ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল।

ওরা এগিয়ে আসছে; শুনতে পেল, পিটার নিচু আর উত্তেজিত গলায় বলছে: 'আমার কথা শোনো, বার্ট। সমঝোতার

কোনও রাস্তা নিশ্চয়ই আছে–'

'চোপরাও!' খেঁকিয়ে উঠল বার্ট।

সাইডওঅক থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল জন। মনে হলো, ওর ডান হাতটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। নিশপিশ করছে অ্যাকশনের জন্য। আমি এখন ওকে খুন করতে পারি, মনে মনে বলছে জন। আমি এখন ওকে খুন করতে পারি, আর তা হলেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

কিন্তু যেমন তড়িৎগতিতে মাথায় এসেছিল চিন্তাটা, তেমনি দ্রুত ভাবনাটা বিসর্জন দিল জন।

বার্টকে আগে ড্র করতে হবে।

আর জন ওকে শুইয়ে দিতে পারলেও বাকি রয়ে যাবে পিটার। ও-ও যদি পিস্তল বের করে বসে? ড্র করে যদি?

বাচ্চা ছেলেটাকে গুলি করার কথা ভাবতেই কেমন যেন লাগছে জনের।

শত হলেও ওরই বাবার সন্তান পিটার।

দু'জনের শরীরে তো একই রক্ত বইছে...

পিস্তল থেকে দূরে হাত সরিয়ে নিল জন। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধল। অপেক্ষায় রয়েছে।

ওর এক হাত সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বার্ট।

বার্টের পিছনে পিটার।

'তো,' বলল বার্ট। 'তোমার চামড়া গণ্ডারের মত পুরু, তাই না?'

চুপ করে রইল জন। বার্টের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বার্ট ওর কটমটে চাউনিতে ভ্রূক্ষেপও করল না। শান্ত গলায় বলল, 'মনে পড়ে, তোমাকে ফ্লেচার'স হোল ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলাম।'

'কার আদেশ মানতে হবে, তা আমি জানি,' বলল জন।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বার্ট। 'তোমাকে আরও একবার শিক্ষা দিতে হবে, দেখছি।'

নিজের ঘোড়ার পিঠে হেলান দিল জন। নরম গলায় বলল, 'শিক্ষা দিতে হলে তো আবার কাউকে আমার পিছনে পিস্তল নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তবে এবারে তার জন্য কাজটা সহজ হবে না।'

'কেউ তোমার পিছনে পিস্তল নিয়ে দাঁড়াবে না,' কলকল করে উঠল পিটার। 'তুমি আমাদের কী ভাবো, অ্যাঁ?'

'বার্টের কী দশা করব, আমি জানি,' বলল জন, 'তবে তোমার ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।'

'বাজে কথা বন্ধ করো,' ধমকে উঠল বার্ট। 'এখনও সময় আছে। ঘোড়া নিয়ে পালাও।'

'দুঃখিত,' বলল জন, 'পালাতে পারব না। এখানে এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি। কাজ শেষ না করে কোথাও যাচ্ছি না।'

চোখ সরু হয়ে এল বার্টের। 'বন্ধু, বড্ড চালাক তুমি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'অনেক হয়েছে। তোমাকে শায়েস্তা করতে–' কথা শেষ না করেই হাতটা ঝট করে পিস্তলের বাঁটের কাছে নিয়ে গেল।

ড্র করার চেষ্টাই করল না জন। ছেড়ে দেয়া স্প্রিং-এর মত সামনে বাড়াল শরীরটা।

পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল বার্ট, প্রবল ধাক্কা খেয়ে সাইডওঅকের কিনারে ছিটকে পড়ল।

তার উপরে পড়ল জন।

এক ঝলক দেখল সে পিটারকে। দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। কী করবে, বুঝতে পারছে না।

'তুমি এসব থেকে দূরে থাকো!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ওকে বলল জন।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল বার্ট।

জন ওর ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরল।

বোর্ডওঅকে গড়ান খেল দু'জনে। তারপর পিস্তল বাগে পেতে শুরু হলো মারামারি।

ভালুকের শক্তি বার্টের গায়ে।

আর জন কুগারের মত ক্ষিপ্র। চাবুকের মত পাকানো ওর শরীর।

সাইডওঅকে গড়াগড়ি খেতে লাগল ওরা।

সারা জীবন রানশে কাজ করা জনের ইস্পাত-কঠিন হাতের চাপ কিছুতেই এড়াতে পারছে না বার্ট।

হঠাৎ পিস্তল গর্জে উঠল বার্টের।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আকাশে ছুটল গুলি।

জন ওর হাতে এমন জোরে চাপ দিল যে, ব্যথায় ককিয়ে উঠে কোল্টটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে।

চোখের কোনা দিয়ে একটা বুটজুতোর ডগা দেখতে পেল জন–পিটার উইলিয়ামসের জুতো–লাথি মেরে পিস্তলটা ওদের নাগালের বাইরে সরিয়ে দিল সে। বার্টের হাত ছেড়ে দিল জন, এক লাফে খাড়া হলো।

'ঠিক হ্যায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। নিজের অস্ত্র ব্যবহার করার কথা ভাবছেই না।

বার্ট সেদিন ওকে অন্যায় ভাবে মেরেছিল।

আজ ওকে তুলোধুনো করে সেদিনের মারের শোধ নেবে জন। এমন মার মারবে, যাতে নিজের চেহারাটা আর চিনতে না পারে বার্ট।

'ঠিক হ্যায়,' আবার বলল জন। 'এসো। আমি ড্র করব না।' কী করছে, নিজেও হয়তো পূর্ণ সচেতন নয় সে, গোল্ডপ্লেটেড কোল্টটা হোলস্টার থেকে বের করে পিটারের হাতে তুলে দিল।

'ধরো এটা।' বার্টের দিকে ফিরে বলল, 'সামনে আয়, হারামজাদা!'

রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াল বার্ট। কবজি ডলছে। সাইডওঅকে দাঁড়ানো সৎ-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিটার, ওর পিস্তলটা আমাকে দাও।'

জনের উপর থেকে পিটারের নজর সরল বার্টের দিকে। ছোট্ট মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার, তবে গাল জোড়া রক্তিম। 'তুমি একা কী করতে পারো, পারলে দেখিয়ে দাও, বার্ট।'

লম্বা শ্বাস টানল বার্ট। রাগে বিকৃত দেখাল চেহারা। নেকড়ের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'আচ্ছা। দেখাচ্ছি তবে!'

ঘুসি পাকিয়ে ছুটে গেল জনের দিকে।

জমিনে পা জোড়া শক্ত করে গেঁথে নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল জন। ঝট করে নিচু হলো।

বার্টের ছোঁড়া ঘুসিটা ওর কাঁধে লাগল।

প্রচণ্ড বেগ ছিল ঘুসিতে, তবে এর জন্য প্রস্তুতই ছিল জন। সে-ও ঘুসি চালাল পাল্টা। ওর প্রবল মুষ্টি আঘাত হানল বার্টের পেটে।

হুউউশ করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে।

আবার মারল জন। তারপর চট করে পিছিয়ে এল। বার্টের ঘুসি খেয়ে ওর ডান হাত পুরো অবশ হয়ে আছে।

চরম উত্তেজনাকর একটা মুহূর্ত একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা, দু'জনেই সতর্ক, এবং পরস্পরের শক্তি যাচাই করে নিচ্ছে মনে মনে।

তারপর নড়ে উঠল জন। চিতার ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে গেল।

বার্ট অ্যাগ্রিউ লড়াকু প্রকৃতির। সে জানে, কোথায় আঘাত করতে হবে। দুই হাত ব্যবহার করে জনের শরীরে ঘুসি চালাল সে।

তবে জন বার্টের আঘাতের তোয়াক্কা করছে না। বুকে তার দাউ-দাউ প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। চেষ্টা করছে বার্টকে মোক্ষম আঘাত করার জন্য। আর মারছেও। সাপের মত তড়িৎ-ছোবল হানছে জন। তার ঘুসিগুলো নির্দয় ভাবে আছড়ে পড়ছে বার্টের নাকে-মুখে-বুকে।

মার খেয়ে পিছু হটছে বার্ট, কিন্তু এক মুহূর্তও তাকে রেহাই দিচ্ছে না জন। আরও জোরে আঘাত করছে।

হঠাৎ সুযোগ পেয়ে ভালুকের মত দু'হাতে জনকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল বার্ট।

ভয়ঙ্কর চাপ খেয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখল জন। বজ্র-আঁটুনি থেকে মুক্তি পেতে ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

যেভাবে চাপ দিচ্ছে বার্ট, মেরুদণ্ডটা জনের যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে।

ডান পা দিয়ে বার্টের বাম হাঁটুতে প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল জন।

দু'জনেই দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। জন নীচে, বার্ট উপরে।

এক হাত দিয়ে শত্রুর গলা টিপে ধরল বার্ট। আরেক হাতে চোখে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করল।

দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম জনের। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত জোড়া চেপে ধরল সে। গলা আর চোখের উপর থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

বার্টের আসুরিক বন্ধন আলগা হলো।

ধাক্কা মেরে ওকে গায়ের উপর থেকে ফেলে দিল জন।

তারপর দেখা গেল, দু'জনেই ধুলোর উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। সুযোগ পেলেই ঘুসি মারছে একে অপরকে। কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান। সারভাইভালের জন্য এ এক বুনো, নোংরা লড়াই।

বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ বিশালদেহী হতে পারে, কিন্তু জনও কম যায় না। প্রচণ্ড সংগ্রামময় জীবন ওকে কঠিন আর কঠোর করে তুলেছে, লড়াইতে টিকে থাকার শক্তির অভাব নেই তার।

আর আরাম-আয়েশের জীবন যাপন বার্টের মধ্যে এনেছে আলস্য আর মন্থরতা। ফলে সহজেই হাঁপিয়ে উঠল সে।

ওদিকে জনের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ মাত্র নেই। বার্টের পেশি যখন শিথিল, জনের বাহু তখন লৌহকঠিন।

জন টের পেল, হাল ছেড়ে দিচ্ছে বার্ট। সুযোগটা কাজে লাগাল সে। প্রবল এক ধাক্কা মেরে লোকটাকে গায়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে ওর গায়ে চড়ে বসল, যেন গেঁথে ফেলবে মাটির সঙ্গে। মুঠো করে চেপে ধরল চুল, শক্ত জমিনে ঠুকতে লাগল ভীষণ জোরে।

'আমাকে খুন করবে!' চিৎকার করে বলল ও, নিজের কণ্ঠ নিজের কাছেই অচেনা লাগল। 'খুন করবে আমাকে! আমার রানশ থেকে আমাকেই তাড়িয়ে দেবে, না?'

ও হয়তো বার্টকে মেরেই ফেলত, যদি না পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বাধা দিত ওকে। 'জন! জন! থামো! ওকে ছেড়ে দাও!' তারপর শুনল, 'এই, কেউ ওকে থামাও!'

কয়েক জোড়া হাত জনকে টেনে ধরে বার্টের গায়ের উপর থেকে নামিয়ে আনল।

সিধে হলো জন। ঘুরল। যারা ওকে টেনে নামিয়েছে, তাদেরকে মারার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু দেখল, ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে জুলিয়া রবার্টস।

জুলিয়ার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে পিটারও। এখনও জনের হাত ধরে রেখেছে সে।

ঝাঁকি মেরে নিজেকে ছুটিয়ে নিল জন। তাকাল বার্টের দিকে।

ধুলোয় লুটিয়ে আছে বার্ট। অজ্ঞান। স্রোতের মত রক্ত পড়ছে নাকের জোড়া ফুটো দিয়ে।

'শান্ত হও, জন!' মিনতি করল জুলিয়া; 'প্লিজ, শান্ত হও।'

ধুলোমাখা শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল জন।

সাদা এক টুকরো কাপড় দিয়ে ওর থুতনির রক্ত মুছে দিল জুলিয়া। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

ধুলো আর রক্তের গন্ধ ছাপিয়েও মেয়েটার গায়ের সুগভীর গন্ধ পেল জন।

'আছি,' বলল ও। তাকাল পিটার উইলিয়ামসের দিকে।

সে তার সৎ-ভাইয়ের অজ্ঞান দেহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আতঙ্কিত চোখে দেখছে জনকে।

জন টলতে টলতে এগিয়ে গেল ওর দিকে। হাত বাড়াল। 'আমার বন্দুকটা দাও,' দাবি করল কর্কশ গলায়।

এক মুহূর্ত দুই ভাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তারপর ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে সোনালি পিস্তলটা নিয়ে নিঃশব্দে জনের হাতে গুঁজে দিল পিটার।

হোলস্টারে পুরে রাখল জন বন্দুকটা। আরও কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সৎ-ভাইয়ের চোখে।

চোখ সরিয়ে নিল পিটার। ঝুঁকল বার্টের উপর।

জনের বাহুতে ডুবে গেল জুলিয়ার হাতের আঙুল। 'বাসায় চলো,' তাগাদা দিল ও। 'পরিষ্কার হয়ে নেবে।'

তেরো

ভাল ভাবে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছে জন।

আর্নিকা আর কোর্টপ্লাস্টার দিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে জুলিয়া।

শরীরের প্রতিটা কোষ ব্যথায় ঝিনঝিন করলেও বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবে জন। একটু আগে মস্ত এক স্টেক আর প্লেট বোঝাই আলুভাজা পেটে চালান করে দিয়ে এখন গরম কালো কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। বলল, 'ধন্যবাদ, জুলিয়া। তোমার জন্যই টম ফোর্ডকে পেলাম।'

'ধন্যবাদ পরে দিয়ো,' বিড়বিড় করল জুলিয়া। জনের বিপরীত বসেছে সে। পরনের সাদা ড্রেসটাতে দারুণ মানিয়ে গেছে ওকে। সুন্দর লাগছে দেখতে।

এমন অপরূপ কোনও সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাও সৌভাগ্যের ব্যাপার, ভাবছে জন।

'কী ভাবছ তুমি?' জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল জন।

'কিছু না,' বলল জুলিয়া, 'তোমাকে ফোর্ডের কাছে পাঠানোর পর ভাবছিলাম, ভুলই করলাম কি না। তবে তোমাকে সাহায্য করার মত আর কোনও লোকের কথা আমার মনে পড়েনি।'

'তোমার উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পারছি,' বলল জন, 'টম

ফোর্ড কঠিন প্রকৃতির মানুষ। নিজের খেয়ালে চলে। তবে ওর স্বার্থের সাথে আমাদের স্বার্থের কোনও দ্বন্দ্ব তৈরি না হওয়া পর্যন্ত লোকটার উপর নির্ভর করা যায়।' কাপ নামিয়ে রাখল সে। 'তা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে ওর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ও নেই। তার লোকবল আছে। আমাদের প্রয়োজনীয় সেট-আপের সুবিধা দেবে, বলেছে...আদালতে মামলা লড়তে গেলে আমার ভাগের গরু বিক্রি করে টাকাটা জোগাড় করতেই হবে।' সিগারেট বানাতে শুরু করল ও। 'আমি আমার ভাগের গরু চুরি করতে পারব। কিন্তু চাইলেই তো আর খামারের তিন ভাগের এক ভাগ আদায় করতে পারব না। কাজেই, আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।'

'তুমি যেভাবে অ্যাণ্ড্রিউর মাথাটা মাটিতে ঠুকছিলে, ও যদি মরে যেত...নির্ঘাত ফাঁসি হত তোমার।'

'ওর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে এনে ঠিক কাজই করেছ,' তিক্ত স্বরে বলল জন। 'তুমি না থাকলে পিটার হয়তো নাক গলাতে আসত। তখন ওর সাথে মারপিট করতে হত আমাকে। আর সেটা আমি মোটেই চাই না

'আমি তো তা-ই বলছিলাম,' বলল জুলিয়া 'তুমি বার্টকে মেরে ফেললে পিটার স্রেফ চেয়ে চেয়ে দেখত না। ওর সাথেও তোমাকে লড়তে হত। হয়তো ওকেও মেরে ফেলতে হত তোমার। শহরের লোকজন তখন ফাঁসিতে ঝোলাত তোমাকে।'

সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে জুলিয়ার দিকে তাকাল জন। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, অমন কিছু ঘটলে তুমি খুব আপসেট হয়ে যেতে।'

জবাবে জুলিয়া কিছু বলল না।

জন দ্রুত বলল, 'তবে তুমি আমাকে বাধা না দিলে একটা

মস্ত ঝামেলা থেকে রেহাইও মিলত। অ্যাণ্ড্রিউ যখন জানবে, তার গরু চুরি যাচ্ছে, ফোর্ডের ধারণা–বন্দুকবাজ ভাড়া করবে সে তখন, আর রক্তারক্তি একটা হবেই।' সিধে হলো ও। 'ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার। লিঙ্কন কাউন্টি থেকে কিছুদিন আগেই মারামারি করে এসেছি। চেয়েছিলাম, এখানে এসে শান্তিতে কাটাব। কিন্তু ওই হতচ্ছাড়া অ্যাণ্ড্রিউটার কারণে তা আর হলো না।'

করিডরের দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ঘোরাল জন।

জুলিয়ার বোন ম্যাগি ঢুকেছে ঘরে।

লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা। মুখটা সামান্য লালচে।

'বাইরে...এক লোক এসেছে,' বলল ম্যাগি, 'মিস্টার উইলিয়ামসের সাথে দেখা করতে চায়।'

নিজের অজান্তেই কোমরের কাছে হাত চলে গেল জনের। 'কে?'

'পিটার উইলিয়ামস।'

জন আর জুলিয়া দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল।

দরজার দিকে পা বাড়াল জন। ম্যাগিকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দরজা খুলল।

বেল্টের মধ্যে বুড়ো আঙুল গুঁজে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পিটার। দরজা খোলার শব্দে দ্রুত বেল্ট থেকে সরিয়ে নিল হাত। জনের কাঁধের উপর দিয়ে ঘরের ভিতরে তাকাল। একটু যেন অপ্রতিভ বোধ করল জুলিয়াকে দেখে।

'তোমার সাথে একটু কথা আছে,' মৃদু গলায় বলল সে জনকে।

'তা হলে ভিতরে এসো,' দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল জন।

মাথার হ্যাট খুলে ইতস্তত করল পিটার। তবে ভিতরে

ঢুকল। প্রথমে জুলিয়া, তারপর ম্যাগির দিকে তাকিয়ে মৃদু বাউ করল। 'মিসেস রবার্টস, মিস...'

'ম্যাগি,' বলল জুলিয়া, 'ও ম্যাগি পার্কার। বিয়ের আগে আমিও পার্কার ছিলাম। ও আমার বোন।'

জন লক্ষ করল, ম্যাগির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে পিটার।

ওর চাউনির সামনে বিব্রত বোধ করল ম্যাগি, অস্ফুট স্বরে বলল কী যেন।

জনের দিকে ঘুরল পিটার। 'আজ সকালে বার্টকে তুমি প্রায় মেরেই ফেলেছিলে।' নরম ভাবটা একদম উধাও তার কণ্ঠ থেকে।

'ওর পাওনা ছিল ওটা।'

'আমি বলছি না যে, ওটা ওর পাওনা ছিল না...' দ্বিমত করল না পিটার। 'একটা বাকবোর্ডে করে ওকে রানশে পাঠাতে হয়েছে। অবস্থা এমন যে, ঘোড়ায় চড়তে পারবে না।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এল ঘরে।

জন বলল, 'তুমি কি বাকি লড়াইটুকু লড়তে এসেছ?'

ডাইনে-বাঁয়ে মন্থর গতিতে মাথা নাড়ল ছেলেটি। 'না। আমি তোমাকে বলতে এসেছি, এখানে ঘুরঘুর করলে তোমার কপালে খারাবি আছে। বার্ট প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমাকে দেখা মাত্র খুন করবে। আর সে যা বলে, তা করে ছাড়ে। যদি আধ ডজন গানম্যান ভাড়া করতে হয়, তবু সে কাজটা করে ছাড়বে।'

'আর তুমি?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল জন।

'আমি?' এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল পিটারকে।

কোমরে পিস্তল ঝোলানো সত্ত্বেও স্রেফ একটা বাচ্চা ছেলের মত লাগছে ওকে জনের।

দুই হাতের তালু মেলে ধরল পিটার। 'আমি আর কী করব?

আমার ধারণা, তোমার ওই চিঠি আসল। আমার ভাই তুমি। বার্টও। আমরা একসাথে বড় হয়েছি। সে যদি "না" বলে, তা হলে তাকে "হ্যাঁ" করানোর সাধ্য আমার নেই।' চেহারাটা করুণ দেখাচ্ছে ওর। গলার স্বরটা কেমন বিষণ্ন শোনাল। 'তোমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। তুমি চলে গেলে আর ঝামেলা থাকে না। বার্টের সাথে কথা বলে আমি–'

'বার্টের সাথে কথা বলার দরকার নেই,' কর্কশ গলায় বলে উঠল জুলিয়া।

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল পিটারকে। হাতটা নড়ে উঠল ওর।

জন লক্ষ করল, তৃতীয় আরেকটা অস্ত্র ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রেখেছে পিটার। অস্ত্রটা দেখা মাত্র চিনতে পারল।

পিটার ওটা এগিয়ে দিল জনের দিকে। 'আমি এসেছিলাম এটা ফিরিয়ে দিতে। সার্কেল ইউ-তে এটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম আমরা।'

জন আগ্নেয়াস্ত্রটা নিয়ে সৎ-ভাইয়ের চোখে চোখ রাখল। 'ধন্যবাদ।' জুলিয়ার দিকে ফিরল সে। সোনার জলের প্রলেপ দেয়া পিস্তলটা হোলস্টার থেকে খুলে নিল। 'তোমার জিনিসটা এখন ফেরত নিতে পারো।'

ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল জুলিয়া। 'আরও কিছুদিন ওটা নিজের কাছে রাখতে পারো তুমি।'

একটু ভেবে নিয়ে জন বলল, 'সব সময়ই আমি অতিরিক্ত একটা অস্ত্র বহন করি।' গোল্ডপ্লেটেড পিস্তলটা আবার যথাস্থানে ফিরে গেল। পিটারের দিকে ঘুরল সে। 'তোমার সাথে কথা আছে আমার। একান্তে বলতে চাই। সময় হবে তো?'

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া। বোনের কনুই ধরল।

ম্যাগি এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল পিটার উইলিয়ামসের দিকে। স্পর্শে চমকে উঠে সংবিৎ ফিরে পেল।

'চল, পাশের ঘরে যাই। কাজ আছে,' বলল জুলিয়া তাকে।

ওরা চলে যাওয়ার পর ইশারায় পিটারকে একটা চেয়ার দেখাল জন। 'বসো। কফি চলবে?'

মাথা ঝাঁকাল পিটার। বসে পড়ল চেয়ারটায়।

জন ওকে খানিকক্ষণ পরখ করে বলল, 'তুমি একসাথে দুটো অস্ত্র বহন করছ। বেশির ভাগ লোকই কিন্তু একটা পিস্তল রাখে সাথে।'

হঠাৎ বালকসুলভ ভাব ফুটল পিটারের চেহারায়। 'আমি দুটো পিস্তলই ব্যবহার করতে পারি। প্র্যাকটিসও করেছি। ডান-বাম—দু'হাতেই সমান পিস্তল চালাতে জানি।'

'তাতে কী?'

'মানে?' শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল পিটার।

'বললাম, তাতে কী ঘোড়ার ডিম হলো? তুমি কি বোঝো না, এভাবে পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে একদিন-না-একদিন কেউ এগুলো তোমাকে ব্যবহার করতে বাধ্য করবে?'

'আমিও তো তা-ই চাই!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল পিটার। 'চাই, কেউ আমার সাথে লাগতে আসুক। বাজি ধরে বলতে পারি, কিডও পারবে না আমার সাথে। তুমি তো কিডকে চেনোই। বনি। লোকে যেমন বলে, সে কি সত্যি-সত্যি ফাস্ট?'

পিটারের চোখ চকচক করছে দেখে হতাশই বোধ করল জন।

ছেলেটা আছে একটা ঘোরের মধ্যে। হিরো হওয়ার খায়েশ জেগেছে।

পিস্তলবাজ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর এরকম তরুণ এর আগেও দেখেছে জন। তাদের পরিণতি মোটেই ভাল ছিল না।

হয়তো পিস্তলবাজি করতে গিয়েই এর খেসারত দিতে হবে

একদিন পিটারকে।

'খুবই ফাস্ট,' বলল জন শীতল গলায়। 'তবে সুযোগ পেলে পিছন থেকে গুলি করতেও দ্বিধা করে না।'

'উঁহুঁ, বিশ্বাস হয় না,' ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল পিটার।

'আমি ওর নাড়িনক্ষত্র জানি,' বলল জন, 'ওর সাথে মিলে লড়াই করেছি। কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতেও দেখেছি ওকে। তুমি এসব পিস্তল-ফিস্তল বাড়িতে রেখে এগুলোর কথা ভুলে যাচ্ছ না কেন? হয়তো আগামী দশ বছর পর এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে, কাউকে আর কোমরে পিস্তল ঝোলাতে হবে না।'

গনগনে চেহারা নিয়ে চেয়ার ছাড়ল পিটার। 'আমি চাই, লোকে আমার নাম জানুক,' রাগত গলা তার। 'বনির মত সবাই এক নামে চিনুক আমাকে।' বিরতি দিল। 'যেভাবে সবাই তোমাকে চেনে।'

'ওরা আমার নাম জানে না,' দ্রুত বলল জন।

'তোমার তা-ই ধারণা?' চ্যালেঞ্জ করল পিটার। 'আশপাশে খোঁজখবর নিয়েছি আমি। সবাই তোমাকে চেনে। সবাই বলছে, তুমি একজন টপ গানহ্যাণ্ড। দারুণ পিস্তল চালাও। অথচ এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে লেকচার শোনাচ্ছ!'

জন বুঝতে পারল, এ ছেলেকে বুঝিয়ে কোনও লাভ হবে না। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। 'ঠিক আছে। যা ভাল বোঝো। তবে সাপ মারতে গিয়ে নিজেই সাপের কামড় খেয়ে মোরো না যেন।' গলার স্বর বদলে গেল তার, 'শোনো, আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'কী?'

'মরিস উইলিয়ামস কীভাবে মারা গেছে, বলো আমাকে,' মৃদু গলায় বলল জন।

বিষাদের কালো ছায়া পড়ল পিটারের চেহারায়। 'আমি ও

নিয়ে কথা বলতে চাই না,' বলল সে, 'খুব খারাপ লাগে।'

'তবু শুনতে চাই আমি। আমাকে জানতেই হবে, কীভাবে মারা গেল বাবা।'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল পিটার। ইতস্তত করছে। তারপর মেঝের দিকে ফিরিয়ে নিল চোখ। 'ওরা বলে, বাবার ক্যানসার হয়েছিল। রোগটা শরীরের ভিতরে জন্মায়, আর পুরো শরীরটা খেয়ে ফেলে।'

'ক্যানসার শরীরের কী ক্ষতি করে, তা আমি জানি,' বলল জন, 'বলে যাও।'

'বাবা খুব অসুস্থ বোধ করছিল। শিকাগো গিয়েছিল পরীক্ষা করানোর জন্য। ওরা ওকে ওখানে থেকে যেতে বলেছিল। বাবা থাকেনি। বাড়িতেই মরতে চেয়েছিল সে।

'খুবই দৃঢ় মনোবলের মানুষ ছিল বাবা,' বলে চলল পিটার। 'ডাক্তাররা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর মনোবল দেখে। মৃত্যুর আগের দিন তারা বলেছিল, বাবা কমপক্ষে আরও দু'মাস টিকে যাবে।'

'তাকে কি ব্যথা নাশক ইনজেকশন দেয়া হত?' জানতে চাইল জন।

'বেশির ভাগ সময়। কারণ, যন্ত্রণায় খুব চিৎকার করত বাবা।'

'হুঁ,' বলল জন। ভাবছে, প্রবল যন্ত্রণা সয়ে মারা যাচ্ছিল একজন বুড়ো মানুষ। ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ডাক্তার বলেছিল, আরও দুই মাস টিকবে...কিন্তু তার আগেই মারা গেল। 'সে কি আমার ব্যাপারে কিছু বলে গিয়েছিল?'

'বলতেও পারে, আবার না-ও বলতে পারে,' দ্বিধান্বিত স্বরে জবাব দিল পিটার।

'ঠিক বুঝলাম না।'

'মানে, বেশ কয়েকবারই বলছিল, কীসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে সে। তারপর...' কেঁপে গেল পিটারের গলা। 'তারপর...মৃত্যুর আগের দিনের ঘটনা ছিল ওটা। ব্যথা কমানোর ইনজেকশনের কারণে অর্ধ-অচেতন অবস্থা তখন বাবার...আমি আর বার্ট তার পাশেই ছিলাম। কথা বলতে শুরু করল সে...আমাদের ভাইয়ের ব্যাপারে। বলছিল, আমাদের না দেখা ভাইটি নাকি শীঘ্রিই বাড়ি ফিরবে। তাকে যেন আমরা...সমাদর করি...আপন ভাইয়ের মত সম্মান করি...ভালবাসি...'

'আর কিছু বলেছিল...কীভাবে আমি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম?'

'না। আমি তাকে শুধু ওই কথাগুলোই বলতে শুনেছি। তখন প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল সে। বার্ট ওর মুখের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা, কী বলছ তুমি? তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।" বাবা ফিসফিস করে কী যেন বলল বার্টকে। শুনতে পাইনি আমি। পরে বার্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, ও কিছু না বাবা নাকি ওষুধের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। সে যা-ই হোক...পরদিন সকালে আমরা তার ঘরে গিয়ে দেখি, মারা গেছে বাবা। ডাক্তার বলল, ক্যানসারের কারণে নয়, হার্ট দুর্বল ছিল বলে স্ট্রোক করেছে।'

'আই সি,' বিড়বিড় করল জন। অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লেগে উঠল শরীর। বারবার মনে হচ্ছে, কোথাও একটা মস্ত ভজকট রয়েছে। বাবার মৃত্যুর এ গল্প মেনে নিতে চাইছে না মন।

'এর ক'দিন পরেই তুমি এসে হাজির হলে।' মাথায় হ্যাট চাপাল পিটার। 'এখন বলো, তুমি কী করতে চাও।'

'তুমি আঘাত পাও, এরকম কিছু করব না,' বলল জন, 'তবে আমাকে কেউ আঘাত করতে চাইলে আমিও ছেড়ে দেব

না তাকে। বাবাও হয়তো সেটাই চাইত।'

'বেশ।' দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল পিটার।

'দাঁড়াও,' ডাকল জন।

দাঁড়িয়ে পড়ল পিটার। ঘুরল।

'তুমি কিন্তু এসবের মধ্যে একদম জড়াবে না। বুঝতে পেরেছ? ঈশ্বরের দোহাই, ওই পিস্তল দুটো ফেলে দাও।'

জনকে এক পলক দেখল পিটার। 'নিজেও জানি না, কী করব আমি। তবে তোমাকে তো বলেইছি...বার্টও আমার ভাই।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

চোদ্দ

পরবর্তী কয়েকদিন নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ চোখে সার্কেল ইউ-র চারপাশ জরিপ করল জন উইলিয়ামস।

বেশ কয়েকবারই সার্কেল ইউ রাইডারদের দেখে ঘোড়া সহ লুকিয়ে পড়ল। গোপন মিশনে নেমেছে ও। সঠিক ভাবে জানতে হবে সার্কেল ইউ-র গরুর সংখ্যা কত। নিজের ভাগের এক-তৃতীয়াংশ চাইছে জন। কমও নয়। বেশিও নয়।

জরিপ করার পর বুঝতে পারল, এক হাজার গরু পড়বে ওর ভাগে।

চুরি করার জন্য সংখ্যাটা বেশ বড়।

টম ফোর্ড রাসলিং-এ যতই দক্ষ হোক, এক-একবারে

কয়েক শ'র বেশি গরু নিয়ে যেতে পারবে না।

আর গরু চুরির ব্যাপারটা বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ ঠিকই টের পেয়ে যাবে। খামারের চারপাশে কড়া পাহারা বসবে তখন।

বিপদ, ঝামেলা আর লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখে একটু দমেই গেল জন।

অন্ধকারে টম ফোর্ডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এসব কথাই ভাবছিল ও। চেহারা গম্ভীর।

জায়গাটা সার্কেল ইউ-র শেষ সীমানায়, সরু এক ক্যানিয়নের ধারে।

এখানে কিছু গরু আছে। প্রথম টার্গেট হিসেবে এগুলোই বেছে নিয়েছে জন।

এগুলো খোয়া গেলে সার্কেল ইউ রাইডাররা ভাববে, মরুভূমির দিকে চলে গেছে গরুগুলো।

কঠিন জীবন যাপনে অভ্যস্ত জন জীবিকার তাগিদে অনেক কাজই করেছে। কিন্তু রাসলিং বা গরু চুরি এই প্রথম। বুঝতে পারছে, খুব একটা সহজ নয় কাজটা। কারণ, রাসলিং সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না ও। পুরো ব্যাপারটাই ছেড়ে দিতে হবে এ ব্যাপারে 'বিশেষজ্ঞ' টম ফোর্ডের উপর। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই।

একটা পাথরের উপর, অন্ধকারে বসে আছে জন। হাতে ঘোড়ার লাগাম। হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে উঁচু করল মাথা। নিঃশব্দে সিধে হলো। আদর করে হাত বুলাল ঘোড়াটার ঘাড়ে, তাকাল ওটার খাড়া করা কান বরাবর। একই সময়ে হাত দিয়ে চেপে ধরল ঘোড়ার মুখ, যাতে কোনও শব্দ করতে না পারে।

সুচালো কান দুটো খাড়াই রইল ঘোড়াটার।

নিশ্চয় টম ফোর্ড আসছে।

অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল জন। যে শব্দ শুনে কান

খাড়া করেছে ঘোড়াটা, সেটা ও-ও শুনতে পেল এবার–পাথরে লোহার নালের ঠুকঠুক আওয়াজ।

ক্যানিয়নে ভূতের মত উদয় হলো কয়েকটা ছায়ামূর্তি।

জনের একটা হাত পিস্তলে চলে গেল। 'ফোর্ড?' মৃদু গলায় জানতে চাইল ও।

প্রশ্ন আর জবাব আসার মাঝে সামান্য বিরতি। 'জন নাকি?' ফোর্ডের স্বাভাবিক কণ্ঠ।

পেশিতে ঢিল পড়ল জনের। 'হ্যাঁ, আমিই।'

অন্ধকার থেকে ঘোড়াটাকে বের করে আনল সে।

টম ফোর্ডের সঙ্গী হিসেবে এসেছে জনা দশেক ঘোড়সওয়ার। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

স্যাডলে উঠে পড়ল জন। চলে এল ফোর্ডের পাশে।

ফোর্ড জানতে চাইল, 'গরুগুলো কোথায়?'

'ক্যানিয়নের বাইরে, রিজের ধারে। রিজের বাইরে ছোট একটা উপত্যকা আছে। চল্লিশটা গরু আছে ওখানে। সবগুলোই তাগড়া।'

'মাত্র চল্লিশ?' হতাশ শোনাল ফোর্ডের কণ্ঠ।

'কম কী?'

নাক সিটকাল ফোর্ড। 'আমি এর চেয়েও বড় কাজ করেছি। একসাথে দেড় শ' গরু রাসলিং করার ক্ষমতা আমার আছে। আর তুমি মাত্র চল্লিশটা গরুর কথা বলছ...ঝুঁকির তুলনায় প্রাপ্তি খুবই কম।'

'কোনও ঝুঁকি নেই,' বলল জন, 'আমি সারা দিন নজর রেখেছি। কোনও রাইডার চোখে পড়েনি।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল ফোর্ড। শেষে বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাক কী হয়।' লাগাম টানল সে। 'ব্যাগগুলো পরিয়ে দাও।' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল কথাটা। তারপর নেমে পড়ল

ঘোড়া থেকে।

প্রশংসা মাখা দৃষ্টিতে দেখল জন, কী অনায়াস দক্ষতায় কাজ করছে রাইডাররা। ওদের ঘোড়াগুলোর চার পায়ের খুরে চামড়ার জুতো পরিয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পারল, দলটার আগমন-সংবাদ কেন টের পায়নি।

টম সহ রাইডারদের কারও বুটেই স্পার নেই। কেটে ফেলা হয়েছে, যাতে চলার সময় ঝুনঝুন শব্দ না হয়।

একই রকম চামড়ার ব্যাগ জনের হাতে দিল ফোর্ড। 'এগুলো তোমার জন্য এনেছি।'

জন তার বে ঘোড়াটার পায়ে ওগুলো পরিয়ে দিল।

পরানোর সময় ঝামেলা করল না বে। দাঁড়িয়ে থাকল ধৈর্য ধরে। মাঝে মাঝে নাক ঝাড়ল শুধু।

'বুদ্ধিটা ভাল,' মৃদু গলায় বলল জন।

সবাই ওরা আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে।

কাঁধ ঝাঁকাল ফোর্ড। 'ওকে। পথ দেখাও।'

আগে আগে চলল জন।

রাতের আঁধারে ভূতের মত অনুসরণ করল ওকে এক ডজন মানুষ।

উপত্যকায় গরুগুলোকে দেখতে পেল ওরা।

শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিংবা ঘুমাচ্ছে।

রিজের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল টম। একজন সেনাপতির মতই তার লোকদের ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল।

প্রথমে অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল গার্ডরা।

তারপর ওদের নিরাপত্তার ছায়ায় থেকে নীচে নামল রাসলাররা। গরুর পালটাকে জাগিয়ে তুলে তাড়িয়ে নিতে শুরু করল।

এই দক্ষতা মুগ্ধ করল জনকে।

প্রত্যেকেই এরা যে-কোনও খামারে টপ হ্যাণ্ড হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ক্যাটল ড্রাইভের ট্রেইল বস কিংবা রাউণ্ড-আপ বসের মত সর্বত্র ফোর্ডের উপস্থিতি লক্ষ করল জন।

গার্ডরাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে। পয়েণ্ট চেক করছে, দ্রুত ছুটে যাচ্ছে রাসলারদের আশপাশে। গরু তাড়িয়ে নিতে যেন দেরি না হয়, সেটা নিশ্চিত করার দিকে তীক্ষ্ণ নজর ওদের।

বসে-বসে কাজ দেখা ছাড়া কিছু করার নেই জনের।

রাইডার আর ঘোড়াগুলোর যেন বিড়াল-চক্ষু। চন্দ্রহীন আঁধারেও দিব্যি দেখতে পায়। অবিশ্বাস্য দ্রুততম সময়ে গরুর পালকে তাড়িয়ে সরু উপত্যকার ভিতর দিয়ে খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো।

পালটাকে অনুসরণ করল জন।

ফোর্ড আর একজন রিয়ারগার্ড ওর পাশেই থাকল। মুহূর্তের জন্যও অস্ত্রের উপর থেকে হাত সরাল না ওরা।

ক্যানিয়ন পার হয়ে প্রশস্ত, খোলা জায়গাটিতে আসার পর যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল ফোর্ড। 'ঠিক আছে,' বলল সে, 'আমরা এখন ঝামেলামুক্ত।' প্রশংসার সুরে জনকে বলল, 'তোমার জায়গা বাছাইটা বেশ ভাল ছিল।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল জন।

'গরু বিক্রির টাকাটা পেতে কয়েক দিন দেরি হবে,' বলল ফোর্ড, 'আমার খরিদ্দাররা ব্র্যাণ্ডের ক্ষত না শুকানো পর্যন্ত ওগুলো নেবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তাই বলে ততদিন পর্যন্ত আমরা বসে থাকব না,' জানাল ফোর্ড। 'চল্লিশটা গরু কিছুই না। আমি তিন-চার শ' গরু

একসাথে সামাল দিতে পারি। তুমি পালের খোঁজ করো। সেই পালে যেন কমপক্ষে এক শ' গরু থাকে।'

'ওরকম একটা পাল সামনেই আসছে,' বলল জন।

'দ্রুত কাজ সারতে হবে আমাদের,' হুঁশিয়ার করল ফোর্ড। 'বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ টের পাওয়ার আগেই যত বেশি সম্ভব গরু হাতিয়ে নিতে হবে। ওরা টের পেয়ে গেলেই শুরু হবে ঝামেলা। গরু চুরির সময় কাউপাঞ্চারদের সামলানো এক কথা, আর গানহ্যাণ্ডদের সামলানো আরেক কথা।'

ফোর্ডের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, শিরদাঁড়ায় বরফজল নামল জনের। হঠাৎ নিজের ও কাজটার প্রতি বিতৃষ্ণা আর বিবমিষা জাগল ওর। কিন্তু এমন গভীর ভাবে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে যে, শেষ না দেখা পর্যন্ত পরিত্রাণ নেই।

জনের নীরবতাকে ভুল বুঝল ফোর্ড। 'তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। সময় মত ঠিকই তুমি ভাগের টাকা বুঝে পাবে। তোমাকে তো বলেইছি, আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। আমি আমার পার্ডনারদের কখনও ঠকাই না। তুমি আরেকটা পাল খুঁজে বের করো। তারপর একই জায়গায় খবর পাঠিয়ো।'

'নিশ্চয়।'

'এবারকার সংগ্রহটা নেহায়েত মন্দ নয়,' বলল ফোর্ড, 'ঠিকই বলেছিলে তুমি: গরুগুলো সব তাগড়া। ভাল দামই পাওয়া যাবে।' একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'বিদায় তা হলে।'

ওর সঙ্গে হাত মেলাল জন।

টমের হাতটা শুকনো, হাড্ডিসার আর শীতল।

গা-টা কেমন ঘিনঘিন করে উঠল ওর। 'বিদায়,' বলল জন। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেণ্ট'স ক্রসিং অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

পনেরো

পরদিন সকাল।

জুলিয়া রবার্টস জনের জন্য নিজ কামরায় অপেক্ষা করছিল।

ওর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে ভাল লাগল জনের।

'খবর কী?' জানতে চাইল জুলিয়া। ওর মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে। চোখের নীচে কালি। যেন ভাল ঘুম হয়নি।

জুলিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল জন। 'সব ঠিক আছে। আমরা চল্লিশটা গরু জোগাড় করেছি।'

স্বস্তির লম্বা একটা শ্বাস ফেলল জুলিয়া। 'কোনও ঝামেলা হয়নি তো?'

'নাহ। বার্টের কোনও লোকই ছিল না ওখানে।' জুলিয়ার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জন। 'কী ব্যাপার? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে।'

মাথা নাড়ল জুলিয়া। 'দুঃখিত। আমি...মানে...নানান দুশ্চিন্তায় ঠিক মত ঘুমাতে পারিনি রাতে। কত কিছুই তো ঘটতে পারত।'

'কিন্তু ঘটেনি তো।' হাসল জন। রাতে চমৎকার একটা ঘুম দিয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। খুব সহজে কাজটা সারতে পেরেছে বলে মনটা অনেক খুশি। সব কিছু যদি এরকম পরিকল্পনা মাফিক ঘটে...

'তো,' বলল ও, 'নাশতা-টাশতা কিছু দেবে, নাকি অভুক্ত রাখবে?'

ঘন কালো ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেল জুলিয়ার। 'এটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে শুরু করলে নাকি, মিস্টার?'

জনের মুখের হাসিটা দপ করে নিভে গেল। 'তুমি চাইলে আমি চলে যেতে পারি।'

'না,' দ্রুত বলল জুলিয়া। হাত নেড়ে বসার ইঙ্গিত করল ওকে। 'নাশতা আনাচ্ছি তোমার জন্য। ম্যাগি?'

ম্যাগি নীচতলায় যাওয়ার পর একটা চেয়ারে বসে পড়ল জন। সিগারেট ধরাল। 'আমি সার্কেল ইউ-তে আমার ভাগটুকু পেয়ে গেলে কি করব, জানো?'

'কী করবে?' টেবিল পরিষ্কার করছে জুলিয়া। ওকে কেমন অস্থির লাগছে।

'বার্টের সাথে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করব। আমার প্রাপ্য অংশটুকু ওর আর পিটারের কাছে ন্যায্য দামে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে একটা রানশ কিনে নেব।'

ওর দিকে মুখ তুলে চাইল জুলিয়া। 'কোথায়?'

'উত্তর নিউ মেক্সিকোতে সুন্দর কিছু জায়গা আছে। জমির দামও সস্তা। অ্যাপাচিদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পর জমির দাম বেড়ে যাবে। তার আগেই...। মেক্সিকান গাভীর সাথে ভাল জাতের ষাঁড়ের ব্রিড করলে দারুণ এক গরুর পালের মালিক হয়ে যাবে যে-কেউ...'

জুলিয়ার চোয়াল শক্ত হলো। 'তুমি আসলে দিবাস্বপ্ন দেখছ, জন,' রুক্ষ গলায় বলল সে।

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল জন। 'জানি। তবে এসব করতে চাইবার পিছনে আমার নিজস্ব কিছু যুক্তিও আছে। অ্যাণ্ড্রিউর উপর শুধু প্রতিশোধ নয়, আমি একজন মৃত মানুষের শেষ

ইচ্ছাও পূরণ করছি।'

চেয়ার ছাড়ল ও। অদ্ভুত এক আবেগ ভর করেছে ওর ভিতরে। হেঁটে জানালার সামনে গেল। 'একদিন এ দেশটাতে আর হানাহানি, রক্তপাত থাকবে না। একদিন নির্ভয়ে রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে পারবে মানুষ। আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে হবে না তাকে। সুন্দর একটা দেশ হবে এটা। আমি সেই সময়ের সাক্ষী হতে চাই।' পিস্তলে হাত রাখল জন। 'হতচ্ছাড়া জিনিসটা বহন করে-করে আমি ক্লান্ত। শান্তিতে থাকতে চাই এখন। নিরুপদ্রব একখণ্ড জমি চাই সেজন্য।' ঘুরল সে, হেঁটে এল জুলিয়ার কাছে। হাত ধরল ওর। 'সঙ্গিনী চাই একজন, চির-জীবনের সাথী হবে যে আমার।'

জুলিয়াকে চুমু খেল জন।

এক মুহূর্তের জন্য সাড়া দিল জুলিয়া। জনের ওষ্ঠে সেঁটে থাকল ওর অধর। কঠিন দেহে লেপটে রইল নরম শরীরটা। পরমুহূর্তে ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিল জুলিয়া।

ওর মুখ থেকে যেন শুষে নেয়া হয়েছে রক্ত। কাগজের মত সাদা। ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। শীতল ক্রোধে গনগনে আগুনের মত জ্বলছে চোখ জোড়া।

এহেন প্রতিক্রিয়ায় ভড়কে গেল জন। চোখ পিটপিট করে বলল, 'জুলি...জুলি...'

মস্ত একটা দম নিল জুলিয়া। আঁটসাঁট বডিসের নীচে ফুলে উঠল গর্বোদ্ধত দুই বক্ষ। 'যে মানুষটাকে আমি ভালবাসতাম, কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরেছে সে,' নিচু গলায় হিসিয়ে উঠল সে। 'চাই না, আবার ওরকম কিছু ঘটুক...বুঝতে পেরেছ?'

রাগে ফুঁসছে জুলিয়া।

কিন্তু ক্রুদ্ধ চেহারায় আরও সুন্দর লাগছে ওকে জনের। আরও বেশি করে পেতে ইচ্ছা করছে। জুলিয়ার দিকে এক কদম

এগিয়ে গেল ও।

হাত তুলে বাধা দিল ওকে জুলিয়া। 'না!' চিৎকার দিল। 'এখনই বিষয়টার ফয়সালা করে ফেলা দরকার। আমরা দু'জনে একত্রিত হয়েছি শুধু একটা কারণে। বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর উপর আমি শোধ নেব, আর তুমি তাতে আমাকে সাহায্য করবে। আমার কাছে তুমি একজন সাহায্যকারীর বেশি কিছু নও। বুঝতে পেরেছ? স্রেফ একজন সাহায্যকারী।'

জুলিয়ার কথাগুলো ঘুসির মত লাগল জনের কাছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। এখন দুটো কাজ করতে পারে সে—জুলিয়ার শত আপত্তি অগ্রাহ্য করে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে ওকে। অথবা চলে যেতে পারে এখান থেকে। আর কোনও দিন ফিরে আসবে না।

দুটো ইচ্ছাই দমন করল জন। মনের সবটুকু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে।

'ঠিক আছে,' শীতল শোনাল ওর কণ্ঠ। 'তোমার কথাই সই। তোমার কথা মতই সব চলবে।'

ষোলো

টম ফোর্ডকে যতই লক্ষ করছে জন, স্বীকার করছে, সত্যি লোকটা নিজের কাজে সেরা। এখন ও বুঝতে পারছে, গরু চুরিতে কেন রাসলারদের বেগ পেতে হচ্ছে না।

যেরকম সুসঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করে ফোর্ড, এই কৌশলে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেও গোটা একটা খামার খালি করে ফেলা সম্ভব।

জনের ভূমিকাটা এখানে স্পটার আর এক্সট্রা হ্যাণ্ডের।

বাকি কাজ, অর্থাৎ গরু-বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা ফোর্ডের মাথা-ব্যথা। রাসলিং-এ সে এক মুহূর্তও বাজে সময় নষ্ট করে না।

শুধু রাতের বেলাতেই অপারেশন সীমাবদ্ধ রাখছে না ফোর্ড।

বার্টরা যখন টের পেয়ে গেল, সার্কেল ইউ-র গরু-বাছুরের পাল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, পাহারা বসল রাতের বেলায়।

ফোর্ড আর জন মিলে বুদ্ধি খাটিয়ে দিনের বেলাতেও রেইড শুরু করল। দুপুরের দিকে এমন একটা সময় বেছে নিল রেইডের জন্য, যখন রাত জাগরণের ক্লান্তিতে সার্কেল ইউ রাইডাররা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

একবার খুবই বিপজ্জনক একটা কাজ করে ফেলল জন। অন্ধকারের সুযোগে সরাসরি ঢুকে পড়ল সার্কেল ইউ-র হৃৎপিণ্ডে। মানে, হোম রানশে।

ফোর্ড তার লোকজন নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে রেঞ্জের বাইরে।

রাতের অন্ধকারে গাঢ় ছায়া হয়ে সার্কেল ইউ-র তিনটা খড়ের গাদায় এক-এক করে আগুন ধরিয়ে দিল জন দেশলাই কাঠির সাহায্যে।

দাউ-দাউ জ্বলে উঠেছে আগুন, আলোকিত করে তুলেছে আঁধার; খামারের রাইডাররা তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, কী ঘটছে।

তাদের হাউকাউ আর বিভ্রান্তির সুযোগে সত্তরটা গরুর একটা পাল নিয়ে চম্পট দিল ফোর্ড ও তার দল। যেন বাতাসে

মিলিয়ে গেল সবাই।

এ ঘটনা জন উইলিয়ামসের জন্য ছিল রুদ্ধশ্বাস এক অভিজ্ঞতা। ভাবলে নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে।

'সত্যি তুমি দারুণ!' এ ঘটনার পরে টম ফোর্ড প্রশংসার সুরে বলল জনকে। 'দারুণ আর স্মার্ট। আমার সাথে যোগ দেবে? তুমি আর আমি মিলে গোটা খামার...'

মাথা নাড়ল জন। 'এক হাজার গরু,' সংক্ষেপে সারল। 'সার্কেল ইউ থেকে এই পরিমাণ গরুই নিতে চাই আমি। এর অর্ধেকটা সরাতে পারলেও ভাগ্যবান মনে করব নিজেকে। কোটাটা পূরণ হয়ে গেলে যে যার পথ দেখব। সৌভাগ্যই বলতে হবে, এখন পর্যন্ত কোনও গোলাগুলি কিংবা খুনোখুনি হয়নি–আমাদের পক্ষ থেকেও নয়, সার্কেল ইউ থেকেও নয়।'

'ভাগ্য? ভাগ্য-টাগ্য কিছু নয়। শোনো, তোমার মত আমিও রক্তপাত পছন্দ করি না। ব্যবসার জন্য বিষয়টা ক্ষতিকর। তবে লড়াই যদি বেধেই যায়, সেজন্য আমরা প্রস্তুত। আপাতত যেভাবে করছি, সেভাবেই করতে থাকব। একান্ত বাধ্য না হলে ঝামেলায় জড়াব না কোনও।'

ফোর্ডের কথা শুনে স্বস্তি পেল জন। সব সময় একটা ভয় ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়–না জানি কখন রাইডারদের পাতা ফাঁদে পড়ে।

সার্কেল ইউ-র লোকদের প্রতি ওর কোনও আক্রোশ নেই। নিজেদের কাজ করছে ওরা; নিজেদের গরু রক্ষার জন্য লড়াই করেছে।

কিন্তু এ লোকগুলোর সঙ্গে যদি সংঘর্ষ বাধে, ওদের রক্তে রাঙাতে হবে জনের হাত।

আজ হোক, কাল হোক, লড়াই একটা হবেই।

এ ব্যাপারে নিশ্চিত জন। ভাবতেই গা হিম হয়ে আসে,

রাতের অন্ধকারে গুলি ছুঁড়ছে ও, আর তা গিয়ে লেগেছে পিটারের গায়ে।

মুখের উপর মুখোশটা টেনে নিল জন।

সব রাসলারই মুখোশ পরেছে।

মুখোশ মানে কালো ব্যাণ্ডানা। শুধু চোখ দুটো দেখা যায়।

দিন হোক বা রাত—কোনও ঝুঁকিতে যেতে রাজি নয় ফোর্ড।

নিচু, ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে শুধাল সে, 'সবাই রেডি?'

হ্যাঁ-সূচক অস্পষ্ট বিড়বিড় ধ্বনি ভেসে এল রাইডারদের কাছ থেকে।

'তা হলে চলো সবাই।'

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত।

আজকের রেইডটা এ যাবৎ কালের সবচাইতে সহজ রেইড বলে মনে হচ্ছে জনের। পঞ্চাশটা গরুর একটা পালের উপর সারা দিন লক্ষ রেখেছে সে। কোথাও কোনও গার্ড চোখে পড়েনি।

কারণটা অবশ্য দুর্বোধ্য নয়। উন্নত জাতের গরু নয় ওগুলো।

নাদুস-নুদুস, তাগড়া গরুর উপর নজর রেখেছে সার্কেল ইউ।

রানশের সব জায়গায় পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না। রোগাভোগা গরুগুলোকে তাই ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেরাই ঘাস খুঁজে খেতে পারে।

রাইডারদের ভুতুড়ে সারিটা একটা ড্রতে নেমে এল, তারপর ছড়িয়ে পড়ল সমতল ভূমিতে।

সামনে কালো-কালো বিন্দু দেখতে পেল জন।

ওগুলো গরু। ঘুমাচ্ছে।

ফোর্ডের লোকেরা নিঃশব্দে শুরু করে দিল কাজ।

গরুগুলোকে বিরক্ত না করে দাঁড় করাল তারা, সারি তৈরি করল ওগুলোর, তারপর ড্রর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

রাতের এ অভিযানে গরুগুলোর মেদ-চর্বি একটু ঝরে যাবে বটে, তবে টমের খামারে পর্যাপ্ত ঘাস রয়েছে। বিক্রির আগে ঘাস খাইয়ে মোটা-তাজা করে নেবে সে গরুগুলোকে।

সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল জন, পিছিয়ে চলে এল ফোর্ডের কাছে।

রাইডারদের দ্রুত পথ চলার নির্দেশ দিচ্ছে সে।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল জন।

'মনে তো হচ্ছে,' ঘোঁত-ঘোঁত করে জবাব দিল ফোর্ড।

'এগুলো নিয়ে আমরা প্রায় আড়াই শ' গরু জোগাড় করেছি, তা-ই না?'

'তিন শ'র কাছাকাছি,' শুধরে দিল ফোর্ড। 'মনে হচ্ছে, কাজটা সামনে আর এত সহজ হবে না।' নড়েচড়ে বসল সে স্যাডলে। 'এখন পর্যন্ত ভাগ্য যথেষ্টই সহযোগিতা করেছে আমাদের–' থেমে গেল।

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল জন।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করল ফোর্ড। 'তবে কিছু একটা...' স্পারের গুঁতো মেরে ঘোড়াটাকে আগে বাড়তে নির্দেশ দিল সে। জনকে নিয়ে চলে এল তার রাইডার বাহিনীর পাশে।

'কার্ট,' একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল ফোর্ড। 'ডক আর জো কোথায়?'

গা মোচড়াল কার্ট। 'কী জানি। একটু আগেও তো এখানেই ছিল।'

'ড্যাম ইট!' গর্জে উঠল ফোর্ড। জনকে নিয়ে পুরো পালটা একবার চক্কর দিল।

কিন্তু নিখোঁজ লোক দুটোকে পাওয়া গেল না।

'কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে।' ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ফোর্ড। 'ডক আর জো আমার পুরানো কর্মচারী। বেশ অভিজ্ঞ লোক। না বলে-কয়ে কোথাও যাবে না ওরা। ওদের দায়িত্ব ছিল গরুর পালটাকে পাহারা দেয়া। আমি–' থেমে গেল ফোর্ড। শিরদাঁড়া টান-টান হয়ে গেছে নিচু শিসের আওয়াজ শুনে।

শব্দটা আসছে কাছের এক অনুচ্চ টিলা থেকে।

'ওই তো ওরা!' এক টানে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেলল টম।

আবার ভেসে এল শিসের আওয়াজ।

জনকে নিয়ে শব্দের উৎসমুখে ছুটল ফোর্ড।

'এখানে, বস!' অন্ধকার থেকে জানান দিল একজন।

ঘোড়া থামাল ফোর্ড।

'ডক? জো?'

'এই যে আমরা।' আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল দুই ছায়ামূর্তি। 'একজনকে পাকড়াও করেছি।'

ফোর্ড আর জন ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

'কাকে পাকড়াও করলে?' জানতে চাইল ফোর্ড।

'সার্কেল ইউ-র লোক,' জবাব দিল একজন।

'আমরা গরুর পাল নিয়ে আসার সময় লোকটাকে দেখে ফেলি। আমি ওকে ডাক দিই, সেই সুযোগে জো পিছন থেকে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,' খোলসা করল অপরজন। 'আমরা কোনও অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইনি।'

'ভালই করেছ,' বলল ফোর্ড। 'শক্ত করে বেঁধেছ তো মুখ?'

'একদম,' জবাব দিল জো। 'দুই হাতও কষে বেঁধেছি। ঘোড়াটাও আমাদের জিম্মায়।'

'ঘোড়ায় তোলো ওকে,' নির্দেশ দিল ফোর্ড, 'আমাদের সাথে নিয়ে চলো। কড়া নজর রাখবে, যাতে পালাতে না পারে। ...আর কাউকে দেখেছ?'

'নাহ। ও ব্যাটা কসম খেয়ে বলছে, আর কেউ ছিল না ওর সাথে।'

দাঁত কিড়মিড় করে বলল ফোর্ড, 'ব্যাটা কি তা হলে রাতের বেলা একাকী ঘুরঘুর করছিল রেঞ্জের মধ্যে? উঁহুঁ। ওর সাথে অন্য কেউ থাকতে বাধ্য।'

'বন্দুক ঠেসে ধরেছিলাম পেটে। বলল, ও ছাড়া নাকি আর কেউ নেই। শহরে গিয়েছিল মৌজ করতে। মদ খেয়ে টাল হয়ে ফিরছিল। এ সময় আমাদের রাস্তায় পড়ে যায়।'

'সেই কথাই যেন সত্যি হয়। ওর দলের কোনও লোক যদি আমাদের উপর হামলা করে, তবে সবার আগে এই মাতালটাকে গুলি করবে। এখন নিয়ে চলো ওকে। পরে ওর ব্যবস্থা করা যাবে।'

জন জানতে চাইল, 'ওকে নিয়ে কী করবে তুমি?'

'জবাই করব,' সাফ-সাফ বলল ফোর্ড। 'এ ছাড়া আর কী করব? গুলি করলে তো শব্দ হবে।'

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল জন। 'না!' কর্কশ গলায় বলল।

নিজের ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকি খেল ফোর্ড। 'কী?' বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে। জন কিছু বলার আগেই জানোয়ারটাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সে। 'চলো, হে। পরেও এ নিয়ে কথা বলা যাবে। আগের কাজ: গরুগুলোকে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া।'

সতেরো

দুই ঘণ্টা ধরে গরুর পাল ঠেলে এগোনোর পর সার্কেল ইউ রেঞ্জ থেকে মাইল দশেক দূরে, একটা ক্যানিয়নের কাছে চলে এল ওরা।

ভোর হতে এখনও ঘণ্টা তিনেক বাকি। পাল নিয়ে কেটে পড়ার জন্য যথেষ্ট সময়। তারপরও নষ্ট করা যাবে না একটি মুহূর্তও।

ক্যানিয়নের ওই গোলকধাঁধায় ছড়িয়ে রয়েছে বড়-বড় পাথর আর লাভার স্তরের বাধা। ট্রেইল প্রায় নেই বললেই চলে।

আন্দাজে ভর করে চলতে হবে।

যে দু'জন সার্কেল ইউ-র লোকটাকে পাকড়াও করেছে, তাদের পিছন-পিছন আসছিল জন। বন্দি আর তার আটককারীদের উপর শ্যেন দৃষ্টি রেখে।

বন্দি লোকটা ঘোড়ার পিঠে।

ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন হতে দেখার কথা ভাবতেই পারে না জন। কাঠপুতুলের মত স্রেফ দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না।

হত্যাকাণ্ড যে হবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাডল্যাণ্ডসে ঢোকার সময়ই টম ওকে বলেছিল, 'বিজনেস ইজ বিজনেস। আর এ ব্যবসায় কেউ মুখ খুলতে পারে, এমন কাউকে ছেড়ে দেয়া যায় না। আমরা এর লাশ এমন জায়গায়

লুকিয়ে রাখব যে, বাজ পাখিরাও তার সন্ধান পাবে না। জানতে পারবে না কেউ, লোকটার কী হলো।'

আঠারো

টম ফোর্ড হাত তুলতেই থেমে গেল দলটা।

ক্যানিয়নের ধারে দাঁড়িয়ে একটা আরেকটার গায়ে গা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করছে গরুগুলো।

বন্দিকে নিয়ে দুই রাসলার চলে এল অন্ধকারে।

আবছা দেখল জন, বন্দির মুখে কাপড় বাঁধা। চেহারাটা চেনা যাচ্ছে না।

ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল ফোর্ড। হুকুম দিল, 'আগুন জ্বালো।'

গন্ধকের ঝাঁঝাল গন্ধ ধাক্কা মারল জনের নাকে।

একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল।

আলোয় এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল জন বন্দিকে।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চেহারা। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। ব্যাণ্ডানা দিয়ে মুখটা বেঁধে রাখা হয়েছে।

নিভে গেল আলো।

এক পলক দেখেই লোকটাকে চিনতে পেরেছে জন।

ক্লাইড।

সার্কেল ইউ-তে যেদিন প্রথম গিয়েছিল, এ লোকই পিছন

থেকে ওর পিঠে ঠেসে ধরেছিল বন্দুক।

আর সেই সুযোগে ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল ওকে বার্ট।

'জো,' বলল ফোর্ড, 'তুমি করো কাজটা।'

শরীরের প্রতিটা পেশি আর স্নায়ু শক্ত হয়ে গেল জনের। 'না!'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফোর্ড। 'এক মিনিট, জো।' জনের দিকে ফিরল। 'ওদিকটায় চলো। কথা আছে তোমার সাথে।'

ঘোড়া নিয়ে গরুর পাল থেকে খানিকটা দূরে সরে এল ওরা দু'জন। এখান থেকে কথা শোনা যাবে না ওদের।

'শোনো,' ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে হিংস্র গলায় বলল ফোর্ড। 'এখানে আমি তোমার বস, বুঝতে পেরেছ? ওরা সব আমার লোক। আমার আস্তানা আর কন্ট্যাক্টগুলো ব্যবহার করছ তুমি। ঝুঁকিও আমরাই নিচ্ছি। আর আমি যা করছি, বুঝেশুনেই করছি। এর মধ্যে তোমার নাক গলানোর দরকার নেই।'

'বুঝতে পেরেছি,' গলার স্বর শান্ত রাখল জন। 'তবে এখানে কোনও খুনোখুনি চলবে না।'

'ধুত্তোর!' খেঁকিয়ে উঠল ফোর্ড। 'ওই হারামজাদা জানে, সংখ্যায় আমরা কতজন। জানে, কোন্ পথে গরুর পাল পাচার করা হচ্ছে...'

'কিন্তু তারপরও আমি তোমাকে সমর্থন করতে পারছি না।'

'ও আমাদের চিনে ফেলেছে।'

'এত অন্ধকার...চিনবার কথা নয়। তা ছাড়া মুখোশ পরে আছি সবাই।'

'শোনো,' বলল ফোর্ড, 'ওকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারব না। ছেড়ে দেয়াও সম্ভব নয়। রেঞ্জের সবাইকে খেপিয়ে তুলবে ও। বোলতার ঝাঁকের মত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে সবাই।'

'রেঞ্জের সবাই অনেক আগে থেকেই খেপে আছে,' বলল জন, 'জুলি আমাকে বলেছে, গোটা রাজ্য থেকে ভাড়াটে বন্দুকবাজ নিয়ে আসছে বার্ট। আর্মির মত একটা বাহিনী গড়ে তুলছে সে।'

'এর মধ্যে ওকে ছেড়ে দিলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে?'

'তাই বলে তুমি ওকে শুয়োরের মত জবাই করবে, আর বাজ পাখির খাবার হিসেবে ফেলে রাখবে লাশ, এ আমি হতে দেব না।'

'তা হলে করবেটা কী, শুনি?' ফোর্ডের কণ্ঠে শ্লেষ। খরখরে গলায় বলল, 'এই তুমিই কিন্তু বুটস হবসকে মেরেছিলে–'

'একজন তোমাকে খুন করতে যাচ্ছে, তখন তাকে হত্যা করা এক কথা, আর ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে জবাই করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইল ফোর্ড। তারপর মুখোমুখি হলো জনের।

আড়ষ্ট হয়ে গেল জন। একটা বন্দির জন্য ফোর্ড আর তার লোকদের সঙ্গে কোনও রকম সংঘর্ষে জড়াতে চায় না সে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, লড়াই অনিবার্য। ...একজনের বিরুদ্ধে দশজন–খুবই বিশ্রী ব্যাপার–তিক্ত মন নিয়ে ভাবছে ও। তবে সবার আগে ফোর্ডকে খতম করলে...

ও কী ভাবছে, বুঝতে পেরেই যেন রণে ভঙ্গ দিল ফোর্ড। বলল, 'ঠিক আছে।'

তার ঘোড়ার খুর খটখট আওয়াজ তুলল পাথরে।

'ওকে ছেড়ে দাও,' ক্রুদ্ধ শোনাল কণ্ঠ।

জোর প্রতিবাদ জানাল ফোর্ডের লোকজন।

এক ধমকে তাদেরকে চুপ করিয়ে দিল ফোর্ড। 'বললাম না,

ওকে ছেড়ে দিতে!' বন্দিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এবারের মত জানে বেঁচে গেলে। তবে মুখটা বন্ধ রাখতে না পারলে বহুত খারাবি আছে তোমার কপালে। তোমার জায়গায় আমি হলে সার্কেল ইউ-তে কোনও দিন ফিরে যেতাম না। ফ্লেচার'স হোল থেকে বহু দূরে চলে যেতাম, যেখানে কেউ আর আমার টিকিটিরও খোঁজ পাবে না। বোঝা গেছে আমার কথা?'

অস্পষ্ট স্বরে কী বলল লোকটা, বোঝা গেল না।

ফোর্ড হুকুম দিল, 'ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।'

কোল্টের বাঁটে হাত, উত্তেজনা নিয়ে দেখছিল জন, ফোর্ড কী করে। শুনতে পেল, কেউ একজন বন্দির ঘোড়াটার পাছায় সপাটে চড় বসিয়ে 'হাইয়া!' বলে চিৎকার দিল।

চড় খেয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। ক্যানিয়ন ধরে ছুটতে শুরু করল সওয়ারিকে নিয়ে।

পাথরে আওয়াজ উঠল—খটাখট-খটাখট।

জনের কাছে এল ফোর্ড। 'সন্তুষ্ট?'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'হুঁ। ধন্যবাদ।'

'যখন গোটা একটা বাহিনীর সাথে ফাইট করতে হবে, তখন আর ধন্যবাদ দেবে না।' জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বেন্ট'স ক্রসিং-এ ফিরছ?'

'সেরকমই ইচ্ছা।'

'ঠিক আছে। যোগাযোগ রেখো।'

ঘোড়া নিয়ে ঘুরল ফোর্ড। ঘাউ করে উঠল: 'অলরাইট! সারি বাঁধো গরুগুলোকে।'

ঘোড়ার পিঠে বসে রইল জন। দেখল, গরুর পাল নিয়ে চলতে শুরু করেছে ফোর্ডের লোকজন।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে। ঢুকে পড়ল একটা সাইড-ক্যানিয়নে। তারপর দীর্ঘ, ঘোরানো পথ ধরে ফিরে চলল শহরে।

উনিশ

ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে।

বেন্ট'স ক্রসিং-এর উপান্তে, ভাঙা, পরিত্যক্ত দুর্গটার সামনে হাজির হলো জন।

এমনিতে রাতের বেলা ফোর্ডের সঙ্গে রেইডে বেরোলে ভোর হওয়ার আগেই সাধারণত ফিরে আসে শহরে, জুলিয়ার স্যালুনের উপরতলায় তার জন্য নির্দিষ্ট ছোট ঘরটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। তবে আজ ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। বন্দি লোকটাকে নিয়ে বাদানুবাদই ওকে দেরি করিয়ে দিয়েছে। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে বেন্ট'স ক্রসিং-এ ঢোকার সাহস পায়নি কেউ দেখে ফেলার ভয়ে–বিশেষ করে, ক্লাইডকে ছেড়ে দেয়ার পর।

হয়তো ইতোমধ্যে অ্যান্ড্রিউকে বলে দিয়েছে সে, সর্বশেষ গরু চুরির ঘটনাটা কখন, কীভাবে ঘটেছে।

প্রাচীন এ দুর্গে দিব্যি লুকিয়ে থাকা যায়। জানবে না কেউ।

ঘোড়াটাকে একটা ঝর্না থেকে পানি পান করিয়েছে পেট পুরে। কাজেই, খুব শীঘ্রি ওটাকে খাবার না দিলেও চলবে। দুপুর কিংবা বিকেলের দিকে কোনও আস্তাবলে গিয়ে জানোয়ারটার খাওয়ার ব্যবস্থা করবে জন।

অল্প কয়েকটা ভাঙাচোরা বক্সস্টল চোখে পড়ল ওর দুর্গে। এর একটাতে লুকিয়ে রাখল জন ঘোড়াটাকে। ভাঙা কিছু কড়ি-

বর্গার পিছনে ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে পেল। কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল ওখানে।

প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও শোয়া মাত্র ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে এল না নিদ্রাদেবী।

নানান দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না জনের।

পুরো ব্যাপারটা দিন-দিন তিক্ততার দিকে মোড় নিচ্ছে।

চুরি করা তিন শ' গরুর কথা ভাবল ও।

অর্ধেক বিক্রি করতে পারলেই কোর্টের খরচটা উঠে আসবে। পুরো এক হাজার গরু জোগাড়ের চেষ্টা করতে গেলে কী হবে?

নিশ্চয়ই অজানা থাকবে না ওদের, কারা রয়েছে এর পিছনে।

একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য। আর কারও-না-কারও প্রাণ যাবে।

ফোর্ডের লোকদের নিয়ে চিন্তিত নয় জন, অ্যাণ্ড্রিউর লোকজন কিংবা পেশাদার বন্দুকবাজ মারা গেলেও ওর কিছু যায়-আসে না। এমনকী নিজেকে নিয়েও ভাবছে না ও। ও শুধু দুশ্চিন্তা করছে সার্কেল ইউ-র সাধারণ রাইডারদের নিয়ে, যারা স্রেফ নিজেদের কর্তব্য পালন করছে।

জনের সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ পিটারকে নিয়ে। লড়াই বাধলে পিটার তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

যাক গে, এসব নিয়ে পরেও ভাবা যাবে। এখন একটু না ঘুমালেই নয়।

চিত হয়ে শুল জন। কান পর্যন্ত টেনে দিল কম্বল। স্যাডলের সিটটাকে বালিশ বানিয়েছে। হ্যাট চাপা দিল চোখের উপর।

একসময় নিদ্রাদেবী ওর চোখে মাখিয়ে দিল ঘুমের অঞ্জন।

ছাড়া-ছাড়া, স্বপ্নহীন ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল জন উইলিয়ামস।

বিশ

মুখে রোদ পড়তে ঘুম ভেঙে গেল জনের।

ছাতের ফুটো দিয়ে আসছে সূর্যকিরণ।

উঠে বসল ও। মুহূর্তে নেকড়ের মত সতর্ক। মাথাটা ঘুরিয়ে দেখছে ডাইনে-বাঁয়ে, হাত চলে গেছে পিস্তলে।

না। বিপদ বা ভয়ের কিছু নেই। সব কিছু স্থির, অচঞ্চল।

স্টলে দাঁড়িয়ে মেঝেতে খুর ঠুকছে ঘোড়াটা, ওটার পেটের গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেল জন।

পেশিতে ঢিল পড়ল ওর, ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল, গা থেকে ঝেড়ে ফেলল পচা কাঠের টুকরো।

ব্যাগে ব্রাশ আর চিরুনি আছে। ওগুলো দিয়ে ঘোড়াটার কেশর আঁচড়ে দিল জন। এখন বেরোলে কেউ দেখে ফেলার ভয় নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল সে, কম্বল গুটিয়ে বেঁধে নিল ঘোড়ার পিছনে। তারপর বেরিয়ে পড়ল শহর অভিমুখে।

যেন সকালবেলায় ঘুরতে বেরিয়েছে–এরকম একটা ভাব ধরে শহরের মূল রাস্তায় চলে এল জন। ঘোড়াটার পেটে কিছু দানাপানি দেয়া দরকার। তবে আগে জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করবে।

জুলিয়া ওর অ্যালিবাই।

জুলিয়া আর ওর বোন ম্যাগি।

ছোট বোনটা বোধ হয় জানে না, কী ঘটছে। জনকে দেখে প্রথমটায় একটু বোকা বনে গিয়েছিল সে, বিরক্ত হয়েছিল। তবে জুলিয়ার উপরে ওর অগাধ বিশ্বাস। বড় বোন চাইলে ম্যাগিকে কসম খেয়ে বলতে হবে, জন সারা রাত তাদের স্যালুনেই ছিল।

এখন পর্যন্ত জুলিয়া কিংবা ম্যাগি—কাউকেই জনের জন্য কারও কাছে মিথ্যা হলফ করে কিছু বলতে হয়নি।

গরু চুরির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক আছে বলেও কোনও প্রমাণ নেই।

সেদিন রাম ধোলাই খাওয়ার পর থেকে আর ওর ছায়াও মাড়ায়নি বার্ট।

তবে মার খেয়ে ও ভয় পেয়েছে বলে মোটেই ভাবছে না জন। ওর ধারণা, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে লোকটা।

বার্টকে ধোলাই দিয়ে অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে জন।

মুখে না বললেও তাদের চাউনি দেখে ব্যাপারটা বোঝা যায়।

ও প্রমাণ করেছে, এ শহরে অন্তত একজন মানুষ আছে, যে বার্টের বাঁশির সুরে নাচে না।

শহরের বাসিন্দারা বার্টকে যেরকম ভয় পেত, তাতে একটু হলেও ভাটা পড়েছে।

স্যালুনে ঢুকে পিছনে সুইঙ্গিং ডোর বন্ধ করে দিল জন।

সকাল গড়িয়েছে, তাই লোকের ভিড়ও বেড়েছে।

জুলিয়াকে দেখতে পেল।

পরনে উঁচু গলার কালো একটা ড্রেস। এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে। হেসে হেসে কথা বলছে খদ্দেরদের সঙ্গে। কারও ঠাট্টা-তামাশার জবাব দিচ্ছে। চোখ তুলতেই জনকে দেখতে পেল—এগোচ্ছে একটা টেবিলের দিকে।

দ্রুত একটা হাত উঠে গেল বুকে, পরক্ষণে নামিয়ে ফেলল

জুলিয়া। তারপর তাড়াহুড়ো না করে জন যে টেবিলটাতে বসেছে, সেদিকে এগোল।

'উইস্কি?' বারম্যান জিজ্ঞেস করল জনকে।

মাথা নাড়ল ও। 'না। কফি।'

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

জনের বিপরীত দিকের চেয়ারটা দখল করল জুলিয়া। কাগজের মত সাদা ওর মুখ। 'কী খবর?' আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল।

'খবর ভাল।'

'কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না। বলার মত কোনও সমস্যা হয়নি।' কপালে ভাঁজ পড়ল জনের। 'কিন্তু তোমার কী হয়েছে?'

'বার্ট শহরে এসেছে। মার্শালের অফিসে গেছে।'

চেয়ারে হেলান দিল জন। পকেট থেকে সিগারেট তৈরির সরঞ্জাম বের করল। 'তাতে আমার কী? আমি তো কাল সারা রাত এখানেই ছিলাম, তা-ই না?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল জুলিয়া। 'অবশ্যই। কিন্তু কেন যেন ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'ওরা কোনও প্রমাণ না পেলে তো আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।'

'মার্শালকে তুমি চেনো না।' তর্জনী আর মধ্যমা একত্রিত করল জুলিয়া। 'বার্ট আর ও হরিহর আত্মা।'

'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না,' পাত্তা দিল না জন। 'তুমি যতক্ষণ আমার পাশে আছ, কিছুই গ্রাহ্য করি না আমি।'

'তুমি জানো, আমি তোমার পাশে থাকব,' বলল জুলিয়া। অদ্ভুত আবেগ তার কণ্ঠে। 'তবে আমি বলি কি, তুমি যদি–'

'পালিয়ে যাব? শুরুটা যেহেতু আমিই করেছি, এর শেষ না

দেখে ছাড়ছি না।'

বারম্যান কফি এনেছে।

সে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জন।

জুলিয়া একটা কাপে কফি ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিল।

'আমি ভাবছিলাম...' শুরু করেও শেষ করল না জন।

'কী?'

'ভাবছিলাম, কোর্টে যাওয়ার মত যথেষ্ট গরু তো জোগাড় করে ফেলেছি। ওগুলো বিক্রি করে–'

বাধা পড়ল ওর কথায়।

বাইরে, সাইডওঅকে বুটজুতোর শব্দ হচ্ছে। অনেকগুলো জুতো।

ঝট করে মাথা ঘোরাল জন। হাত জোড়া থাকল টেবিলের নীচে, যাতে প্রয়োজনে চট করে অস্ত্র বের করতে পারে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বার্ট।

সঙ্গে ভেস্টে তারকা পরা ঢ্যাঙা এক লোক। চল্লিশের কোঠায় বয়স।

ওদের পিছনে দু'জন পাঞ্চার।

দলটার একেবারে পিছনে পিটার উইলিয়ামস।

দোরগোড়ায় কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল ওরা, ঘরের চারপাশে নজর বুলাচ্ছে।

পিন পতন নিস্তব্ধতা।

তারপর জনকে দেখতে পেয়ে ধীর, সতর্ক পদক্ষেপে এগোল ওর দিকে।

এবার সবার সামনে হাড্ডিসার কাঠামোর মার্শাল।

বার্ট রইল মার্শালের পাশে।

অন্যরা–পিটার সহ, অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে এল।

শীতল চোখে তাকাল জন ওদের দিকে। 'কী ব্যাপার?'

কর্কশ, গাধার ডাকের সুরে কথা বলে উঠল মার্শাল, 'জন উইলিয়ামস, তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।'

'যদি বুদ্ধিমান হও,' যোগ করল বার্ট, 'সুবোধ ছেলেটির মত আমাদের সাথে চলো।' শেকড়ের হাসি তার মুখে। 'তা নইলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব।'

বহু কষ্টে মেজাজ সামলাল জন। মার্শালের উপর থেকে চোখ সরিয়ে বার্টের দিকে তাকাল। তারপর আবার চাইল মার্শালের দিকে।

'আমাকে গ্রেফতার করছ? বেশ, বেশ। তা, কোন্ অভিযোগে?'

'অনেক অভিযোগ আছে,' আগ বাড়িয়ে বলল বার্ট।

'মার্শালকে কথা বলতে দাও,' ধমক দিল জন।

বলল মার্শাল। 'অভিযোগটা খুনের।'

একুশ

ভীষণ আঁতকে উঠল জুলিয়া।

জনের মনে হলো, ওর রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। তবে কথা বলার সময় গলার স্বর একটুও কাঁপতে দিল না। 'খুন? এসব কী বলছ? কাউকে খুন-টুন করিনি আমি। কে খুন হয়েছে?'

'আমার এক কর্মচারী,' বলল বার্ট, 'হতভাগার নাম ক্লাইড ব্রেনান। পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে। গত রাতে

রাসলাররা আমার কিছু গরু চুরি করে নিয়ে যায়। ক্লাইড নিশ্চয় দলটাকে দেখে ফেলেছিল। আজ সকালে রানশের উত্তর দিকে ওর লাশ খুঁজে পাই। বাজ পাখির ওড়াউড়ি দেখে ওদিকে গিয়েছিলাম আমরা।'

'ক্লাইড ব্রেনান,' নামটা আওড়াল জন। পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠলেও চিন্তার ঝড় বইছে মস্তিষ্কে। 'সেই লোকটা, যে আমার পিঠে বন্দুক ঠেসে ধরেছিল, আর সেই সুযোগে তুমি ঘুসি মেরে ফেলে দিয়েছিলে আমাকে?'

'তুমি আমাকে গুলি করার চেষ্টা করলে ব্রেনান তোমার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়,' শীতল গলায় বলল বার্ট। 'হ্যাঁ, ও-ই। ওর উপর রাগটা ভুলতে পারোনি, তা-ই না?'

'ব্রেনান মারা গেছে?' ভাবনা-চিন্তা করার জন্য সময় ক্ষেপণ করছে জন।

'মাথাটা একদম ছাতু হয়ে গেছে।'

ক্লাইড ব্রেনান। গত রাতের সেই বন্দি।

যাকে বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল জন।

...আর ফোর্ড...ডাবল-ক্রস করল ওকে! গোল্লায় যাক হারামজাদা!

কী ঘটেছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে জন।

সে ফোর্ডের আউটফিট ত্যাগ করা মাত্র ব্রেনানের পিছনে কাউকে লেলিয়ে দিয়েছিল লোকটা।

মরা মানুষ কথা বলতে পারে না...তা না হলে...

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল জন। 'আমি ক্লাইড ব্রেনানকে হত্যা করিনি। কাউকেই হত্যা করিনি আমি।'

আশ্চর্য শান্ত ও পরিষ্কার গলায় জুলিয়া জানতে চাইল, 'তোমরা বলছ, কাল রাতে খুন হয়েছে ব্রেনান?'

'হ্যাঁ, তা-ই,' বলল পিটার। বেল্টের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে

এক কদম সামনে বাড়ল।

'তা হলে জন উইলিয়ামস এ কাজ করেনি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জুলিয়া।

'তুমি কী করে জানো, ম্যা'ম?' নম্র সুরে প্রশ্ন করল মার্শাল।

'আমি জানি, কারণ...গত রাতে সে এখানেই ছিল। দোতলায় ঘুমাচ্ছিল।'

'দোতলায় থাকে নাকি ও?'

'হ্যাঁ।' জুলিয়ার চেহারাটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'যে-কেউ রাতের বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাজ সেরে আবার ঘরে ফিরতে পারে,' ঘোঁত-ঘোঁত করল বার্ট। 'তুমি কী করে জানো, ও ওর ঘরে ছিল কি না?'

বুক ভরে দম নিল জুলিয়া। 'ছিল না।'

অবাক হয়ে জুলিয়ার দিকে তাকাল জন।

নিজের বারোটা বাজাতে যাচ্ছে জুলিয়া। ও যেভাবে জনকে বাঁচানোর পরিকল্পনা করেছে, তাতে মেয়েটার নামে সারা শহরে ছি-ছি পড়ে যাবে। জানেও না সে, ক্লাইড ব্রেনানকে সত্যি খুন করেছে কি না ও। তারপরও বিরাট ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে।

জনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। 'জুলিয়া–'

'সত্যি কথাটা বলতে দাও আমাকে,' বাধা দিয়ে বলল জুলিয়া।

'চুপ। চুপ করো।'

টেবিলের নীচ থেকে ধীরে আর সাবধানে ডান হাতটা বের করল জন। সিধে হলো। আবার কথা বলার আগে দীর্ঘক্ষণ লোকগুলোকে জরিপ করে নিল। 'আমি আবারও বলছি, ক্লাইড ব্রেনানকে খুন করিনি আমি। ...ওয়ারেন্ট এনেছ?'

'ওয়ারেন্ট?' নাক সিটকাল বার্ট। 'লম্বা রাস্তা ঠেঙিয়ে কে যাবে গ্র্যাণ্ড রিভার সিটিতে ওয়ারেন্ট আনতে? বেন্ট'স ক্রসিং-এ

কোনও জাজ নেই।'

'তার মানে, আমাকে তোমরা বেআইনি ভাবে গ্রেফতার করছ।' জনের কণ্ঠ ভাবলেশশূন্য। 'না যেতে চাই যদি?'

'যেতে তোমাকে হবেই,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বার্ট।

চেহারায় ক্রুদ্ধ ভাব ফুটিয়ে সামনে কদম বাড়াল পিটার। তার মুখটা সাদা। চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়।

বাবার বন্দুক নিয়ে খেলা করা বাচ্চার মত আচরণ ওর, ভাবল জন। বুঝতে পারল, সারাটা সকাল বেশ ভাল মতই ছেলেটার ব্রেন ওয়াশ করেছে বার্ট।

'হ্যাঁ, যাবে তুমি,' কাকাতুয়ার মত বুলি আওড়াল পিটার। 'ভুলে যেয়ো না, সার্কেল ইউ-র অর্ধেক মালিকানা আমার। ক্লাইড ব্রেনান আমাদের একজন রাইডার ছিল। ভালয় ভালয় আমাদের সাথে চলো। নয়তো...'

বার্টের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে জনের। নিজেকে সামলে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

হারামজাদাটা কী চালাক! জনকে গ্রেফতার করতে পিটারকে ব্যবহার করছে সে। শয়তানটা খুব ভাল করেই জানে, সৎ-ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না জন।

পরাজয় মেনেই নিতে হলো। এ ছাড়া উপায় নেই।

'ঠিক আছে,' আশ্চর্য শান্ত শোনাল জনের কণ্ঠ। 'আমি যাচ্ছি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া। 'আমি কসম খেয়ে বলছি...' গলাটা কেঁপে গেল তার।

'জুলি, চুপ!' হাত তুলে ওকে থামতে বলল জন।

সন্তুষ্টির ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ বেরিয়ে এল বার্টের নাক দিয়ে। এক লাফে জনের সামনে এসে ঝট করে ওর হোলস্টার থেকে গোল্ডপ্লেটেড কোল্টটা তুলে নিল সে। তারপর দৃষ্টি ফেরাল

জুলিয়ার দিকে। মুখ বাঁকা করে ছুঁড়ে দিল ওটা পিটারের কাছে। 'রেখে দাও এটা। সুভেনির হিসেবে থাকবে আমার কাছে।'

'বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ,' শান্ত গলায় বলল জুলিয়া, তবে প্রতিটা শব্দে উৎসারিত হলো প্রবল ঘৃণা, 'যতদিন তুমি নিঃশ্বাস নেবে, আমাকে নিয়ে ভয়ে থাকতে হবে তোমার...'

'কোনও মহিলাকে ভয় পাই না আমি।' খ্যাক-খ্যাক করে বিশ্রী হাসল বার্ট। 'আর তোমার ক্ষেত্রে "বেশ্যা মাগী" কথাটাই বেশি মানায়।'

শরীর শক্ত হয়ে গেল জনের।

ঠিক তখনই ওর পিঠে ঠেসে ধরা হলো বন্দুকের নল।

'একদম নড়বে না,' শাসাল মার্শাল। বার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, বার্ট।'

'যার যা পরিচয়, তাকে সেভাবেই সম্বোধন করা উচিত,' বলল বার্ট, 'হ্যাঁ, যথেষ্ট বকবকানি হয়েছে। এখন ওকে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে রাখো। আফসোস, হারামজাদাকে এখনই ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলাম না। ক্লাইড ব্রেনান একজন ভাল মানুষ ছিল।'

'বার্ট,' এমন নিচু স্বরে বলল জন যে, প্রায় অস্পষ্ট শোনাল ওর কণ্ঠ। 'জুলিকে তুমি ভয় না পেলেও আমাকে ভয় পাওয়া উচিত। এখন থেকে, যদি সামান্যতম সুযোগও পাই, গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব তোমার।'

'বন্ধু, যেখানে যাচ্ছ, সেখানে খুলি উড়িয়ে দেয়ার কোনও সুযোগই পাবে না।' হাসল বার্ট। পিস্তল বের করে জনের বুকে গুঁতো মারল। তারপর এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল জন। 'আগে বাড়ো!'

বাইশ

সপ্তাহের মাঝামাঝি এখন।

দুপুরবেলা।

মিছিলটা যখন ভিতরে ঢুকল, চেয়ারে বসে থাকা লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

কালো দাড়ি। ষণ্ডা-মার্কা চেহারা। অফিসের এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছিল।

একে দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, মানবজাতির বিবর্তন বানর থেকেই।

গরিলার মত অস্বাভাবিক লম্বা পেশিবহুল হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। কাটা তামাকের মত মাথার চুল, নোংরা, এলোমেলো, ঝুঁকে আছে কপালের উপর।

শার্টের বুকে একটা তারা।

'ধরা গেল তা হলে, অ্যাঁ?' কথা তো নয়, যেন গুড়গুড় ডাকল মেঘ।

'হ্যাঁ, বোব। পাকড়াও করে এনেছি,' উল্লসিত কণ্ঠ বার্টের। 'পালিয়ে যেন না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, বুঝলে?'

হলুদ দাঁত বের করে হাসল বোব। 'এখান থেকে কেউ জ্যান্ত বেরোতে পারে না। চিন্তা কোরো না, মিস্টার। বোব কোনও দিন কোনও কয়েদিকে পালাতে দেয়নি।'

বিরাট একটা হাত বাড়িয়ে জনের শার্টের পিছনটা খামচে ধরল সে। 'বন্ধু, ক্লাইড ব্রেনানকে খুব পছন্দ করতাম আমি,' বলে সেল ডোর খুলে এমন প্রবল ধাক্কা দিল, ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল জন কারাপ্রকোষ্ঠের কাঠের দেয়ালে।

ইস্পাতের দরজা বন্ধ করে মস্ত তালা ঝুলিয়ে দিল বোব। 'একদমই ভাববে. না, মিস্টার অ্যাণ্ড্রিউ। যতদিন চাইবে, ততদিনই ফাটকে বন্দি হয়ে থাকবে ও।'

'ভেরি গুড।' পকেট হাতড়ে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করল বার্ট। ছুঁড়ে দিল বোবের দিকে।

আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল দুই ঈগলের ছাপ মারা স্বর্ণখণ্ডটি।

শূন্যেই ওটা খপ করে ধরে ফেলল বোব।

'যেদিন ওকে এখান থেকে নিয়ে যাব ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য,' বলল বার্ট, 'সেদিন এরকম আরেকটা জিনিস পাবে।'

'আমি সেই সুন্দর দিনটার অপেক্ষায় থাকলাম,' সহাস্য বক্তব্য বোবের।

মার্শাল একবার ওর দিকে তাকাল, তারপর বার্টের দিকে।

'বার্ট,' বলল সে, 'বোবকে কিন্তু বেতন দেয়া হয়।'

'চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থেকে পাহারা দেয়ার মত যথেষ্ট বেতন নিশ্চয় পায় না সে।'

অসন্তোষে বিড়বিড় করল মার্শাল।

মুখে আবছা হাসি ফুটিয়ে আইন রক্ষকের দিকে তাকাল বার্ট। 'তোমাকে কেমন যেন বিরক্ত দেখাচ্ছে, মার্শাল। ঘটনা কী? তুমি কি একটা কথা ভুলে গেছ?'

'কিছুই ভুলিনি আমি,' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল।

'উঁহুঁ, ভুলে গেছ। ভুলে গেছ যে, আমার নাম বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ। আর এ নাম ভুলে যাওয়া কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়। বিশেষ

করে, সে যদি বেন্ট'স ক্রসিং-এর পাবলিক অফিসের কর্তার দায়িত্ব পালন করে।'

চেহারায় ব্যক্তিত্ব ফোটানোর চেষ্টা করল মার্শাল। 'আমাকে ইলেকশনে জেতাতে কোনও ভূমিকা রাখোনি তুমি। রেখেছে মরিস উইলিয়ামস।'

'মরিস উইলিয়ামস এখন মৃত,' শীতল গলায় বলল বার্ট। 'আমিই এখন ফ্লেচার'স হোল-এর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কথাটা ভুলে যেয়ো না।' মার্শালের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

চাউনি সহ্য করতে না পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল মার্শাল। 'আমরা ওর উপর ঠিকঠাক নজর রাখব,' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল।

'আমি চাই,' হাসল বার্ট। 'ওর জীবনটা তোমরা নরক করে তুলবে।' হো-হো করে হেসে উঠল এবার। 'চলো, পিটার। আজকের সকালটা বেশ ভালই কাটল। এই খুশিতে এক ঢোক পান করা যাক। মার্শাল, তুমিও চলো।'

'আমার কাজ আছে,' শুকনো গলায় বলল মার্শাল।

ভুরু কোঁচকাল বার্ট। 'সত্যি, মার্শাল, দিন-দিন বড্ড অবাধ্য হয়ে উঠছ তুমি। বললাম না, সবাই মিলে পান করব?'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল মার্শাল। বার্ট আর পিটার বাইরের দিকে রওনা হয়েছে, ওদের পিছন-পিছন এগোল।

তেইশ

কারাপ্রকোষ্ঠের চারধারে চোখ বুলাল জন।

দেয়ালগুলো পুরু, গায়ে গা লাগানো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, একেকটা বারো ইঞ্চি হবে ব্যাসার্ধে, দুটো গুঁড়ির মাঝে কোনও ফাঁক-ফোকর নেই।

মাথার উপরে আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি মাপের ছোট্ট জানালা।

নিরেট চার দেয়ালের মাঝে সবেধন নীলমণি ক্ষুদ্র একটা ফাটল।

সেলের মেঝে পাথরের স্ল্যাবের, ময়লার পুরু আস্তরণ তাতে। হাতে তৈরি দরজাটা প্রকাণ্ড, দশাসই একখানা তালা ঝুলছে। চাবি ছাড়া ও-তালা কোনও ভাবেই খোলা সম্ভব নয়।

মেঝের এক কোণে ময়লা উপচে পড়া একটা বাকেট আর এক জোড়া কম্বল চোখে পড়ল জনের। আসবাব বলতে আর কিছু নেই।

পলায়ন দুঃসাধ্য।

তার উপর বার্ট ওই নরবানরটাকে কুড়ি ডলার ঘুষ দিয়েছে সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্য। এ থেকেই বোঝা যায়, জনকে সে কী পরিমাণ ভয় করে।

নিষ্ফল আক্রোশে দুপদাপ পা ফেলে পায়চারি করতে লাগল

জন সরু প্রকোষ্ঠে। নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছে ওর।

শুরু থেকেই নির্বোধের মত কিছু কাজ করেছে। সার্কেল ইউ-র মত একটা আউটফিট দখল করার চেষ্টাটা ছিল এক নম্বরের বোকামি।

দ্বিতীয় গাধামিটা করেছে টম ফোর্ডের মত আউট-লকে বিশ্বাস করে।

সব কিছু ভজকট পাকিয়ে যাওয়ার মাঝে একটাই সান্ত্বনা–জুলিয়ার মত চমৎকার একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

জনের জন্য মিথ্যা কথা বলেছে মেয়েটা, নিজের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েছে ওকে রক্ষা করার জন্য।

পায়চারি থামাল জন। জুলিয়ার কথা ভাবতেই অদ্ভুত এক উষ্ণতায়, আশ্চর্য এক ভাল লাগায় ভরে যাচ্ছে বুক।

এত কিছু যখন করেছে, তা হলে মেয়েটা যে নিস্পৃহ ভাব দেখায়, ঔদাসীন্য–এসব হয়তো সত্যি নয়, অভিনয়।

...হয়তো আশা করার দুঃসাহস দেখাতে পারে জন–

আশা?

শব্দটা যেন উপহাস করল জনকে।

জেলখানায় বন্দি, আবার আশাও করছে? যেখানে বার্ট ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?

আদৌ কি কোনও বিচার হবে ওর? নাকি বিনা বিচারেই?

...হাহ, আশা!

নিজেকে গাল দিল জন। আবার শুরু করে দিল পায়চারি।

'অ্যাই, হাঁটাহাঁটি বন্ধ করবে তোমার?' গরাদের ওপাশ থেকে ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল বোব। চেয়ারটা সেলের সামনে নিয়ে এসেছে, যাতে জন কী করছে, সব দেখতে পায়। এক হাতে ধরে রেখেছে ডাবল ব্যারেলের শটগান। বলল, 'তোমার

পায়চারির শব্দে খুব অসুবিধা হচ্ছে।'

খেঁকিয়ে উঠল জন, 'তাতে আমার কী? জাহান্নামে যাও তুমি!'

আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়ল বোব। ছোট-ছোট চোখ জোড়া আগুনের মত জ্বলছে। 'আমাকে জাহান্নামে যেতে বলে নিজের দোজখে যাওয়ার রাস্তা সুগম করলে,' গমগমে গলায় বলল। 'এখানে দাঁড়িয়ে কেউ বোবকে অসম্মানজনক কথা বলতে পারে না। বোব তাতে খুব মাইণ্ড করে, আর তাকে একটা শিক্ষা দেয়। তোমাকেও শিক্ষা দিতে হবে।'

শটগান কক করল সে। অস্ত্রটা এক হাতে ধরে–ট্রিগারের উপর আঙুল–পকেট থেকে বের করে আনল চাবি। দাঁত কেলিয়ে হাসতে হাসতে খুলল কারাপ্রকোষ্ঠের দরজা।

'আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বোকামি নিশ্চয় করবে না,' গাঁকগাঁক করে বলল বোব। 'শুধু ট্রিগার টিপে দিলেই–বুম! সেল সহ দু'টুকরো হয়ে যাবে তুমি।'

পিছনে হাতড়ে-হাতড়ে সেলের তালা বন্ধ করল গরিলা। 'এখন,' জনের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ঘোরো। ঘরের ওই কোনায় গিয়ে সুবোধ ছেলেটির মত দাঁড়াও।'

নড়ল না জন। খুব ইচ্ছা করছে নরবানরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। শটগানের নল দুটো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল।

কোনও সুযোগই নেই।

'কী হলো, কথা কানে যায় না?' হুঙ্কার ছাড়ল গরিলা। শটগান দিয়ে গুঁতো মারার ভঙ্গি করল।

কথা বলার সময় থুতু বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বোবের দাড়ি। চোখ জোড়া উন্মাদের মত চকচক করছে।

জন বুঝতে পারল, ট্রিগার টেপার জন্য নিশপিশ করছে

লোকটার হাত। কাজটা যদি সে করে, বার্টের কাছ থেকে তিরস্কারের বদলে পুরস্কার পাবার সম্ভাবনাই বেশি।

ধীরে, আড়ষ্ট শরীর নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জন। হেঁটে গেল সেলের কিনারে।

'বেশ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো এখন। একদম নড়বে না–'

প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার বেরিয়ে এল জনের মুখ থেকে।

শটগানের কুঁদো দিয়ে মারাত্মক এক গুঁতো মেরেছে হারামিটা ডান কিডনির ঠিক উপরে।

পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল ওর, ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। তার আগেই বন্দুকের দ্বিতীয় বাড়িটা খেল শরীরের অপর পাশে।

বনবন ঘুরতে শুরু করল ঘরটা জনের চারপাশে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ও মেঝেয়। চার হাত পায়ে উবু হয়ে রইল। বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছে উদ্‌গত কান্না।

'আশা করি, এ থেকে তুমি শিখলে–আমি কিছু বললে তা শুনতে হয়,' সন্তুষ্টির সুরে বলল বোব।

আবছা শুনল জন, সেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল পিছনে।

তালায় চাবি লাগানোর শব্দ ভেসে এল।

'কাজেই, সাবধান,' হুঁশিয়ার করল বোব। 'বোবকে আর কক্ষণো অসম্মান করার কথা কল্পনাও কোরো না...'

অনেকক্ষণ উবু হয়ে রইল জন। ভীষণ অসুস্থ বোধ করছে। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে নোংরা কম্বলগুলোর উপর হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ল।

ভয়ঙ্কর এ ব্যথার যেন উপশম হবে না, এখনও ঘুরছে মাথা।

অনেক সময় লাগল ধাতস্থ হতে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল জন, একবার যদি সুযোগ পায়,

এর শোধ নেবে ও। কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেবে সব।

চব্বিশ

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা ছিল জন উইলিয়ামসের জীবনের দুঃসহতম সময়।

ব্যথায় কাতরেছে ও সারাক্ষণ। শক্ত মেঝেতে দুর্গন্ধযুক্ত দুটো কম্বল পেতে শুয়ে থেকেছে। একবার শুধু বহু কষ্টে উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে বোবের ঠেলে দেয়া খাবার খেয়েছে।

খাবার বলতে কটু স্বাদের কফি, আলুভাজা আর গরুর মাংস।

খাবারটা খেয়ে ওর উপকারই হয়েছে।

রেইডের আগে, দুপুরের পর থেকে পেটে কিছু পড়েনি।

খাওয়ার পরে শরীরে একটু বল পেল জন, অসুস্থতাও যেন খানিকটা কাটল। আবার চিন্তা করার শক্তি ফিরে পেল সে। নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভাবতে লাগল।

একটা ব্যাপার নিশ্চিত—এখান থেকে পালাবে ও।

যেভাবেই হোক, ওরা ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, যদিও নিজের ভাগের গরুই চুরি করেছে ও।

মার্শাল আর জেলার—দু'জনেই বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর ইশারায় চলে।

কাজেই, জনতার হাতে ওকে তুলে দেয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

নষ্ট করার মত সময় একদমই নেই।

পালাতেই হবে ওকে।

কিন্তু কীভাবে?

কাজটা অসম্ভব।

যে এই জেলখানা বানিয়েছে, খুব মজবুত করেই তৈরি করেছে।

দেয়াল ফুটো করতে যন্ত্রপাতি আর লোকবল লাগবে।

একা একজন মানুষের পক্ষে এখান থেকে বেরোনো সম্ভব নয় কোনও মতেই–বিশেষ করে, বোব যখন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে।

নরবানরটা বার্টকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। কোলের উপর শটগান রেখে ঠায় বসে থাকে সেলের সামনে। তন্দ্রা এসে গেলে ঝিমোয়।

তবে তার ঘুম বেড়ালের মত পাতলা। জনের বুট মেঝেতে একটু ঘষা খেয়েছে কি খায়নি, ওই সামান্য শব্দেই জেগে যায় বোব, চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাক করে ধরে শটগান।

রাতটা ছাড়া-ছাড়া ঘুমে কেটে গেল জনের। মাঝে মাঝেই জেগে গেল। ভাবল, বোবকে দেখবে, নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আর সেই ফাঁকে সেলটা পরীক্ষা করে দেখবে, পুরু দেয়ালের কোথাও ফাটল বা গর্ত আছে কি না। যদিও না থাকারই কথা।

কিন্তু ওর আশায় গুড়েবালি।

কীভাবে যেন টের পেয়ে যায় বোব, জেগে গেছে জন। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা টুটে যায় তার।

'ট্রায়ালের আগ পর্যন্ত ওভাবেই বসে থাকবে বুঝি?' ঠাট্টার সুরে একবার বলল জন। 'ওরকম বসে থাকতে থাকতে তো লেজ গজিয়ে যাবে তোমার।'

ঘন দাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বোবের হলুদ দাঁতের

সারি। 'খুব বেশি দিন বসে থাকতে হবে না এখানে।'

'বিচার কবে?' জিজ্ঞেস করল জন।

'বিচার?' কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করল বোব। 'কে বলল তোমার বিচার হবে?'

আবার শুয়ে পড়ল জন।

একমাত্র ভরসার স্থল জুলিয়া–কিন্তু জুলিয়াই বা কী করতে পারবে? ও হয়তো জনের ধারে-কাছে ঘেঁষারই সুযোগ পাবে না।

হয়তো মেয়েটার উপর নজর রাখা হচ্ছে, ওর মতই অসহায় অবস্থায় রয়েছে জুলিয়া।

তা ছাড়া, জন চায়ও না, জুলিয়া ওর জন্য আর কোনও ঝুঁকি নিক।

ইতোমধ্যেই বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে সে।

পঁচিশ

ভোর হয়েছে। মাথার উপরের ছোট জানালার ফোকর দিয়ে ভেসে আসা আলোর রেখা দেখে অনুমান করল জন।

নাশতা নিয়ে হাজির হলো মার্শাল। বোবকে দিল নাশতার ট্রে। তারপর বরাবরের মত চলে গেল।

সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে ট্রেটা জনের দিকে ঠেলে দিল বোব। 'পেট পুরে খাও,' বলল ঠাট্টার সুরে। 'যতটা পারো।'

'মার্শাল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জন। 'তার সাথে আমার কথা আছে।'

'মার্শাল? ও তো নেই।' একটা টেবিল টেনে নিয়ে এল বোব। টেবিলে বসে হুমহাম নাশতা খেতে লাগল। কতদিন যেন খাবার দেখেনি চোখে। খাওয়ার ফাঁকে বলল, 'মার্শালের হঠাৎ মনে পড়েছে, শহরের বাইরে কাজ আছে তার। তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। বলেছে, সারা দিনে আর ফিরবে না। তোমার উপর কড়া নজর রাখতে বলল। সে তো আমি রাখবই। তারপর রাত নামবে। আবার কিছু পয়সা কামানোর সুযোগ পাব।'

ধীরে সুস্থে খাচ্ছে জন।

তা হলে আজই সেই দিন।

মার্শাল শহরের বাইরে চলে গেছে নিজেকে নিষ্কলুষ রাখতে।

ওকে পাহারা দিয়ে রাখবে বোব, বার্ট সন্ধ্যার পরে এসে আরও কুড়ি ডলার দেবে বাঁদরটাকে।

ব্যস, কাজ শেষ।

গলা দিয়ে খাবার নামতে চাইছে না জনের। আজ রাতে, অলৌকিক কোনও ঘটনা না ঘটলে, ফাঁসি ওর অনিবার্য।

'জানো,' বলে চলল বোব, 'জেনে সত্যি আশ্চর্য হয়েছি, এ শহরের কত লোক ক্লাইড ব্রেনানকে পছন্দ করে। জীবিত অবস্থায় এতটা জনপ্রিয় ছিল না ও। অবশ্য মরার পরেই বোঝা যায়, কে কতটা জনপ্রিয়। অনেকেই দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। ক্লাইড, কোনওই সন্দেহ নেই, বেন্ট'স ক্রসিং-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ আজকে। তোমার আসলে অন্য কাউকে মারা উচিত ছিল। তা হলে হয়তো জনতা এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠত না। মার্কেটের সমস্ত রশি যদি আজ বিক্রি হয়ে যায়, মোটেই অবাক হব না।'

চুপ করে রইল জন। বলল না কিছুই।

'জানো, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার মধ্যে অন্য রকম মজা আছে,' বকবক করেই যাচ্ছে বোব। 'বহু লোককে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছি আমি। ওরা একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করবে, আর তোমাকে ঝুলিয়ে দেবে। ফাঁসির গেরো ঠিকঠাক বাঁধা হলে ঝুলিয়ে দেবার পর আসামির ঘাড়টা ভেঙে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যুবরণ করে। তবে বিনা বিচারে যাদের ফাঁসি দেয়া হয়, তাদের মরণ এত সহজে ঘটে না। অনেক সময় ফাঁসির গেরোটা পর্যন্ত তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করে না তারা। যেন-তেন একটা ফাঁস বানায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যায় আসামি। আবার অনেক সময় ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়া হয় ফাঁসির আসামিকে। ফাঁসের রশি বাঁধা থাকে গাছের ডালে। ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিলে শূন্যে ঝুলে পড়ে আসামি। গলায় ফাঁস এঁটে তীব্র যাতনায় হাত-পা ছুঁড়তে থাকে হতভাগা লোকটা। নীল হয়ে ওঠে গায়ের চামড়া। অনেকক্ষণ সময় লাগে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে। খুবই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।' মাংসের বড় একটা টুকরো মুখে ফেলে কচরমচর চিবুতে লাগল বোব। 'আমি দেখেছি, এই প্রক্রিয়ায় দশ মিনিটও লেগে গেছে কারও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে। আর যদি সে সৌভাগ্যবান হয়, জনতা হয়তো ওর উপর টার্গেট প্র্যাকটিস করে, দ্রুত পাঠিয়ে দেয় নরকে।'

তীব্র ঘৃণা নিয়ে বোবের দিকে তাকিয়ে রইল জন। 'তা হলে ওরা আজ আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছে, তা-ই না?'

'ঝোলালে অবাক হব না,' মাংস চিবুতে চিবুতে জবাব দিল বোব।

'বোব,' বলল জন, 'তুমি কি জানো, তুমি একটা ভোঁদড়? তোমার মত নিকৃষ্ট প্রাণী জীবনে দেখিনি আমি। কেন যে তুমি

দু'পায়ের বদলে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছ না, বুঝতে পারছি না। তুমি বরং প্রার্থনা করো, যাতে ওরা আজই ঝুলিয়ে দেয় আমাকে। যদি না ঝোলায়, আর কোনও ভাবে আমি যদি মুক্তি পেয়ে যাই, প্রথম সুযোগেই তোমাকে বুটের তলে সাপ পিষে মারার মত মারব।'

খ্যাক-খ্যাক হেসে উঠল বোব। 'যতই বাজে কথা বলো, লাভ হবে না। মাথা গরম করে তোমার উপর আর চড়াও হচ্ছি না আমি। এখন তোমাকে মেরে ফেললে মিস্টার অ্যাণ্ড্রিউর সাথে বেঈমানি করা হবে। তা আমি করব না। তবে একটা কথা বলি, শোনো—ওরা যখন তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, আমিও ওদের সাথে হাত মেলাব।'

জনের দিকে পিছন ফিরে বসল সে। চেটেপুটে সাফ করতে লাগল প্লেট।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাবারটুকু পেটে চালান করল জন। খাবার খেলে শক্তি হবে শরীরে।

কেউ ওকে বিনা বাধায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না, কোনও ভাবেই না।

সিধে হলো বোব। হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিল মুখ। তারপর প্লেট আর কাপ তুলে নিল হাতে।

এমন সময় ঠাস করে খুলে গেল মার্শালের অফিসের দরজা।

ঝট করে বাসন-কোসন নামিয়ে রেখে শটগানের দিকে হাত বাড়াল বোব। হঠাৎই শরীরের পেশিতে ঢিল পড়ল তার। 'অহ, তুমি! কেমন আছ, পিটার?'

'মর্নিং, বোব। ঠিক মত আটকে রেখেছ তো ব্যাটাকে?'

'একদম।'

'গুড। রাত আসুক, তারপর ব্যাটা বুঝবে, সার্কেল ইউ-র

লোককে পিছন থেকে গুলি করে মারার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে।'

পিটারের গলা শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিল জন। সেলের দরজার সামনে এসে লোহার গরাদ চেপে ধরল মুষ্টিতে।

ক্ষীণ একটা আশা জেগে উঠেছিল মনে। কিন্তু পিটারের কথা শুনে আশার আলোটা নিভে গেল দপ করে।

ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কথা শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'আমি আর বার্ট–দু'জনেই ওর উপর যার-পর-নাই বিরক্ত,' বলল পিটার, 'সে আমাদের খামারে তার দাবি আছে বলে একটা আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদে বসে এমনিতেই অন্যায় করেছে। আর যখন আমাদের গরু চুরি করে আমাদেরই লোককে গুলি করে মেরে ফেলল, তখন ওর উপর থেকে সমস্ত সহানুভূতি চলে গেছে। ওর উপর নজর রাখার জন্য তোমাকে কত টাকা দিচ্ছে বার্ট?'

'মিস্টার অ্যাণ্ড্রিউ আমাকে কুড়ি ডলার দিয়েছে। পরে আরও বিশ ডলার দেবে বলেছে।'

'বেশ। এটা আমার তরফ থেকে।' বিশটা ডলার বাড়িয়ে ধরল পিটার। 'নাও।'

দারুণ মন খারাপ করে দরজার সামনে থেকে চলে এল জন।

খুব ভাল ভাবেই পিটারের ব্রেন ওয়াশ করেছে বার্ট।

ছেলেটা এখন তাকে সৎ-ভাই হিসেবে পরিচয় দিতেও রাজি নয়, সার্কেল ইউ-তে যে জনের ন্যায্য অধিকার রয়েছে, তাও মানছে না।

কিন্তু এর শোধ নেয়ার কোনওই সুযোগ নেই জনের।

'সে তোমার দয়া, মিস্টার উইলিয়ামস। আমি তো সব

সময়ই বলি সার্কেল ইউ-র মত চমৎকার আউটফিট দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি আমার। তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের উপর অনেক খেয়াল রাখো।'

'তা তো রাখিই।'

পিটারকে এবার দেখতে পেল জন।

বোব যে টেবিলে নাশতা খেয়েছে, তার উপর উঠে বসেছে ছেলেটা। কফিপটটা তুলে নিয়ে ঝাঁকাল। 'কফি নেই আর?'

'দুঃখিত। মাত্রই শেষ হয়ে গেল।'

'অসুবিধে নেই। তুমি একটু কষ্ট করে রাস্তার ওপাশের দোকান থেকে কফি নিয়ে আসবে আমার জন্য? আমি এখনও নাশতা করিনি। ভাবলাম, এসে একবার দেখে যাই, পাখিটা আছে, নাকি উড়ে গেছে।'

বোব ইতস্তত গলায় বলল, 'কিন্তু আমার উপর হুকুম রয়েছে...'

পিটার রায়ট গানটা তুলে নিল। হ্যামার টেনে তাক করে ধরল সেলের দিকে। 'গতকাল আমরাই ওকে ধরে এনেছি। কিছুতেই পালাতে পারবে না ও।'

'ঠিক আছে,' বলল বোব। 'তুমি ছাড়া যদি অন্য কেউ হত–আচ্ছা, আমি তিন মিনিটের মধ্যে আসছি।' কফিপটটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বোব, জনের দিকে তাকিয়ে ভিলেনের হাসি দিল পিটার। 'কি, ভাল ঘুম হয়েছিল তো রাতে?'

'ক্লাইড ব্রেনানকে খুন করিনি আমি,' সিধে হতে হতে বলল জন। 'আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, তুমি অন্তত–'

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল বোব।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল পিটার।

শটগানের হ্যামার নামাল। 'আমি জানি না, আমার কী বিশ্বাস করা উচিত,' দ্রুত গলায় বলল সে, কাঁপছে কণ্ঠ। 'আমি শুধু এটুকু জানি–আজ ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। গত রাতে বার্ট গোটা রানশে রটিয়ে দিয়েছে, তুমি কাপুরুষের মত ব্রেনানকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করেছ। সে এখন নেকটাই পার্টির জন্য লোকজন জড়ো করতে ব্যস্ত।'

'আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে তুমি খুশি হবে?' মৃদু গলায় জানতে চাইল জন।

সেলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পিটার। 'আমি তোমাকে ধরে এনেছিলাম এই সন্দেহে যে, তুমি আমাদের একজন লোককে খুন করেছ। কিন্তু আশা করেছিলাম, বিচার হবে তোমার, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে তুমি। কল্পনাই করিনি, পরদিনই ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইবে তোমাকে।'

হঠাৎ নিজের শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল পিটার। 'এই নাও,' জুলিয়ার গোল্ডপ্লেটেড কোল্টটা নিয়ে এসেছে ও। 'ছয় রাউণ্ড গুলি ভরা আছে এর মধ্যে।'

পিস্তলটা নিয়ে শার্টের ভিতরে গুঁজে রাখল জন।

শীতল ইস্পাতের স্পর্শ শান্তির পরশ বুলাল দেহে।

অবশেষে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে–গোটা শহরের বিরুদ্ধে মাত্র ছ'টা কার্তুজ। তবু সুযোগ তো বটে।

শরীরে উষ্ণতা অনুভব করল জন। 'পিটার,' বলল ও। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

ওর চোখে চোখ রাখল পিটার। 'ধন্যবাদ আমাকে দিয়ো না,' শান্ত গলায় বলল। 'মরিস উইলিয়ামসকে দাও। তুমি তার ছেলে হতে পারো, না-ও হতে পারো। কিন্তু আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। 'শুধু একটাই অনুরোধ–এখান থেকে চলে যাও। আর কখনও ফিরে এসো

না!'

'হয়তো ফিরব। হয়তো ফিরব না। কোনও রকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না তোমাকে।'

জন আর পিটার একে অন্যের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। দু'জনের চেহারাতেই বিষণ্নতার ছাপ।

তারপর বেড়ালের মত এক লাফে টেবিলের উপর উঠে পড়ল পিটার, আবার টানল শটগানের হ্যামার।

'ওয়েল,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'একটা ব্যাপার নিশ্চিত জেনো–তুমি আর সার্কেল ইউ-তে কোনও ঝামেলা পাকাতে পারবে না।'

ওর মুখ থেকে কথাগুলো মাত্র বেরিয়েছে, ঝপাং করে অফিসের দরজা খুলে গেল। মেঝেয় শোনা গেল বোবের বুটের আওয়াজ।

'সব ঠিক আছে তো?' কফিপট হাতে দেখা গেল তাকে। ধোঁয়া ওঠা পট আর একটা কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর।

'সব ঠিক আছে,' বলল পিটার। রায়ট গানের হ্যামার নামিয়ে ফিরিয়ে দিল ওটা বোবকে। 'আবার ও তোমার বন্দি।'

'বেশিক্ষণের জন্য নয়।' হাসল বোব। 'এ শহর তো এখন ভিমরুলের চাক হয়ে আছে। আর এক ঘণ্টা পর আমাদের কারোরই ওর উপর নজর রাখার দরকার পড়বে না।'

'যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল,' কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল পিটার। জিভ পোড়ানো তরল পদার্থটা এক ঢোকে শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'শোনো, বোব, যদি কখনও জেলের চাকরিটা ছেড়ে দাও, সোজা সার্কেল ইউ-তে চলে এসো। তোমার মত লোকের জন্য আমাদের দরজা সব সময় খোলা।'

'ধন্যবাদ।' হে-হে করে হাসল নরবানর। 'তবে কোনও কয়েদির উপর নজর রেখে যদি দিনে ষাট ডলার কামাই করা যায়, সেই চাকরিটাই বেশি লাভজনক নয় কি?'

ছাব্বিশ

সেলের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে জন। ধড়াস-ধড়াস করছে কলজে।

জনতাকে তা হলে সংগঠিত করা হচ্ছে!

একদমই সময় নেই হাতে।

কোনও বুদ্ধিও আসছে না মাথায়।

বোবের দিকে তাকাল জন।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা কফিপটের দিকে। 'আশ্চর্য! কফি আনতে পাঠাল আমাকে, অথচ এক কাপ কফিও ঠিক মত খেল না!'

বুক ভরে দম নিল জন। 'এক কাপ দেবে আমাকে?'

শয়তানি হাসি হাসল বোব। 'যদি না জানতাম, এক ঘণ্টার বেশি নেই তোমার আয়ু, আমার বগলের ঘামও চাটতে দিতাম না তোমাকে। কিন্তু ওরা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় যেন অভিযোগ করতে না পারো যে, এক কাপ কফি চেয়েও পাওনি, সেজন্য শুধু কাপ নয়, পুরো কফিপটটাই তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

এক হাতে শটগান ধরে রেখে আরেক হাতে কফিপট নিয়ে সেলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বোব। জনের দিকে বন্দুক তাক করে রেখে সেলের তালা খুলল। তারপর ঝুঁকে তুলে নিল পটটা। অল্প খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে সেটা এগিয়ে দিল জনের দিকে। 'এই নাও।'

পটের দিকে হাত বাড়াল জন। তারপর হঠাৎ এক হাতের তালু ঢুকিয়ে সজোরে ঠেলা মারল পটের নীচে।

ঠেলার চোটে পটের ঢাকনি খুলে গিয়ে গরম কফি চলকে পড়ল বোবের চোখে-মুখে।

হাত থেকে কফিপট ফেলে দিল লোকটা। থাবা দিয়ে ঢাকল চোখ। যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে পিছু হটল।

ওর 'অন্ধত্বের' সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করল জন। বিদ্যুদ্গতিতে ঝাঁপ দিল সেলের দরজা লক্ষ্য করে। চোখের পলকে বেরিয়ে এল কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে। শার্টের ভিতর থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তলটা।

বোবের মোটা কবজিতে পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল জন।

হাড় ভাঙার গা গোলানো শব্দের সঙ্গে শটগানটা ছিটকে পড়ল লোকটার হাত থেকে। ব্যথায় হাউমাউ করে উঠল সে। হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। কিন্তু গরম কফি চোখে ঢুকে যাওয়ায় এখনও কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না।

পিস্তলের কাছে তার হাত পৌঁছানোর আগেই নিজের অস্ত্রটা আবার উঁচু করে ধরল জন। সবেগে নামিয়ে আনল ঘন চুলে ঢাকা বোবের খুলির উপর।

পিস্তল বের করার আর সুযোগ হলো না বোবের। বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। নাক দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

চার হাত-পা ছড়িয়ে মেঝের উপর ব্যাঙের মত উপুড় হয়ে পড়ল বোব। একদম ঠাণ্ডা।

হাঁপাচ্ছে জন। উত্তেজনায় অল্প-অল্প কাঁপছে। ঝুঁকল সে। বোবের গানবেল্ট খুলে নিল কোমর থেকে। বেল্ট থেকে খুলে নিয়ে ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজল কোল্ট পিস্তলটা। তারপর বেল্টটা কোমরে জড়িয়ে সোনালি পিস্তলটা সেঁধিয়ে দিল হোলস্টারে।

এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে বোব, বেঁচে আছে। তবে যে মারটা খেয়েছে, সুস্থ হতে বহু দিন লাগবে ব্যাটার।

খুশি মনে অফিসের দরজার দিকে পা বাড়াল জন। ফ্রন্ট ডোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল।

কাছেই একটা হিচর‍্যাক চোখে পড়ল। তাতে স্যাডল সহ দুটো ঘোড়া বাঁধা।

এর মধ্যে একটা সরেল। পাছায় সার্কেল ইউ-র ছাপ।

ভাবল জন, পিটারই হয়তো ওর জন্য রেখে গেছে ঘোড়াটা।

জলদি ভাগতে হবে এখন। তবে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

দরজাটা হাট করে খুলল ও। নেমে এল সাইডওঅকে।

কয়েক কদম পরেই হিচর‍্যাক।

আলাদা করে বাঁধা লাগাম। সহজেই খুলে নিল জন। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসা পর্যন্ত পুরো কাজটা করল ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে, যদিও রাস্তার মাথায় বিশ-তিরিশজন লোকের একটা জটলা লক্ষ করছে।

জোরে-জোরে কথা বলছে লোকগুলো। মন্থর গতিতে হেঁটে আসছে মার্শালের অফিসের দিকে।

একজনের হাতে কুণ্ডলী পাকানো রশি।

অবশ্য একদিক থেকে ওর পলায়ন সহজই করে দিয়েছে

লোকগুলো। রাস্তা প্রায় ফাঁকা।

স্যাডলে উঠে বসল জন। সরেলটার মুখ ঘুরিয়ে নিল রাস্তার দিকে। তারপর স্পার দিয়ে গুঁতো মারল ঘোড়ার পেটে।

এমন সময় ওকে দেখে ফেলল ওরা। সরেল দৌড় শুরু করেছে, সমবেত জনতার মাঝ থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরি, ওই দেখো, কে যায়!'

আরেকজন গলা ফাটল, 'ওটা তো জন! পালাচ্ছে ব্যাটা!'

রাস্তা ধরে তীর বেগে ছুটে সরেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনটা দেখে নেয়ার ঝুঁকি নিয়ে ফেলল জন।

পিছনের লোকগুলো ঘোড়ার জন্য ছোটাছুটি করছে।

বন্দুক নিয়েও এসেছে কেউ-কেউ।

ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হলো জন। লাগাম দিয়ে জোরে বাড়ি মারল জানোয়ারটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল। ওর মাথার উপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট।

রাস্তার মাথায় চলে এসেছে জন, সরেলটাকে চট করে তির্যক ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিল দালানকোঠার আড়ালে।

উন্মত্ত জনতা আর ওর মাঝখানে এখন প্রাচীর সৃষ্টি করেছে কয়েকটা দালান।

অবশ্য একটু পরেই ঘর-বাড়ির আড়াল থেকে আবার খোলা রাস্তায় উঠে এল ঘোড়াটা।

পিছন ফিরে দেখল জন, জনতা এবার ঘোড়ায় চেপে ধাওয়া শুরু করেছে। খুব একটা দূরে সরতে পারেনি ওদের কাছ থেকে। এখন ওর বাঁচা-মরা সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে সরেলের গতি আর শক্তির উপর।

সাতাশ

জন এখন নিশ্চিত, পিটারই ঘোড়াটা ওখানে রেখে গিয়েছিল।

নইলে ভাগ্য ওকে এতটা সহায়তা করত না।

ওর আর ধাওয়াকারীদের মাঝে দূরত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাঝে মাঝেই ওরা জনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। যদিও সেগুলো ওর ধারে-কাছেও পৌঁছাচ্ছে না।

চলন্ত অবস্থায় গুলি ছুঁড়ে অভ্যস্ত নয় ওদের কেউই।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সরেলটা যখন জনকে সিক্সগানের আওতার বাইরে নিয়ে এল, ঘোড়া থামিয়ে গুলি করার বুদ্ধিটা এল কারও মাথায়।

সাঁ করে একটা বুলেট চলে গেল জনের মাথার পাশ দিয়ে।

পিছন ফিরে তাকাল জন।

দুই ধাওয়াকারী ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। হাঁটু ভাঁজ করে ওকে টার্গেট করার চেষ্টা করছে কারবাইন দিয়ে।

ঝট করে সরেলটাকে ঘুরিয়ে নিল জন। তারপর এঁকেবেঁকে দৌড় করাতে লাগল। এতে দৌড়ের গতি কমে এলেও রক্ষা পেল গুলির কবল থেকে। বুলেটগুলো ছুটে এলেও মিস করল টার্গেট।

পাহাড়ে যেতে হবে ওকে। ঢুকতে হবে ব্যাডল্যাণ্ডসে।

এ ছাড়া লোকগুলোকে খসানোর কোনও রাস্তা নেই।

জনের স্যাডলে কোনও কারবাইন নেই। একটা মাত্র সিক্সগান দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না সে।

তীরগতিতে ছুটছে সরেল।

জনতা এখনও পিছু ছাড়েনি। তবে পিছিয়ে পড়ছে ক্রমেই।

নীলচে পর্বতমালা ফুটে উঠল জনের সামনে।

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল সরেল।

পাইন বনের একটা খাড়া ঢাল বেছে নিল ও কভারের জন্য। এখানে এসে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল ও, দম নেয়ার সুযোগ দিল। তারপর সোনালি পিস্তলটা বের করে পর-পর তিন রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করল অনুসরণকারীদের লক্ষ্য করে। লোকগুলোকে হত্যা করার কোনও ইচ্ছা নেই জনের, স্রেফ ভয় দেখাতে চাইছে, যাতে ওদের গতি মন্থর হয়ে আসে।

ওর ছোঁড়া গুলি লেগেছে একটা ঘোড়ার গায়ে।

লাফ মেরে উঠে সওয়ারিকে পিঠ থেকে ফেলে দিল জানোয়ারটা।

ধাওয়াকারীরা কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ল। লাগাম টেনে দাঁড় করাল যার-যার ঘোড়া।

গুলিবিদ্ধ ঘোড়াটা পাগলের মত লাফালাফি করছে।

সামনে আর এগোতে পারছে না ওরা।

সুযোগটা কাজে লাগাল জন। সরেলের পেটে জোর গুঁতো দিল।

ঢাল বেয়ে এগোতে লাগল প্রাণীটা।

চুড়োয় উঠে বেদম হাঁপাতে লাগল ঘোড়া।

কিন্তু ওটাকে কোনও দয়া দেখাল না জন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে এবার। লক্ষ্য: নীচের একটা পাথুরে ড্র। ওটা চেনে সে। গোটা ফ্লেচার'স হোলই এখন ওর হাতের তালুর মত চেনা হয়ে গেছে।

ওই ড্র ধরে এগিয়ে গেলে এবড়োখেবড়ো জমিনে পৌঁছবে।

জায়গাটা লোকচক্ষুর অন্তরালে।

ওর বিরুদ্ধে চিরুনি-অভিযান চালানোর সম্ভাবনা কম। গ্রে হাউণ্ড যেমন কয়োটির পিছনে লেগে থাকে, ওর পিছে তেমনি ওরা লেগে থাকবে বলে মনে করে না জন। কারণ, অত্যন্ত দুর্গম এ এলাকার প্রতিটি বাঁক আর মোড়ে চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হওয়ার ভয় রয়েছে অনুসরণকারীদের। এত বড় ঝুঁকির মধ্যে ওরা যাবে না বলেই ধারণা জনের।

লোকগুলো এখনও ওর পিছে-পিছে আসছে রিজ ধরে।

তাদের হই-হট্টগোল শুনতে পাচ্ছে জন। ও এখন ঝোপঝাড় মাড়িয়ে যাচ্ছে।

ঝোপগুলো ওর পিছনে মোটা একটা পর্দা তৈরি করছে। মুখে বাড়ি মারছে ডালপালা, কাঁটাঝোপ থাবা দিচ্ছে গালে।

একটা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে জন। চামড়ায় কাঁটার আঁচড় আর ডালের গুঁতো খেয়েই ছুটতে হচ্ছে ওকে।

একটা সময় বুঝতে পারল, অনুসরণকারীদের আর ওকে দেখে ফেলার ভয় নেই।

ক্ষুদ্রাকৃতির একটা ড্রতে মোড় নিল ও।

ক্লান্ত সরেল এগিয়ে চলল, পাথরের উপর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

বাঁক নিল জন। অসংখ্য ড্র আর গিরিখাতের গোলকধাঁধার মাঝ দিয়ে চলে ঢুকে পড়ল সরু এক ক্যানিয়নে।

এই ক্যানিয়ন ওকে পৌঁছে দেবে নদীর ধারের প্রকৃত ব্যাডল্যাণ্ডসের কাছে।

ওখানে গিয়ে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াতে পারবে ও।

ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে। ফুলে-ফুলে উঠছে নাকের পাটা।

সরেলের পিঠ থেকে নেমে পড়ল জন। একটা পাথরের

সঙ্গে লাগাম বেঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল ক্যানিয়নের গা বেয়ে। খানিকটা এগিয়ে খাড়া করল কান।

নাহ্, ধাওয়াকারীদের কোনও সাড়াশব্দ নেই।

তবে ও জানে, বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়।

সে জনের খোঁজে প্রত্যেকটা লোককে লেলিয়ে দেবে।

পাগলা নেকড়ের পিছনে শিকারির ধাওয়া করার মত গোটা এলাকা চষে বেড়াবে ওরা।

টম ফোর্ডের কাছে যাওয়া ছাড়া এ মুহূর্তে অন্য কোনও রাস্তা নেই!

আটাশ

ফোর্ডের এলাকায় চলে এসেছে জন উইলিয়ামস। ঘোড়া চালাচ্ছে ধীর গতিতে। সতর্ক ভঙ্গি। চেহারা চিন্তিত।

ফোর্ডের কাছ থেকে সে লাল গালিচা সংবর্ধনা আশা করছে না। বিশেষ করে, যে মানুষটি ক্লাইড ব্রেনানকে হত্যা করে ওকে ডাবল-ক্রস করেছে, তার কাছ থেকে তো উষ্ণ অভ্যর্থনার চিন্তাই করা যায় না।

ফোর্ডের রানশে পৌঁছে গেল ও কোনও বাধা ছাড়াই।

সমতল ভূমিতে ঘাস খাচ্ছে গবাদি পশুর দল।

এ গরুগুলো একসময় সার্কেল ইউ-র ছিল। কিন্তু এখন ডাবল ডায়মণ্ড ব্র্যাণ্ড বহন করছে শরীরে। খুরের উপর হিরের ছাপের দাগ এখনও শুকোয়নি। দগদগ করছে ঘা।

ওরা ওকে আসতে দেখল।

লম্বা কাঠের লগ বিল্ডিং-এর সামনে এসে থামল জন। নামল। ফোর্ডকে দেখল—দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

পিছনে জনাকয়েক লোক।

'কী খবর, জন?' তালঢ্যাঙা রাসলার জিজ্ঞেস করল। 'এখানে কী মনে করে?'

'তোমার সাথে কথা আছে,' জবাব দিল জন। 'আমার ঘোড়াটাকে একটু দানাপানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো।'

'ম্যাক,' ডাকল ফোর্ড। মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করতেই এক লোক এগিয়ে এসে সরেলটার লাগাম ধরে টেনে নিয়ে গেল কোরালের দিকে।

জনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ফোর্ড। 'অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেছ মনে হচ্ছে।'

'আসতে হয়েছে। বেন্ট'স ক্রসিং-এর জেল ভেঙে পালিয়েছি।'

শরীর শক্ত হয়ে গেল ফোর্ডের। 'কী করেছ?'

'কিছুই না।'

ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়ার জন্য একপাশে সরে দাঁড়াল ফোর্ড। তারপর পিছন-পিছন এগোল।

ওর লোকেরা ঠায় তাকিয়ে আছে জনের দিকে।

'ধারণা করছি,' ধীরে বলল জন, 'সার্কেল ইউ-র লোকটাকে সেরাতে তোমরা ছেড়ে দেয়ার পরে কেউ ওকে হত্যা করেছে। পিছন থেকে গুলি। রেঞ্জের ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল লাশ, যাতে সহজেই চোখে পড়ে। ওই খুনের দায় আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করেছিল মার্শাল। শহরের কিছু লোক মিলে ফাঁসিতে ঝোলাবার মতলব করছিল আমাকে। তার আগেই জেল ভেঙে পালিয়েছি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, আমাদেরই কেউ গুলি করেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টম।

'তা-ই বললাম নাকি?' ধমকে উঠল জন। 'চুপচাপ বসে আছি স্যালুনে, এমন সময় সেখানে ঢুকল বার্ট আর মার্শাল।'

'আই সি।' একটা টেবিলে গিয়ে বসল ফোর্ড। মদের একটা বোতলের ছিপি খুলল। 'এখানে এসে বসো। পান করতে করতে কথা বলি।'

ফোর্ডের মুখোমুখি বসল জন, তবে টেবিলের নীচে পা রাখল না। বসেছে দেয়ালের দিকে পিঠ করে।

ফোর্ড ওর দিকে বোতলটা ঠেলে দিল।

ঢকঢক করে মদ গিলল জন।

ভয়ানক পরিশ্রান্ত সে। তরলটা ওর ক্লান্তি কিছুটা হলেও লাঘব করল।

ফোর্ড গ্লাসে মদ ঢেলে দিতে চাইলে মাথা নেড়ে মানা করল জন। আর খাবে না।

'ঠিক আছে,' কিছুক্ষণ বিরতির পর বলল ফোর্ড। 'সত্যি কথাটাই বলি। আমিই জোকে পাঠিয়েছিলাম ওই লোকের মুখটা চিরতরে বন্ধ করে দিতে।' শীতল চোখের চাউনি স্থির হয়ে আছে জনের চোখে। 'জো যখন লোকটার নাগাল পায়, ততক্ষণে সে সার্কেল ইউ-র এলাকায় ঢুকে পড়েছে। তখন আর ওকে লুকিয়ে ফেলার সময় ছিল না।'

'আমি কিন্তু এটা একদমই চাইনি,' কর্কশ শোনাল জনের গলা।

ফোর্ড দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করে বাতাস টানল। 'জন, একটা ব্যাপার আমাদের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। প্রস্তাবটা তুমিই এনেছিলে, প্ল্যান-প্রোগ্রামও সব তোমার, আর পরিকল্পনা মাফিক ভাল কাজও দেখিয়েছ। কিন্তু গরুর পাল

কীভাবে খেদিয়ে আনতে হয়, সে ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না, একদম অ্যামেচার। আর আমি একজন প্রফেশনাল। নিজের কাজ বুঝি। আমার কাজের মূল নীতি হচ্ছেঃ অপারেশনের সামান্যতম তথ্যও যেন বাইরের কেউ না জানে। সেরাতে আমি তোমার সাথে সংঘর্ষে জড়াতে চাইনি, কারণ তোমাকে আমি পছন্দ করি। তুমি চমৎকার একজন মানুষ। ওই ব্যাটা ছাড়া পেলে সব কথা চাউর করে দিত। এ ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। সেজন্য ওর মুখ বন্ধ করতে হয়েছে। এ ব্যবসায় দয়া-মায়া দেখিয়েছ কি মরেছ।'

চুপ করে রইল জন।

'তুমি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছ,' আবার বলল ফোর্ড। 'সেদিন যদি আমাকে আমার মত কাজ করতে দিতে, তা হলে তোমার এ দশা হত না।' ড্রিঙ্ক ঢেলে নিল সে। 'পরের বার আমার উপরে একটু আস্থা রেখো।'

'সেই সময় আর কখনও আসবে না,' বলল জন।

শিরদাঁড়া টান-টান হয়ে গেল ফোর্ডের। 'মানে?'

'মানে হলো, আমার যা দরকার, তা পেয়ে গেছি।'

ফোর্ডের ভুরু কুঞ্চিত হলো। 'আমার পাইপলাইন কিন্তু এখনও পূর্ণ হয়নি। আরও দুই-তিন শ' গরু খুব সহজেই নিয়ে আসতে পারব।'

'সংঘর্ষ ছাড়া ওগুলো তুমি আর আনতে পারবে না,' বলল জন। 'ফ্লেচার'স হোল এখন বোলতার বাসায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটা গরুর জন্য রক্তাক্ত মূল্য দিতে হবে তোমাকে। অথবা রক্ত ঝরবে অন্য কারও।'

এক মুহূর্ত নীরব রইল ফোর্ড। 'তুমি তা হলে বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর সাথে আর যুদ্ধ করতে চাইছ না?' বলল সে অবশেষে। 'ভয় পেয়েছ?'

'শোনো,' ঝাঁঝিয়ে উঠল জন। 'আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম, কারণ অধিকারবলে সার্কেল ইউ-র এক-তৃতীয়াংশের মালিক আমি। আমার ভাগের জিনিস নিয়ে আসার জন্য তোমাকে ভাড়া করেছিলাম। একে আমি চুরি বলব না। কাজটা ভুল ছিল, তাও বলব না। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যখন কাউকে পিছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়, কিংবা শুয়োরের মত জবাই করার কথা ওঠে–'

'তখন তোমার মনটা নরম হয়ে যায়,' ওর কথা শেষ করে দিল ফোর্ড।

'তখন আমি ঘটনার রাশ টেনে ধরি,' মসৃণ গলায় বলল জন। 'কাজেই, এখন আমাদের থামতে হবে। আর কেউ খুন হয়ে যাওয়ার আগেই।'

'আমার ছেলেরা ডরপোক নয়।'

কান দিল না জন। 'এ পর্যন্ত ভাগ্য আমাকে সহায়তা করেছে। তিন শ' গরু, দামও ভাল–তিন হাজার ডলার। আর ব্রেনান ছাড়া কেউ হতাহতও হয়নি। ব্রেনানের মৃত্যুর জন্যও আমি দায়ী নই। চেয়েছিলাম, কিছু টাকা জোগাড় করে আদালতে মামলা লড়ব, আর আমার ভাগের অংশটা পেয়ে যাব। তখন কেউ আর সেটা কেড়ে নিতে পারত না। কিন্তু তুমি আমার সে সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছ। তুমি এর মধ্যে খুনখারাবি ঢুকিয়েছ, যার কারণে আমি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কাউকে মুখ দেখানোর জো নেই। আদালতে মামলা করা দূরে থাক। কাজেই, অপারেশন এখানেই খতম।'

দীর্ঘক্ষণ জনের দিকে তাকিয়ে থাকল ফোর্ড। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, তুমি যা বলো। তা, কী করবে এখন?'

স্বস্তি অনুভব করল জন। ও ভাবেইনি, এত সহজে রাজি হয়ে যাবে ফোর্ড।

'ভাবিনি এখনও,' বলল ও।

'চাইলে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারো,' প্রস্তাব দিল ফোর্ড। 'এদিকে, দক্ষিণে একটা বেসিন আছে। ওখানে ঢুঁ দেয়ার ইচ্ছা ছিল। অপারেশন চালানোর এখনই উপযুক্ত সময়।'

'না, ধন্যবাদ।' ঠোঁট কামড়াল জন। 'তুমি তো বললেই, আমি একজন অ্যামেচার। তা-ই থাকতে চাই।'

'তা হলে কী করবে?' পালিয়ে বেড়াবে এভাবে? তোমার ভাগের অঙ্ক অ্যাণ্ড্রিউকে ভোগ করতে দেবে?'

সিধে হলো জন। 'না, তাও করব না,' ওর কণ্ঠ কর্কশ আর তিক্ত। 'অ্যাণ্ড্রিউর সাথে আমার লড়াই এখনও শেষ হয়নি। ওর কাছে আমার একটা পাওনা আছে। ওই দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত লড়াইয়ের অবসান হবেও না। অ্যাণ্ড্রিউ আমাকে যে নরকযন্ত্রণা দিয়েছে, ওকে তার কয়েক গুণ বেশি যন্ত্রণা না দিয়ে রেঞ্জ ছাড়ছি না আমি।'

'কাজটা কি তুমি একা করবে?'

'হ্যাঁ। একা,' জনের কণ্ঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

কিছু জিনিসপত্র দরকার ছিল জনের। ফোর্ডের কাছ থেকে পেয়ে গেল সব। খাবার। সিক্সগানের জন্য অতিরিক্ত কার্তুজ। শেল আর খাপ সহ একটা কারবাইন। কম্বল। লোকটাকে বেশ বন্ধুবৎসল মনে হচ্ছে।

'তোমাকে তো বললামই,' জনকে বলল ফোর্ড, 'আমি একজন বিজনেসম্যান। তোমার ভাগের টাকাটা যখনই আমার হাতে চলে আসবে, জানিয়ে দেব তোমাকে।' সার্কেল ইউ রেঞ্জের পিছনে, পাহাড়ের মধ্যে একটা গাছের ফোকরকে ওরা পোস্ট অফিস হিসেবে ব্যবহার করবে। 'এর মধ্যে যদি আর

কিছুর দরকার হয়, জানিয়ো আমাকে।'

'জানাব।'

ঊনত্রিশ

ফোর্ডের আউটফিট আর তার কাছ থেকে দূরে সরে পড়তে পারছে বলে মনে মনে খুশি জন। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর থেকে নিজেকে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা লাগছিল। পরিস্থিতিই হয়তো এরকম অনুভূতির জন্য দায়ী।

ভাবল জন, মরিস উইলিয়ামস যদি আর ক'টা দিন বেঁচে থাকত, কিংবা আরও আগেই ও যদি সার্কেল ইউ-তে চলে আসতে পারত, তা হলে ঘটনা নিশ্চয় অন্য রকম হত।

মারামারি, খুনখারাবি, আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো–এসব কিছুই ঘটত না।

শুধু যদি সময়টা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করত!

কিন্তু ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতে পারেনি ও। এখন পরিকল্পনা মাফিক কাজ সারতে হবে।

তিন শ' গরু বিক্রির অর্ধেক টাকা কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবে হাতে। তার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে কয়েকটা দিন।

গরুর গায়ে বসানো নতুন ছাপের ঘা শুকাতেও তো সময় লাগবে।

টাকাটা নিতে বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করবে না

জন।

ওটা তো আসলে ওরই ন্যায্য হিস্যার অর্থ। যদিও ওই স্বল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে নিউ মেক্সিকোতে জমি কেনা সম্ভব হবে না।

দুই সপ্তাহ...এক মাস–টাকাটা হাতে পেতে যদ্দিন লাগছে, তদ্দিন এখানেই অপেক্ষা করবে জন। সময়টা কাজে লাগাবে বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর জীবন নরক করে ছাড়তে।

টাকাটা হাতে পাবার পর...

এখান থেকে চলে যাবে সে। দক্ষিণ আমেরিকাতে যেতে পারে। ওখানে নতুন ভাবে শুরু করবে সব কিছু।

কিংবা অচেনা-অজানা কোনও জায়গায়।

তবে, তিক্ত মন নিয়ে ভাবল জন, যেতে হবে ওকে একা। স্বপ্ন দেখত, ফ্লেচার'স হোল ছেড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গী হয়েছে জুলিয়া।

কিন্তু সে স্বপ্ন এখন ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে।

জুলিয়া যদি ওর কাছে আসেও, ওকে সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করার অধিকার নেই জনের, 'ভালবাসি' কথাটা বলার অধিকারও হারিয়েছে। কারণ, জন এখন আউট-ল আর অ্যাণ্ড্রিউ কোনও ভাবেই চাইবে না, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাক সে।

হয়তো সেটা হতেও দেবে না।

এসব কথা শুকনো এক ঝর্নার ধারে ছোটখাট এক গুহায় শুয়ে ভাবছিল জন

এখন থেকে ভাবনা-চিন্তার প্রচুর সময় পাচ্ছে ও করার মত কাজ তো তেমন কিছু নেই।

গোপন এই আস্তানা থেকে সহসা কোথাও যাচ্ছে না ও। জন জানে, অ্যাণ্ড্রিউ ওর খোঁজে দুনিয়া চষে ফেলছে। দক্ষ লোকজন লাগিয়ে দিয়েছে অনুসন্ধানে।

লাভ নেই।

তল্লাশি করে জনের টিকিটিরও সন্ধান পাবে না ওরা। হতোদ্যম ও হয়রান হয়ে পড়বে। ভাববে, ফ্লেচার'স হোল ছেড়ে চলে গেছে ও।

তারপর আস্তে-ধীরে সব কিছুই যখন স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করবে, ঠিক তখনই আঘাত হানবে জন উইলিয়ামস।

ত্রিশ

এক সপ্তাহ চলে গেছে।

এই সাতটা দিন গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছে জন, মানুষ শিকারের উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছে। ওকে আর কেউ খুঁজছে না।

আবার বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় হলো!

ওর প্রথম পদক্ষেপটা হলো তুলনামূলক কম ক্ষতিকর। সার্কেল ইউ-র একটা লাইন ক্যাম্পের উপর নজর রাখছিল ও। দুই কাউহ্যাণ্ড ওখানে টহল দেয়।

একদিন কোথায় যেন গেল ওরা।

বোধ হয় ডিউটি ছিল না।

সুযোগটা কাজে লাগাল জন। লাইন ক্যাম্পে ঢুকল সে, প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করল, তারপর মেঝেতে

ঢেলে দিল এক বোতল কেরোসিন। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিল তরল দাহ্য পদার্থটার উপরে।

সঙ্গে সঙ্গে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। নিমিষে গোটা ক্যাম্প গ্রাস করল আগুনের লেলিহান শিখা।

ক্যাম্পটা ছিল সার্কেল ইউ-র উত্তরে।

পরদিন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উপবৃত্তাকারে পথ চলতে লাগল জন।

রানশের দক্ষিণে পৌঁছাতে-পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল।

এই অংশটা খড় রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। শীতে গরুগুলোর যাতে খাদ্যের অভাব না হয়, সেজন্য আগেই বিপুল পরিমাণে খড় কেটে, শুকিয়ে বড়-বড় গাদা করে জমিয়ে রাখা হয়েছে এখানে।

খড়ের গাদাগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিল জন।

সর্বগ্রাসী শিখা গাদার খড় শেষ করে জনশূন্য ভবনগুলোতেও প্রবেশ করল।

একজন কাউম্যান হিসেবে কাজটা করতে খারাপই লাগছিল। চমৎকার গাদাগুলো যখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দৃশ্যটা মর্মপীড়া দিলেও গোটা শীতের রসদ এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কী রকম জ্বলবে বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ, ভেবে আমোদ পেল জন।

গাঁটের পয়সা খরচ করে ওদেরকে আবার রসদ কিনতে হবে।

জন নিশ্চিত, পোড়া খড়ের গাদার দৃশ্য বার্টকে শারীরিক আঘাতের মতই আহত করবে।

হয়তো বন্দুকবাজ ভাড়া করে আনবে সে।

পরোয়া নেই জনের। একাকী কাজ করছে ও, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে।

এরকম লোকের সঙ্গে গোটা একটা দল নিয়েও পেরে ওঠা মুশকিল।

জনের ইচ্ছা, একটু-একটু করে গোটা সার্কেল ইউ-টাই পুড়িয়ে ফেলবে। পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

আগুনের লকলকে জিভের মৃত্যুচুম্বন থেকে কোনও কিছুর রেহাই নেই।

তবে গরুগুলো পোড়াতে চায় না ও।

আর জমিন তো আগুনে পোড়ে না।

এমন একটা রাত গেল না, যে রাতে সার্কেল ইউ-র কোথাও-না-কোথাও আঁধার অকস্মাৎ আলোকিত হয়ে উঠল না কমলা রঙের অগ্নিশিখায়...

যে ধ্বংসযজ্ঞ ও শুরু করেছে, অচিরেই তার ফল দেখতে পেল জন।

পাহাড় ছেয়ে গেল রাইডারে। আবার মানুষ শিকারে হন্যে হয়ে উঠল লোকগুলো।

বিচলিত হলো না জন।

ওর আত্মপ্রসাদ এই যে, লোকগুলোর পিছনে পানির মত টাকা খরচ হচ্ছে বার্টের।

এটাই চায় ও...বার্টকে ও সর্বস্বান্ত করে দেবে।

বার্টের ভাড়া করা বন্দুকবাজদের নিশানার আওতায় বার দুই পড়ে গিয়েছিল জন।

প্রথমবার জ্বলন্ত এক লাইন ক্যাম্পের ধারে অসাবধানে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশের পটভূমে ফুটে উঠেছিল ওর শারীরিক কাঠামো। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্ধকারে গর্জে উঠল একটা বন্দুক।

বুলেট জনের বাম পায়ের চ্যাপসের ডানা দু'টুকরো করে দিয়ে চলে গেল।

আরেকবার একটা ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে ছিল। সরেলটার নাক ঝাড়ার শব্দে জেগে গেল ও

মোক্ষম সময়েই ভেঙেছিল ঘুমটা।

দেখে, এগিয়ে আসছে দুই ঘোড়সওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে দে ছুট।

রাইডার দু'জন ধাওয়া করেও ধরতে পারেনি ওকে।

অল্পের জন্য ঘোড়াটার গায়ে লাগেনি ওদের ছোঁড়া গুলি, পশ্চাদ্দেশ ঘেঁষে চলে গেছে। এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ ভিতরে লাগলেই সাবাড় হয়ে যেত কম্ম।

আহত ঘোড়া সহ মাটিতে আছড়ে পড়ত জন, আর ওরা এসে গুলি করে উড়িয়ে দিত খুলি।

ভাগ্যিস, গুহার গোপন আস্তানার সন্ধান এখনও কেউ পায়নি।

নীরস, ক্লান্তিকর জীবন যাপন করছে জন। টিকে আছে কেবল প্রবল ঘৃণা পুঁজি করে। যে ঘৃণা শরীরের প্রতিটা রোমকূপ থেকে উৎসারিত হয় বার্টের প্রতি।

নিজের হিস্যা যদি ভোগ না-ই করতে পারে, বার্টকেও ভোগ করতে দেবে না। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে সব।

টম ফোর্ড তার কথা রেখেছে দেখে খুশি জন। সে আর তার লোকজন সার্কেল ইউ-র ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি। ওদেরকে নিয়ে দুশ্চিন্তায়ই ছিল জন।

একত্রিশ

এক বিকেলে গুহায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিল জন। এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছে কারবাইন। ঘুমের মধ্যে অস্থির ভাবে নড়াচড়া করছে।

হতাশার একটা রাত গেছে কালকে।

এর আগের টার্গেটগুলোতে সহজে আঘাত হানতে পারলেও কাল রাতে তা পারেনি।

আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে বার্টের লোকজন।

ওদের জাল ভেদ করে হয়তো অনুপ্রবেশ করতে পারত। কিন্তু তাতে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য।

রক্তপাত চায়নি বলেই হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এসেছে ও।

এখন–কী কারণে, জানে না–ঘুমটা ভেঙে গেল জনের।

চকিতে উঠে বসল ও, সতর্ক, কার বা কীসের প্রতি লক্ষ্যস্থির করবে, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই কারবাইনটা তুলে নিল হাতে।

এক মুহূর্ত কোনও শব্দ শুনতে পেল না জন, শুধু নিজের হৃৎস্পন্দন ছাড়া।

কানের মধ্যে যেন রক্তের স্রোত আছড়ে পড়ছে। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে।

কারবাইনটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে, শব্দটা শুনতে পেল ও।

শুকনো ঝর্নার নীচ থেকে আসছে: ঘোড়ার খুরের খট-খট পাথরের উপর।

ঠোঁট কামড়ে ধরল জন। কারবাইনটা উপরের দিকে তুলল।

এরা যদি বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর লোক হয়, আর ওর খোঁজ পেয়ে যায়, ভালই ফাঁদে পড়ে যাবে ও। আত্মরক্ষার জন্য গুলি করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

হয় ওরা মরবে, না হয় সে।

হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখে চলে এল জন। সাবধানে উঁকি মারল।

ঝোপের ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা হ্যাটের চূড়া দেখা যাচ্ছে শুধু। হ্যাটটা একবার উঁচু হচ্ছে, আবার নিচু হচ্ছে।

একটাই হ্যাট–তবে ওই লোকের পিছনে আরও রাইডার থাকতে পারে।

সরেলটাকে কাছেপিঠেই রেখেছে জন। তবে ওটার পিঠে স্যাডল পরানো নেই। এমনিতে পরিয়েই রাখে স্যাডল, তবে সারাক্ষণ স্যাডল পরানো থাকলে ঘামে ভেজা কম্বলের কারণে ঘা হয়ে যেতে পারে ঘোড়ার পিঠে। তাই প্রয়োজন না পড়লে প্রত্যেক দিন স্যাডলমুক্ত অবস্থায় ঘোড়াটাকে বাতাসের পরশ পাবার সুযোগ দেয় জন।

ও যতক্ষণে হামাগুড়ি দিয়ে প্রাণীটার কাছে পৌঁছাবে, স্যাডল চাপাবে, তার আগেই রাইডাররা হামলা চালিয়ে বসতে পারে।

নাহ, অপেক্ষা করবে জন।

দেখা যাক, কী হয়।

প্রয়োজনে ফাইট দেবে।

এগিয়ে আসছে হ্যাট পরা ঘোড়সওয়ার।

জন অনুমান করল, ঝোপের দেয়াল পেরিয়ে ঝর্নাটার পাথুরে তলা ধরে প্রশস্ত খালি জায়গাটায় উঠে আসবে রাইডার। সেদিকে কারবাইন স্থির করল ও, ট্রিগারে আঙুল।

যেখানটায় অনুমান করেছিল জন, ঠিক সেই জায়গার কাছাকাছি ঝিলিক দিল হ্যাটধারীর হ্যাট।

লোকটার জ্যাকেট দেখতে পাচ্ছে জন, ঝোপের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক দেখতে পেল বাহনটার গায়ের চামড়া।

একটা ক্লেব্যাঙ্ক ঘোড়া।

দুই সেকেণ্ড আর...এখনই খোলা জায়গাটায় চলে আসবে সওয়ারি, চেহারা দেখাবে...

এক সেকেণ্ড...

দুই...

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে আগ্নেয়াস্ত্রটা মাটিতে নামিয়ে রাখল জন। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল ওর। আরেকটু হলেই দিয়েছিল ট্রিগার টিপে।

.৩০-৩০ বুলেটের আঘাতে দুই খণ্ড হয়ে যেত ওর সৎ-ভাই।

'ড্যাম,' বিড়বিড় করল জন, 'পিটার এখানে কেন?'

ঝর্নার তীরে সতর্ক চোখ বুলাচ্ছে পিটার। স্যাডল হর্নে একটা কারবাইন। কোমরে যথারীতি নিচু করে বাধা দুই পিস্তল সহ গানবেল্ট।

বাচ্চা বয়স হলেও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বলে বিপজ্জনক লাগছে দেখতে।

মনে মনে আশা করল জন, পিটার ওর আস্তানার খোঁজ পাবে না।

গুহামুখটা হালকা ভাবে ঢেকে রেখেছে ঝোপের পর্দা, তার উপর রয়েছে বড়-বড় পাথর আর মাটির স্তূপ। ফলে বাইরে

থেকে বোঝা দুষ্কর, এখানে কেউ বাস করে।

হয়তো চলে যাবে কিছু খেয়াল না করেই।

তা আর হলো না।

পিটারের সাড়া পেয়ে চিঁহিহি করে ডেকে উঠল সরেলটা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লেব্যাঙ্কের লাগাম টেনে হাতে কারবাইন তুলে নিল পিটার। জমিনের উপর অস্থির ভাবে নড়াচড়া করছে চোখ, স্থির হলো গুহামুখের সামনে।

জন দেখল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে ছেলেটা। ঝট করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ওটাকে। এখন শুধু পিটারের হ্যাট আর কারবাইনের নল দেখতে পাচ্ছে জন।

নীরবতা ভঙ্গ করল পিটারের কণ্ঠ। 'ঠিক আছে, জন! বেরিয়ে এসো ওখান থেকে। নইলে আমি গুলি করব।'

কারবাইন তুলে নিল জন।

গুলি করল পিটার।

বজ্রপাতের শব্দ তুলল রাইফেলের আওয়াজ।

একটা পাথরে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেল বুলেটটা।

জন জানে, ওকে খুন করার উদ্দেশ্যে গুলিটা করেনি পিটার।

এক মুহূর্ত পাথর হয়ে শুয়ে রইল ও। তারপর উঠে বসল।

'ঠিক আছে! গুলি কোরো না! আমি আসছি!'

গুহার সরু মুখ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নিজেকে অসহায় মনে হলো ওর।

পিটার ওকে খুন করতে চাইলে যে-কোনও মুহূর্তেই করতে পারে। পিটারের জন্য ও একটা পারফেক্ট টার্গেট।

কিন্তু গুলি করল না পিটার।

গায়ে ময়লা-আবর্জনা মেখে পাহাড় থেকে নেমে এল জন। ঝর্নার তলায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে আড়াল নিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পিটার। এবারে সিধে হলো। মুখোমুখি দুই সৎ-ভাই। দু'জনেরই হাতে স্যাডল গান। আরেক হাত আলগা ভাবে ঝুলছে সিক্সগানের পাশে।

'তুমি একটা বোকা, পিটার,' ভর্ৎসনা করল জন। 'কোন্ আক্কেলে ভাবলে যে, তোমাকে গুলি করব না আমি? আগেই সেটা করতে পারতাম।'

চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে পিটার। বলল, 'আমিও।' মুখটা সাদা ওর, ঠোঁট জোড়া শক্ত করে চেপে রেখেছে পরস্পরের সঙ্গে। দরদর ঘামছে।

'না, করতে না,' একমত হলো না জন। 'কারণ, তুমিই আমাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলে।'

'ওই একই কারণে তুমিও আমাকে গুলি করতে পারো না,' বুমেরাং পিটারের।

বেশ কিছুক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

পিটারের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে জনের, আয়না দেখছে যেন ও।

অবিকল ওর চোখ পেয়েছে পিটার।

তারপর নীরবতা ভঙ্গ করল। 'তুমি দেখছি, একাই এসেছ।'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল পিটার। 'বাকিরা জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়েছে তোমাকে খুন করার জন্য।'

'কী চাও তুমি?'

সৎ-ভাইয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল পিটার। 'এই রেঞ্জ থেকে চলে যাও। পরের বার আমার গুলি কিন্তু ফসকাবে না।'

শীতল একটা জলধারা নেমে গেল জনের পিঠ বেয়ে।

পিটারের চাউনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সে যা বলেছে, সময়

এলে করবে।

'আমি তোমাকে অস্ত্রটা দিয়েছিলাম,' বলে চলল পিটার, 'কারণ, চাইনি, ন্যায্য বিচার ছাড়াই খুন হয়ে যাও। অনুরোধ করেছিলাম এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তুমি যাওনি। উল্টো সার্কেল ইউ পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলছ।' ধারাল আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পিটারের কণ্ঠ, 'একটা কথা ভুলে গেছ তুমি। রানশের ব্যাপারে তোমার দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত, আমি জানি না। সেটা নিয়েও প্রশ্নও তুলছি না। তবে সার্কেল ইউ-তে কিন্তু আমারও অধিকার আছে। আমার জন্ম এখানে। এখানেই আমি বড় হয়েছি। কেউ সেটা ধ্বংস করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, তা কখনওই হবে না।'

নিশ্চুপ রইল জন। অন্তর থেকে বুঝতে পারছে, সত্যি সার্কেল ইউ-র অনেক বেশি ক্ষতি করে ফেলেছে সে। শুধু সার্কেল ইউ নয়, নিজেরও।

পিটার আগে ওর ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তায় ভুগত। হয়তো ওর প্রতি সহানুভূতিও ছিল। কিন্তু জনের ধ্বংসযজ্ঞ তাকে বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর পক্ষে ঠেলে দিয়েছে।

নিজের সবচেয়ে বড় মিত্রকে হারিয়েছে জন।

'শোনো,' মরিয়া হয়ে বলল ও। 'তোমার সাথে আমার কোনও বিরোধ নেই। লড়াইটা তোমার সাথে নয়।'

'যে মুহূর্তে তুমি সার্কেল ইউ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছ, সে মুহূর্ত থেকে আমার বিরুদ্ধেও লড়ছ। এখন আমিও তোমার শত্রু।' একটু বিরতি দিল পিটার। 'সে যাক গে, আর কোনও সুযোগ পাচ্ছ না তুমি। সত্যি বলছি, তোমাকে খুন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না বার্ট। ইতিমধ্যে সে তোমাকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কারও ঘোষণা করেছে।'

'তোমরা চাইলে আমার ভাগের অংশটা কিনে নিতে পারো,'

বাতলাল জন। 'তুমি আর বার্ট। তা হলে আর এই হানাহানি, আর্থিক ক্ষতি–এসব কিছুই হবে না।'

'বার্ট কারও কথাই শুনবে না,' নাকচ করে দিল পিটার। 'সে কাউকে একবার ঘৃণা করলে তাকে ঘৃণাই করতে থাকে। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। প্রচণ্ড ঘৃণা করে ও তোমাকে! তুমি আমাদের ক্ষতি করেছ, জন। রানশ পুড়ে গেছে, শীতের খাবার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে...শীতকালটা আমরা টিকতে পারব কি না, জানি না। পাঁচ শ' গরু বিক্রি করতে হবে লোকসানে। পয়সা না থাকলে কর্মচারীদের খাওয়াব কী? ওরা তো বিদ্রোহ করবে আমাদের বিরুদ্ধে। ...আবারও অনুরোধ করছি তোমাকে, চলে যাও। গরু চুরি আর জ্বালাও-পোড়াও বন্ধ করো। হয়তো তোমার জন্য কিছু একটা করতে পারব আমি। কিন্তু তুমি যদি এসব বন্ধ না করো...খোদাই জানে, কী হবে!'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জন পিটারের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কারবাইনটা নামিয়ে রেখে বসল একটা পাথরের উপর। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট বানাতে লাগল।

'গরু চুরি এখন বন্ধ,' বলল ও, 'কেউ আর গরু চুরি করবে না। এ নিশ্চয়তা দিলাম তোমাকে। আর...ভুলে যেয়ো না, আমি কিন্তু আমার ভাগের গরুই চুরি করেছি।'

চুপ করে রইল পিটার।

'ওগুলো লুট করেছি,' বলে চলল জন, 'যাতে গরু বিক্রির টাকা দিয়ে বার্টের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে পারি কোর্টে। কিন্তু বার্ট এসে পিছনে লাগল আমার। বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলানোর ষড়যন্ত্র করল–'

'কারণ, ক্লাইড ব্রেনান মারা গেছে। ক্লাইডকে তেমন একটা পছন্দ করতাম না আমি। সে ছিল বার্টের পোষা কুত্তা। একটুও

বিশ্বাস করতাম না ওকে। কিন্তু শত হলেও সার্কেল ইউ-র কর্মচারী ছিল, আর তুমি–'

'ভুল। ওকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি আমি। রাসলাররা বলেছিল, ক্লাইডকে ছেড়ে দিচ্ছে। ক্লাইডের জন্য আমি ফাইট করতেও প্রস্তুত ছিলাম। আমি যখন ভাবছি, লোকটা মুক্তি পেয়ে বাড়ি চলে গেছে, ততক্ষণে ওরা লোক পাঠিয়ে ক্লাইডকে মেরে ফেলেছে। তারপর আমি ওদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করি। চাইনি, আর কেউ খুন হয়ে যাক।' সিগারেটে আগুন ধরাল জন।

'তারপর থেকে অবশ্য আর কোনও গরু চুরি হয়নি,' স্বীকার করল পিটার। 'তবে অনেক ক্ষতি করেছ তুমি। তোমার এটা বন্ধ করতেই হবে। নইলে...যা বললাম...' পিটারের চোখ চকচক করছে।

আচমকা বুঝতে পারল জন, রানশ পোড়ানোর ব্যাপারটা অপছন্দ করলেও ঘটনাটা পিটারকে একটা ঘোরের মধ্যে রেখেছে। এক ধরনের রোমাণ্টিসিজমে ভুগছে ও। ভাবছে, কোমরে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা অস্ত্র জোড়া ব্যবহারের এটাই মোক্ষম সময়। যে বুনো স্বপ্ন ওকে বহু দিন ধরে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা বাস্তবায়নের সুযোগ ও হারাতে চায় না...

সিগারেটটা মাটিতে ফেলে দিল জন। বুটের অগ্রভাগ দিয়ে পিষে ফেলল।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'যুদ্ধ শেষ।'

শক্ত হয়ে গেল পিটারের শরীর। 'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।' সিধে হলো জন। 'তার মানে এই নয় যে, বার্টের প্রতি ঘৃণা উবে যাচ্ছে আমার। বাবা চাইত, রানশে আমার অংশটুকু বুঝে নিই আমি। এই চাওয়াটার জন্যই এত কিছু। থামলাম, নইলে কখন আবার গুলি খেয়ে মরো তুমি।'

'তুমি আমার সাথে লড়াইয়ে পারবে না,' তেজের সঙ্গে বলল পিটার।

'সেটা কোনও দিনই জানা হবে না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জন। ক্লান্তিতে ছেয়ে আছে ওর দেহমন। পিটারের চোখে চোখ রাখল। 'তুমি এখন যাও।'

'তুমি কী করবে?'

'এ দেশটা বিরাট। পৃথিবীটাও। কোথাও নিজের জায়গা খুঁজে নেব।'

ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পিটার। 'যদি এমন হত—ধুত্তুরি—' কথা শুরু করেও অসম্পূর্ণ রেখে দিল বাক্যটা।

ঘোড়ার ঘাড়ের নীচে পলকের জন্য ওকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল জন। পরমুহূর্তে স্বচ্ছন্দ লাফে উঠে পড়ল বাহনের পিঠে। জানোয়ারটার লাগাম হাতে নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল। 'গুড লাক।'

'সেইম টু ইউ।'

ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো দিতেই চলতে শুরু করল ওটা। ধীরে-ধীরে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল জন। ফিরে এল গুহায় নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে।

হ্যাঁ। লড়াই শেষ। আর এ লড়াইতে সে হেরে গেছে। একটি জিনিসের কাছে পরাজয় ঘটেছে ওর, যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত না—সেই পিটার উইলিয়ামসের শরীরে বইছে ওর বাবার রক্ত।

হেরে গেছে জন। না পারল বাবাকে একবার দেখতে, না পেল বাবার উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ।

সবচেয়ে বড় ক্ষতি জুলিয়াকে হারানো।

মেয়েটার যদি সত্যি ওর প্রতি কোনও সহানুভূতি বা

ভালবাসা থেকে থাকে, সেটাও আজ থেকে আর থাকবে না। ও যখন জানবে, বেত খাওয়া কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে জন, মনে-প্রাণে ঘৃণা করবে ওকে। জুলিয়ার আশা ছিল, জন তার স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নেবে।

জুলিয়াকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্ছে সে।

জন না থাকলে তো বার্টের পোয়াবারো। জুলিয়ার জীবনটা সে নরক করে তুলবে।

বার্টকে বাধা দেয়ার সাহস ফ্লেচার'স হোল-এর কারোরই নেই।

কিন্তু...পিটারকে যে কথা দিয়েছে ও! চলে যাবে এলাকা ছেড়ে।

জুলিয়ার সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে সায় দিচ্ছে না মন।

সিদ্ধান্ত নিল, রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে বেণ্ট'স ক্রসিং-এ প্রবেশ করবে। যতই ঝুঁকিই থাকুক।

বত্রিশ

রাত দুটো।

গোটা শহর ঘুমাচ্ছে।

শনিবারের রাতগুলো সার্কেল ইউ-র পে-ডে। এদিন কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয়। সারা রাত জেগে থাকে শহর।

কিন্তু আজ সপ্তাহের মাঝামাঝি।

সব কিছু, এমনকী স্যালুনগুলো পর্যন্ত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

জুলিয়ার স্যালুনের পিছন-গলিতে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে চলে এসেছে জন পিচ-কালো আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে।

কেউ ওকে দেখেনি, শুধু রাস্তার একটা নেড়ী কুকুর ছাড়া।

কুকুরটা গলির মধ্যে আবর্জনা ঘাঁটতে ব্যস্ত। ওকে একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে আবার খাদ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করল সে।

গলি থেকে একটা সার্ভিস স্টেয়ার চলে গেছে জুলিয়ার ঘর বরাবর। তবে সিঁড়িমাথার ঘরটা বন্ধ, জানে জন।

বন্ধ দরজায় টোকা দিলে শব্দ শুনে জেগে যেতে পারে লোকজন।

কাজেই ও ঝুঁকিতে যাবে না সে।

অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।

নীরবে সিঁড়ি বাইল ও। সিঁড়ির মাথার ল্যাণ্ডিং-এ এসে থেমে দাঁড়াল। তারপর ল্যাণ্ডিং ঘিরে রাখা রেইলিং-এ উঠে পড়ল। সামনে ঝুঁকে খামচে ধরল ল্যাণ্ডিং-এর উপরের ছাতের কিনারা। শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে এক ঝটকায় উঠে পড়ল ছাতে।

ল্যাণ্ডিং রুফে ওঠার পরে দালানের মূল ছাতে যেতে আর বেগ পেতে হলো না।

বলরুম ফ্লোরের মত সমান ছাত।

ছাতের কিনারের ঢালু, কাঠের প্যারাপিটের সামনে এসে উবু হলো জন। ঝুঁকে এল একদম কিনারে।

জুলিয়ার ঘরের জানালা এখন তার ঠিক নীচে।

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল জন। কোমর

থেকে খুলল গুলির বেল্ট। বেল্টের জোড়ার দিকটা ধরে নামিয়ে দিল ওটা প্যারাপিটের উপরে।

বেল্টের মস্ত বাকলটা এখন জানালার কাচের সামনে ঝুলছে।

বেল্টটা আস্তে দোলাল জন।

ধাতব বাকল কাচের গায়ে বাড়ি খেল।

দম বন্ধ করে ফেলল সে। অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ঘটল না কিছুই।

আরেকটা বাড়ি মারল জন।

এবার একটু জোরে।

নীরব, নিস্তব্ধ রাতে শব্দটা বজ্রপাতের মত শোনাল কানে।

জনের ভয় হলো, শহরের অর্ধেক মানুষকেই হয়তো জাগিয়ে ফেলেছে ও। চট করে বেল্টটা টেনে নিল। তারপর চেপে রাখা দম ফেলল, যখন শুনল জানালার একটা শার্সি উপরের দিকে তোলা হচ্ছে।

একটি নারী কণ্ঠ—জুলিয়ার বিস্মিত গলা ভেসে এল: 'ক্-কে?'

'জুলিয়া,' হিসহিসে গলায় ডাকল জন। উঁকি দিতে মেয়েটার ধবধবে ফর্সা কাঁধের ঝলক দেখতে পেল।

'কে ওখানে?' আবার প্রশ্ন।

'জুলিয়া! আমি।'

'জন!' ভয়ানক অবাক হয়েছে জুলিয়া। 'কোথায় তুমি?'

'ছাতের উপর। খিড়কির দরজাটা খোলো। ভিতরে ঢুকব।'

জুলিয়াকে আঁতকে উঠতে শুনল জন।

ফিসফিস করে বলল, 'এখুনি আসছি।'

ছাত থেকে দ্রুত নেমে এল জন।

ল্যাণ্ডিং ফ্লোরে পা রেখেছে, একই সঙ্গে দরজাটাও খুলে

ফেলল জুলিয়া। পরনে ওর রোব। কালো রেশমি চুলের গোছা এলোমেলো লুটাচ্ছে কাঁধের উপর।

চট করে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল জন। তারপর যা ঘটল, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

জুলিয়া ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল, বুকের সঙ্গে সজোরে চেপে ধরল ওর মাথা।

মেয়েটার চুলের মিষ্টি গন্ধ লাগল জনের নাকে। 'ওহ, জন! ওহ, ডার্লিং! যা ভয় পেয়েছি...ভেবেছিলাম...'

ব্যাপারটা প্রথমে অবিশ্বাস্য ঠেকল জনের কাছে। তারপর কী যেন জেগে উঠল ওর ভিতরে, সাড়া দিল সে। দু'হাত দিয়ে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধল জুলিয়াকে। যখন মুখ তুলল মেয়েটা, চুম্বন করল ওকে, দীর্ঘস্থায়ী চুমু...

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জুলিয়া। দরজা বন্ধ করে টেনে দিল শিকল। 'তোমাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল আমার। প্রায় পাগল হয়ে গেছিলাম। কোনও খবর নেই—ওদিকে লোকগুলো হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে...তোমার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে...'

জুলিয়ার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল জন।

নরম আর উষ্ণ।

এখনও এসবের ব্যাখ্যা পেতে চাইছে মস্তিষ্ক।

তবে একটা বিষয় ইতোমধ্যে জেনে গেছে ও—একেবারে পরাজয় ঘটেনি ওর। অন্তত এই একটা ব্যাপারে হারতে হারতে জিতে গেছে।

হলঘর পেরিয়ে লিভিংরুমে চলে এল জুলিয়া ওকে নিয়ে। বাতি জ্বালল। ঘর আলোকিত হয়ে উঠলে আবারও বাঁধা পড়ল জনের বাহুডোরে।

অনেকক্ষণ ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল জন। তারপর শিথিল

করল আলিঙ্গন। 'একটু উইস্কি খাওয়াতে পারবে?'

'নিশ্চয়। খিদে পেয়েছে তোমার? কী খাবে?'

'কিচ্ছু না। শুধু উইস্কি পেলেই চলবে।'

জুলিয়া ড্রিঙ্ক ঢালছে, জিজ্ঞেস করল জন, 'তা হলে তুমি মিস করছিলে আমাকে, তা-ই না?'

ফর্সা গালে লাল ছোপ পড়ল। 'জানি না।' লজ্জায় তাকাতে পারল না জনের দিকে।

উইস্কির গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল জন। অদ্ভুত উষ্ণতা অনুভব করছে শরীরে। তবে জানে, এটা উইস্কির কারণে নয়।

'তোমাকে আর আমার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' বলল ও।

জুলিয়ার পাখির ডানার মত সুন্দর ভ্রু জোড়া কুঞ্চিত হলো। 'মানে?'

'মানে হলো, আমি এখন পরাজিত সৈনিক। হাল ছেড়ে দিয়েছি। বার্টের বিরুদ্ধে হয়তো লড়তে পারব, কিন্তু পিটারের বিরুদ্ধে তা সম্ভব নয়। এভাবে চললে ওর সাথে আমার সংঘর্ষ বাধবেই।' এক ঢোকে গ্লাসের বাকি মদটুকু শেষ করে ফেলল জন। 'আমি দুঃখিত, জুলি। আমার জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। কিন্তু তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না।'

কিছু বলল না জুলিয়া।

'আমি চলে যাব, ঠিক করেছি। এই দেশ ছেড়েই চলে যাব। ফোর্ড যে টাকা দেবে–খুব বেশি নয় অবশ্য, তবে ও দিয়ে কাজ চলে যাবে–টাকাটা নিয়ে নিরিবিলি, নিরাপদ কোনও জায়গায় চলে যাব আমরা...মানে...ইয়ে...তুমি যদি আসতে চাও আর কী!'

'যে-কোনও জায়গায়।' তাড়াতাড়ি বলল জুলিয়া, 'যে-কোনওখানে। শুধু বার্টের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলেই

হলো। নইলে ও যেভাবে তোমার বাবাকে–' হঠাৎ ব্রেক কষল মেয়েটা। '...আরেকটা ড্রিঙ্ক দিই তোমাকে!'

সটান দাঁড়িয়ে পড়ল জন। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! কী বললে তুমি?'

ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে বলল জুলিয়া, 'কই!' ঢোক গিলল। 'কিছু না।'

টেবিল ঘুরে মেয়েটার সামনে চলে এল জন। 'জুলি, তুমি কিছু জানো, যা আমি জানি না!'

ডানে-বাঁয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল জুলিয়া। 'না, না, জন। আমি শুধু এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

দু'হাতে জুলিয়ার দুই বাহু চেপে ধরল জন। টান মেরে নিয়ে এল কাছে।

ওর হাতের নখ ঢুকে গেল জুলিয়ার নরম মাংসে।

ব্যথায় কুঁচকে গেল মেয়েটার মুখ।

'বলো!' হুঙ্কার ছাড়ল জন। 'যা জানো, সব বলো আমাকে! কিচ্ছু লুকাবে না!'

জনের শীতল চোখ জোড়ার দিকে তাকাল জুলিয়া। তারপর বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। শরীর ঝাঁকি দিয়ে লৌহবন্ধন থেকে মুক্ত করল নিজেকে। কাঁধ জোড়া নুয়ে এল ওর সামনের দিকে।

'ঠিক আছে,' ফিসফিস করল ও। 'তবে কথাগুলো স্রেফ মাতালের প্রলাপ ছিল।'

'বলো,' পাথুরে কণ্ঠ জনের।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল জুলিয়া। 'গত রাতে ডাক্তার মিলার এসেছিল আমার এখানে। তোমার বাবার চিকিৎসা করেছিল সে।'

'বলে যাও।'

'ডাক্তার তখন মাতাল ছিল, জন। একটা মাতালের কথা বিশ্বাস না করাই উচিত।'

'সে আমি বুঝব।'

একটা মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল জুলিয়া। আর যে এগোতে চাইছে না, তা ওর হাবভাবে পরিষ্কার।

কিন্তু জনের হিমশীতল চাউনি কথা বলতে বাধ্য করল ওকে।

'তোমার বাবার শেষ দিনগুলোর কথা বলছিল ডাক্তার। আগেই বলেছিল, মরিস উইলিয়ামস ষাট থেকে নব্বুই দিন পর্যন্ত টিকবে। কিন্তু তার আগেই হার্টফেল করে মারা গেল মিস্টার উইলিয়ামস। কালকে ডাক্তার বলল, তার নাকি হার্টফেল হয়নি। বলল...ব্যথা কমাতে যে মরফিন ইনজেকশন দেয়া হত, সেটার ওভারডোজে...'

জনের গোটা শরীর বেয়ে বরফজলের স্রোত নামতে লাগল।

প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

'ব্যথানাশক ওষুধটার ওভারডোজে মারা গেছে বাবা?'

'তা-ই তো বলল ডাক্তার।'

'আগে বলেনি কেন এ কথা?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল জন।

'সে জবাবও দিয়েছে ডাক্তার,' বলল জুলিয়া, 'তুমি যে মিস্টার উইলিয়ামসের ছেলে, এ কথা সে জানত না। মৃত্যু অনিবার্য ছিল মরিস উইলিয়ামসের, ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছিল। ডাক্তারের ধারণা, অসহ্য যন্ত্রণা সইতে না পেরে মিস্টার উইলিয়ামস হয়তো নিজেই মরফিনের ওভারডোজ নেয়...'

'বাবা ওকাজ করেনি। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।'

'তা হলে অন্য কেউ তাকে ইনজেকশনটা দিয়েছিল...বার্ট

বা পিটার...ডাক্তার এ ঘটনা জনে জনে বলে বেড়ানোর বিষয় বলে মনে করেনি তখন। তাই বলেনি কাউকে।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল জন। দাঁতে দাঁত ঘষল। 'পিটার অমন কাজ কোনও দিনই করবে না।' প্রচণ্ড রাগ আর শোক গ্রাস করছে ওকে। 'বাবা খুন হয়েছে। আমি জানি, কাজটা কে করেছে।' মুঠো পাকাল ও। 'পিটার আমাকে বলেছে, মৃত্যুর আগের দিন ফিসফিস করে বার্টকে কী যেন বলেছিল বাবা। নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে কোনও কথা। বার্ট জানত, বুড়ো মানুষটা বেঁচে থাকতে থাকতে আমি যদি বাড়ি চলে আসি, তা হলে সার্কেল ইউ-র ভাগ দিতে হবে আমাকে। তার মানে...বুঝতে পারছ না তুমি? বার্টই...' জনের গলার স্বর করুণ শোনাল।

জনের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল জুলিয়া। ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'ওহ, ডার্লিং! কী অবিশ্বাস্য কথা!'

নিষ্ঠুরের মত ধাক্কা মেরে জুলিয়াকে সরিয়ে দিল জন। খাড়া হলো ফের।

জুলিয়াও সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়েছে। পিছিয়ে এসেছে এক পা। তার মুখ কাগজের মত সাদা।

'না,' বিড়বিড় করল জন। 'এখনই নয়।'

'কী বলছ তুমি?' ফিসফিস করল জুলিয়া।

কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইল জন। মুষ্টিবদ্ধ হাত। শ্বাপদের মত জ্বলছে চোখ জোড়া। যখন নীরবতা ভঙ্গ করল, আশ্চর্য শান্ত, দৃঢ় আর স্বাভাবিক শোনাল তার কণ্ঠ: 'আমি এ এলাকা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

আবার জনের হাত ধরল জুলিয়া। 'জন, প্লিজ—ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে! বার্টের কারণে ইতিমধ্যে একজনকে হারিয়েছি। আর কাউকে হারাতে চাই না।'

'মরলে মরব!' গোঁয়ারের মত বলল জন। 'প্রথম সুযোগেই ওকে আমার খুন করা উচিত ছিল। ...ঈশ্বর!' মুখটা বিকৃত দেখাল ওর। 'একবারও যদি বুঝতে পারতাম...'

দরজার দিকে রওনা হলো ও। ঠিক বেরিয়ে যাবার আগমুহূর্তে ঘুরে তাকাল। 'যদি পারি...যদি সম্ভব হয়...কাজ শেষ হওয়া মাত্র তোমার কাছে ফিরে আসব আমি। আর না হলে...' দরজার নবে হাত রাখল ও। 'ভুলে যেয়ো, আমার সাথে তোমার দেখা হয়েছিল কোনও দিন।'

'জন!'

হাতল ঘোরাতে গিয়েও থেমে গেল জন। ঘুরল। 'বলো।'

জুলিয়ার চেহারা এখন শান্ত। এগিয়ে এল জনের কাছে। 'যাওয়ার আগে আমাকে একবার চুমু খাবে না?'

ওর চোখে চোখ রাখল জন। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'নিশ্চয়ই।'

তেত্রিশ

তবে কাজটা অত সহজ নয়।

যদিও জন উইলিয়ামসের প্রচণ্ড ক্রোধ সামান্যতমও হ্রাস পায়নি, তবে উত্তেজনা থিতু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

যুক্তি দিয়ে কিছু বিষয় চিন্তা করতে লাগল ও। বার্টকে যে ও

খুন করবে, তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। আর এজন্য নরক পর্যন্ত যেতে রাজি। কাজটা সে করবে সামনাসামনি, বার্ট যাতে জানতে পারে, কে তাকে হত্যা করছে, আর কেন।

এদিকে ওকে খুন করার তাগিদের পাশাপাশি বেঁচে থাকার একটা ব্যাকুলতাও টের পাচ্ছে জন। সেটা জুলিয়ার জন্য।

তবে জুলিয়ার চিন্তা ওকে একটুও দুর্বল করতে পারল না। বরং আরও যুক্তিবাদী করে তুলল।

ভোর হওয়ার অনেক আগে সার্কেল ইউ রানশের উপরের একটা ঢালে ঝোপঝাড়ের মাঝে লুকিয়ে রইল জন।

এখান থেকে স্পষ্ট নজর রাখা যায় রানশহাউসের উপর।

আগে হোক বা পরে, বার্ট ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেই। তারপর যেখানেই যাক না কেন, পিছু নেবে জন।

কোনও-না-কোনও সময় সৎ-ভাইকে একলা পাবে সে। আর তখনই হামলা চালাবে।

এখন শুধুই অপেক্ষা। হিমের মতো শীতল ধৈর্য।

ভোরের আলো ফুটল আকাশে।

জেগে উঠল সার্কেল ইউ।

পাঞ্চাররা বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে আসছে, যাচ্ছে সদ্য নির্মিত রান্নাঘরের দিকে।

আগেরটা পুড়িয়ে দিয়েছে জন।

তড়িঘড়ি যেমন-তেমন একটা কাঠামো দাঁড় করিয়েছে ওরা রান্নার কাজ চালাতে।

রানশহাউস থেকে বেরিয়ে এল পিটার। পাঞ্চারদের সঙ্গে যোগ দিল। কোমরে যথারীতি দুটো গানবেল্ট আর দুটো পিস্তল। জন ভাবল, তার সৎ-ভাইটা কোমরে অস্ত্র গুঁজে ঘুমায় কি না!

বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর কোনও পাত্তা নেই।

নাশতা শেষে কোরাল থেকে ঘোড়া বের করে আনল কয়েকজন পাঞ্চার, যে যার ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে রাইড করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

হোম রানশে যে পরিমাণ হ্যাণ্ড থাকা দরকার, এখানে তেমনটা নেই বলেই মনে হলো জনের। এর কারণও অবশ্য রয়েছে।

সম্ভবত বেশির ভাগই রেঞ্জে গেছে গরুগুলো জড়ো করতে। জনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে তারা এখন বাধ্য হচ্ছে কাজটা করতে।

ওখানেও থাকতে পারে বার্ট।

আরও কিছুক্ষণ নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল জন।

সূর্য এখন পূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশিত।

এক টুকরো শুকনো মাংস চিবিয়ে ক্যান্টিন খুলে কয়েক ঢোক পানি পান করল সে।

হোম রানশের চারপাশে কয়েকজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে, রাইফেল হাতে তিন-চারজন মানুষ।

সময় যত গেল, জনের মনে ততই এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, রানশহাউসে নেই বার্ট। থাকলে, সকাল দশটা বাজার পরও ওর টিকি দেখতে না পাবার কোনও কারণ নেই।

সূর্যের অবস্থান যখন মধ্যাহ্ন নির্দেশ করছে, জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল জন। এখন ও পুরোপুরি নিশ্চিত, বার্ট এখানে নেই।

হয়তো গরুর ওখানে আছে, কিংবা অন্য কোথাও গেছে।

খানিক চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে চলে এল ও; ঢালের ধারে, পাইন গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা সরেলটার কাছে এল।

সকালের নাশতার পরে একজন র‍্যাংলারকে ঘোড়ার পাল নিয়ে রিজের ধারে যেতে দেখেছে জন। সঙ্গে একজন সশস্ত্র গার্ডও ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, বার্ট কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না।

হোম রানশ থেকে রিজটা দেখা যায় না।

সাবধানে, চওড়া একটা বৃত্ত নিয়ে ওদিকে রওনা হয়ে গেল জন।

জায়গা মত যেতে আধ ঘণ্টা লাগল।

ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটেই রওনা হলো সে। ঘোড়ার পাল যাতে সরেলটার উপস্থিতি টের না পায়, সেজন্য এ ব্যবস্থা। টের পেলেই ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যাবে। ফলে জনের আগমন টের পেয়ে যাবে র‍্যাংলার।

জনের চলাফেরা ইণ্ডিয়ানদের মতই দ্রুত আর সতর্ক। সুযোগ পেলেই আড়াল নিচ্ছে। শীঘ্রি পাইন বনের সীমানার শেষ প্রান্তে এসে পড়ল ও। তাকাল নীচে।

সূর্যতাপে পোড়া বাদামি ঘাসের পাশে সবুজ ঘাসে মোড়া নিচু জমিন যেন স্বর্গোদ্যান।

ওখানে মহানন্দে ঘাস খাচ্ছে ঘোড়ার দল।

যেমনটা ভেবেছিল জন, র‍্যাংলার আর গার্ড পাহারায় ঢিলে দিয়ে আয়েশ করছে। ঘোড়া থেকে নেমে পাইন বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে দু'জনে। গার্ডের কোলে রাইফেল থাকলেও তার মনোযোগ এখন র‍্যাংলারের হাতের টমেটো ক্যানের দিকে। ছুরি দিয়ে মাত্রই টমেটো-রসের দুটো ক্যানের মুখ খুলেছে র‍্যাংলার।

ওদের এই আলস্য জনের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনল।

লম্বা ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল সে, দ্রুত ও নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

গার্ড আর র‍্যাংলারের বেশ কাছে চলে এল জন। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে এখন।

গার্ড বলছে: 'চেইনিতে একটা ঘটনার কথা আমার মনে

আছে। এক লোক আমাকে একটা বারের মধ্যে চেপে ধরেছিল...' টমেটোর ক্যানে চুমুক দেয়ায় তার কথাগুলো আর শোনা গেল না।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জন, হাতে সিক্সগান বাগিয়ে এগিয়ে গেল তিন কদম। ঠিক পিছনে এসে থামল ওদের।

দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল ওর ক্রুদ্ধ, কর্কশ কণ্ঠে: 'ফ্রিজ! দু'জনেই! নইলে মারা পড়বে।'

লাফিয়ে উঠল র‍্যাংলার।

তবে গার্ড অভিজ্ঞ লোক। নড়ল না সে, এমনকী মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর চেষ্টা পর্যন্ত করল না। কোলে রাইফেল নিয়ে যেমন ছিল, তেমনই বসে রইল।

র‍্যাংলারের বয়স খুবই কম। পিটারের সমবয়সী হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় বড়-বড় হয়ে গেছে তার চোখ। চিনতে পারল জনকে। 'এ তো জন উইলিয়ামস!'

শুকনো গলায় বলল গার্ড, 'সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। ...কেউ বন্দুক বাগিয়ে ধরলে অমন করে লাফিয়ে উঠতে নেই।'

'সুপরামর্শ,' মন্তব্য করল জন, বন্দুকটা তাক করে রেখে ওদের সামনে চলে এল। 'এখন আস্তে করে রাইফেলটা ছুঁড়ে দাও।'

হাসল গার্ড। 'বন্দুকধারীর সাথে কখনও তর্ক করি না আমি।' সাবধানে বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

'এবার পিস্তল আর ছুরি। দু'জনেরটাই।'

'যা বলছে, করো,' র‍্যাংলারকে সাবধান করল গার্ড।

দু'জনে পুরোপুরি নিরস্ত্র হওয়ার পর শীতল গলায় বলল জন, 'এক মিনিট সময় দিলাম তোমাদের। বলো, বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ কোথায়?'

প্রথমবারের মত চোখের পাতা ফেলল গার্ড। 'বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ কোথায়, আমি তার কী জানি? আমি স্রেফ এখানে কাজ করতে এসেছি। সে লোক কোথায় যায়-না-যায়, আমাকে কখনও বলে যায় না।'

'মোটেই ঠিক করে না কাজটা,' নির্বিকার ভাবে বলল জন।

ঘন দাড়ির নীচে গার্ডের মুখ ফ্যাকাস হয়ে গেল।

ভয়ে কাঁপছে র‍্যাংলার। 'দাঁড়াও,' বলল সে। 'আমি বলছি। আজ সকালে পিটার উইলিয়ামস বলছিল, মিস্টার অ্যাণ্ড্রিউ নাকি গতকাল গ্র্যাণ্ড রিভার সিটিতে গেছে আরও গানহ্যাণ্ড ভাড়া করতে।'

'কখন ফিরবে?'

'তা তো ঠিক জানি না। হয়তো আজই। নতুন হ্যাণ্ডদের নিয়ে গরুর পালের কাছে বসার কথা তার। পিটার উইলিয়ামসও থাকবে সাথে।'

নিষ্ঠুর হাসল জন। 'পালটা কোথায়?'

'উত্তর রেঞ্জে। রক ক্রিকের কাছে, সমতল ভূমিতে।'

দ্রুত চিন্তা করছে জন।

এ দু'জনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ছেড়ে দেয়ার ঝুঁকিও নিতে পারবে না বার্টকে সাবধান করে দেবে বলে।

বন্দুকের নল বাগিয়ে ধরে গার্ডকে হুকুম দিল সে, 'এই যে, তুমি। স্যাডল থেকে রশি খুলে নিয়ে এসে ওর হাত বেঁধে ফেলো।'

সাবধানে এবং মন্থর ভাবে সিধে হলো গার্ড। নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে রশি খুলে নিয়ে এল।

লোকটাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে জন। কোনও বদ মতলব আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করছে।

মনে হচ্ছে, নেই।

রানশের সামান্য বেতনের চেয়ে পৈতৃক প্রাণটা তার কাছে অনেক প্রিয়। উল্টোপাল্টা কিছু করার কথা চিন্তাই করছে না।

বাধ্যগতের মত র‍্যাংলারের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'পিছমোড়া করে বাঁধব?' জানতে চাইল জনের কাছে।

'হুঁ।'

'ঠিক আছে। ...জেল, ঘোরো।'

ওদের আরও সামনে চলে এল জন।

ভয়ে মুখ সাদা হয়ে আসা ছেলেটার হাত বাঁধতে শুরু করেছে গার্ড।

শেষ গিটটা দেয়ার পর মুচকি হাসল জন। 'গুড জব।' তারপর গার্ড কিছু বুঝে ওঠার আগেই দড়াম করে মেরে বসল লোকটার মাথায়।

বন্দুকের কুঁদোর আঘাত।

হাঁটু ভেঙে, হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। অজ্ঞান।

বাকি রশিটুকু কেটে নিয়ে তা দিয়ে ঝটপট অচেতন গার্ডের হাত-পা বেঁধে ফেলল জন। টাইট করে বেঁধেছে। র‍্যাংলারের বাঁধন পরীক্ষা করল একবার। না, ঠিকই আছে।

'একটু কষ্ট পাবে,' ভয়ে আধ মরা ছেলেটাকে বলল জন। 'তবে প্রাণে মরবে না। রাত হওয়ার পরেও ফিরছ না দেখে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে।'

আগ্নেয়াস্ত্র আর ছুরিগুলো দূরের ঝোপে ছুঁড়ে ফেলল ও। তারপর ঢাল বেয়ে দ্রুত ফিরে চলল নিজের ঘোড়ার কাছে।

চৌত্রিশ

বার্ট অ্যাণ্ড্রিউর খোঁজ মিললেও সে রানশহাউসে নেই, তথ্যটা হতাশ করেছে জনকে। কারণ, বার্ট যখন ফিরবে, একা থাকবে না সে। তাকে ঘিরে থাকবে কয়েকজন বন্দুকবাজ।

কিন্তু যত বাধাই আসুক, নিজের প্রতিজ্ঞা পালনে এখনও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ জন। উত্তর রেঞ্জ অভিমুখে ঘোড়া দাবড়ে চলল সে।

দুপুর নাগাদ সমতল ভূমির উপর, ঘন পাইন বনে চলে এল জন।

খুব বেশি নিরাপদ জায়গা বলা যাবে না এটাকে। কারণ, রেঞ্জে কাজ করবে রাইডাররা, নানান জিনিস জড়ো করবে। গরু আর মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে রেঞ্জ।

কাজেই, এক মুহূর্তের জন্যও ঢিল দেয়া যাবে না হুঁশিয়ারিতে।

গত চব্বিশ ঘণ্টায় মুহূর্তের জন্যও চোখ বোজার সময় পায়নি জন, বার্টের প্রতি প্রবল ঘৃণা ঘুমাতে দেয়নি ওকে। লোকটাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ঘুম আসবে না ওর।

বিকেল গড়িয়ে আসছে।

এখনও দেখা নেই বার্টের।

সূর্য পশ্চিম দিকে গড়াচ্ছে।

রাইডাররা একের পর এক আসছে রেঞ্জে। পালে গরু রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়্যাগনের দিকে। ওখানে রান্নায় ব্যস্ত রাঁধুনি।

সাধারণত রাউণ্ড-আপে বেরোনোর সময় সঙ্গে খাবারদাবার নেয় না পাঞ্চাররা। সকালে নাশতা খাওয়ার পর থেকে পেটে কিছু জোটেনি ওদের। রাঁধুনি ওদের জন্য অপেক্ষা করছে ঠাণ্ডা বিস্কিট আর গরম কফি নিয়ে।

শেষ রাউণ্ডের রাইডাররা যখন গরু নিয়ে এল, ততক্ষণে মাটিতে ওদের ছায়াগুলো লম্বা হতে শুরু করেছে। ঘনিয়ে আসছে সাঁঝের আঁধার।

গরুর পালের পাহারায় রয়েছে কঙ্কালসার এক গার্ড, বাকিরা খেতে গেছে ওয়্যাগনে। খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত রাঁধুনি।

আগুনের আভায় পাতলা, ছিপছিপে, কোমরে পিস্তল ঝোলানো একজনকে ঠাহর করতে পারল জন। পিটার। বয়স কম হলে কী হবে, এখনই রেঞ্জ বস হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব আর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে।

সৎ-ভাইয়ের জন্য গর্ব অনুভব করল জন।

পিটারের ভাবনা এখন থাক। বার্ট হারামজাদা আসছে না কেন?

একটা গর্তের মধ্যে শুয়ে রাইডারদের উপর নজর রাখছিল জন। শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরে খিঁচ ধরে গেছে। নড়ে উঠল ও। আর তখনই, ওর পিছনে, পাইন বনের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। মৃদু।

গাছের দুটো ডালে ঘষা খাওয়ার মত আওয়াজ।

কিন্তু বাতাস তো নেই।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল শব্দটা জনের মধ্যে। ঘাড়ের পিছনের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

বরফের মত জমে গেল সে। মাথাটা নামিয়ে রেখেছে।

ঠিক নিশ্চিত নয়, আবারও মনে হলো, শুনেছে শব্দটা।

ধীরে, অতি ধীরে আর খুব সাবধানে গর্তের মধ্যে শরীর ঘোরাল ও, শুধু মাথাটা উঁচিয়ে উঁকি দিল।

পাইনের জঙ্গল অন্ধকারে ঢেকে আছে, মাত্রই উঠেছে বাতাস, মৃদু গোঙানির শব্দ তুলে গাছপালার ভিতর দিয়ে বইতে শুরু করল।

জনের ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছে ওকে। কিছু একটা আছে ওখানে। কেউ হয়তো ওর সরেলটাকে দেখে ফেলেছে।

একবার মনে হলো, পাইনের ছায়ার ভিতরে নড়ে উঠল যেন একটা ছায়া।

গাছের ছায়া তো ওভাবে নড়ে না!

আড়ষ্ট হয়ে গেল জন। যে ঝোপটার আড়ালে ও লুকিয়েছে, তার ফাঁক দিয়ে বের করল বন্দুকের নল।

নাহ্, কাউকে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে না। আবার 'স্থির' হয়ে আছে কালো-কালো গাছগুলো।

বৃক্ষশাখার তৈরি চাঁদোয়া ভেদ করতে পারছে না ম্লান চাঁদের আলো।

কে ওখানে—বার্ট?

সে কি জনকে দেখে ফেলেছে?

তা হলে গুলি করল না কেন?

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল জনের। মাইনকার চিপায় পড়ার দশা। ঢালে একটা নড়াচড়া লক্ষ করেছে ও। হামাগুড়ি দিয়ে, পেটের উপর ভর করে, সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে আসছে কেউ ঢাল বেয়ে, ওরই দিকে।

কোল্টের হ্যামার কক করল জন।

লোকটা আর দশ গজ দূরে, জনের উপস্থিতি সম্পর্কে

সম্পূর্ণ অসচেতন।

মাটির একটা ঢিবির কাছে এসে পকেট থেকে টেলিস্কোপ বের করল সে। যন্ত্রটা খুলে, চোখে লাগিয়ে তাকাল গরুর পালের দিকে।

অবিশ্বাস নিয়ে মাটির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা ঢ্যাঙা শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইল জন।

রহস্যময় আগন্তুক আর কেউ নয়, টম ফোর্ড!

যা দেখার দেখে নিয়ে দুরবিন বন্ধ করল ফোর্ড। ঘুরল। হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চলল যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে। নিঃশব্দে পৌঁছে গেল পাইন বনের সীমান্তে।

ছায়াঘন আঁধারে আরও কতগুলো ছায়ামূর্তি নড়ে উঠল।

জন বুঝল, ফোর্ড আর তার লোকেরা পাইনের জঙ্গলে জড়ো হয়েছে।

ওকে দেখতে পায়নি ওরা। পাহাড়ে লুকানো ঘোড়াটাও সম্ভবত নজর এড়িয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে ওদের সমস্ত মনোযোগ গরুর পালের দিকে।

কী ঘটতে চলেছে, বুঝে ফেলল জন।

ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে টম ফোর্ড। সার্কেল ইউ-তে আর হাত দেবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, স্রেফ কথার কথা ছিল ওটা।

রাগে ঠোঁট কামড়াল জন। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন। পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাল।

সন্ধ্যার সময় রাউণ্ড-আপ ক্যাম্পে একটা ঢিলেঢালা ভাব চলে আসে। লোকজন থাকে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত।

চতুর ফোর্ড মোক্ষম সময়টাই বেছে নিয়েছে। শীঘ্রিই সে তার দলবল নিয়ে তীর বেগে ঢাল বেয়ে নেমে আসবে, আকস্মিক হামলায় দিশেহারা করে তুলবে সবাইকে।

অন্যদের কথা ভাবছে না জন। কিন্তু পিটার...বুদ্ধির চেয়ে আবেগ যার কাছে বেশি প্রাধান্য পায়...বন্দুক চালানোর দক্ষতা নিয়ে যার গর্বের শেষ নেই; পাল্টা হামলা চালাবে, সন্দেহ নেই।

যদি খুন হয়ে যায়?

বিড়বিড় করে একটা খিস্তি করল জন।

পাইনের বনে নড়তে শুরু করেছে ছায়াগুলো।

আর চিন্তা করার সময় নেই। যেভাবেই হোক, সতর্ক করে দিতে হবে সার্কেল ইউ-কে।

কোল্টটা বাগিয়ে ধরল ও। তারপর পাইন বন লক্ষ্য করে পর-পর তিনটে গুলি করল। এত দ্রুত ট্রিগার টিপেছে যে, মনে হলো, একটাই গুলি করেছে।

নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দটা শোনাল বজ্রপাতের মত।

নীচের ক্যাম্পের প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগ না হলেও ঢালের লোকগুলোর মাঝে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল জন। জানত, গোধূলির আলোয় পিস্তলের মাযল-ফ্ল্যাশ দেখে ফোর্ডের লোকেরা সহজেই ওর অবস্থান শনাক্ত করতে পারবে। তাই গুলি করেই গড়ান দিয়ে সরে গেছে গর্ত থেকে।

বনের ভিতর গর্জে উঠল বন্দুক।

জন যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানকার মাটি খাবলা মেরে তুলে নিল এক পশলা গুলি।

সরে না গেলে এতক্ষণে লাশে পরিণত হত ও।

আরও এক পশলা গুলি বাতাসে শিস কেটে চলে গেল জনের মাথার উপর দিয়ে।

পাইনের বন থেকে ভেসে এল চিৎকার: 'চলো সবাই!'

অ্যাকশনে নামতে যাচ্ছে ফোর্ডের লোকজন, ঢাল বেয়ে বিদ্যুদ্গতিতে নামতে লাগল, সাঁই-সাঁই বেত মারছে ঘোড়ার

পিঠে, ক্যাম্পে না নামা পর্যন্ত তাদের অস্ত্র আগুন ঝরাবে না।

জন যেখানে শুয়ে আছে, সে রাস্তা ধরে ছুটে আসছে ফোর্ডের দল। মুখোশপরা এক রাইডার ঘোড়া নিয়ে সোজা ছুটে আসছিল ওর দিকে। না সরলে মরবে জন।

এক লাফে খাড়া হলো সে, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

যেন নিজে থেকেই বিস্ফোরিত হলো পিস্তল।

মুখোশের ওপাশে রাইডারের চোখ জোড়ায় নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখল জন এক লহমার জন্য।

পরক্ষণে উল্টে পড়ে গেল লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে।

জনের পিস্তল বুক ফুটো করে দিয়েছে তার।

ঘোড়াটা ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, ওটার লাগাম ধরার জন্য হাত বাড়াল জন।

ধরতে পারলেও ছুটন্ত ঘোড়াটা অন্তত দশ হাত রাস্তা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওকে পিঠে চড়ার সুযোগ না দিয়ে।

রেকাবে পা পর্যন্ত ঢোকাল না জন। লাফ মেরে উঠে পড়ল স্যাডলে।

ততক্ষণে গুলি করতে করতে ঢাল বেয়ে নেমে গেছে অন্যরা।

ওদের মধ্যে একজন, সঙ্গীকে দেখেছে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে, নিজের বাহনের মুখ ঘুরিয়ে নিল, বন্দুক তাক করল জনের দিকে।

কোল্টে গুলি আছে মাত্র দুটো, অন্ধের মত গুলি চালাল জন, সহজাত প্রবৃত্তির বশে স্ন্যাপশট, তবে দুটো গুলিই রাসলারের বুক বিদীর্ণ করল।

স্যাডল থেকে উড়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল লোকটা।

নীচে কী ঘটছে, এই প্রথম দেখার সুযোগ পেল জন।

সার্কেল ইউ-র লোকজনকে সতর্ক করার জন্য ছোঁড়া গুলি

কাজে লেগেছে।

গুলির আওয়াজে সাবধান হয়ে গিয়েছিল তারা; ফোর্ডের লোকেরা গুলিবর্ষণ করতে করতে নামছে, ততক্ষণে সার্কেল ইউ-র কয়েকজন রাইডার ঘোড়ার পিঠে উঠে গেছে। অন্যরা আশ্রয় নিয়েছে ওয়্যাগনের পিছনে, হাতে প্রস্তুত কারবাইন।

মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজের সঙ্গে সাঁঝবেলার আবছা আলোয় থেকে থেকে জ্বলে উঠছে মাযল-ফ্ল্যাশ।

তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে দু'পক্ষে।

ঘোড়া নিয়ে চলে যেতে পারত জন, কিন্তু পিটারকে দেখে আর পারল না।

কভারের তোয়াক্কা না করে খোলা জায়গায় চলে এসেছে ছেলেটা, পারফেক্ট টার্গেট, ওর দুই হাতের পিস্তল সমানে ওগরাচ্ছে তপ্ত সীসা।

'আহাম্মক!' গর্জে উঠল জন। বেল্ট থেকে খুলে নিল গুলি। ঘোড়ার পেটে মারল স্পারের গুঁতো। ওটা যখন সবেগে ঢাল বেয়ে নামছে, তখন রিলোড করছে সে।

রীতিমত নরক গুলজার নীচে।

আকস্মিক হামলায় সার্কেল ইউ-কে চমকে দিতে চেয়েছিল ফোর্ড।

কিন্তু জনের কারণে সেই পরিকল্পনা বানচাল।

এখন ঢালের নীচে এসে ওদের অবস্থা খুবই করুণ।

সার্কেল ইউ-র লোকজন ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছে ওদের। পিছনের দু'পায়ে ভর করে লাফিয়ে উঠছে ঘোড়াগুলো। পাগলের মত ছোটাছুটি আর চিৎকার করছে জানোয়ার ও মানুষ। গুলির শব্দের পুরো এলাকা প্রকম্পিত।

অলৌকিকই বলা যায়; এখনও পায়ের উপর খাড়া রয়েছে পিটার। ঘোড়া নিয়ে জন বিশৃঙ্খল দৃশ্যপটে পৌঁছানোর আগেই

শেষ রাউণ্ডের গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলল পিটার পিস্তলটা।

পিটারকে লক্ষ্য করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল জন।

কিন্তু ছেলেটা ততক্ষণে আড়াল নিয়েছে ওয়্যাগনের পিছনে।

জন দেখল, মুখোশধারী এক লোক পিস্তল তাক করেছে ভাইয়ের দিকে। অত কাছ থেকে গুলি মিস হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

রাসলারকে গুলি করার চেষ্টা করল না জন। করল ওর ঘোড়াটাকে। ওটার পাছার মাংস উড়িয়ে দিল বুলেট।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল প্রকাণ্ডদেহী অশ্ব, সামনের দু'পা তুলে দিল শূন্যে, পরক্ষণে আরোহীকে নিয়ে উল্টে পড়ে গেল মাটিতে।

কয়েক মন ওজনের নীচে চাপা পড়ার আগে মুখোশধারীর হাতের অস্ত্র গর্জে উঠেছিল। কিন্তু ভারসাম্যহীন বুলেট রাতের আকাশে হারিয়ে গেল।

কানের পাশে বন্দুকের বিকট আওয়াজে প্রায় কালা হয়ে গেল জন। ঘুরে দেখল, আরেক অশ্বারোহী গুলি ছুঁড়ছে ওয়্যাগন লক্ষ্য করে। এক গুলিতে সাবাড় করল জন লোকটাকে। ঠিক তখন প্রচণ্ড এক ঘুসি খেল যেন; জমিন সাঁৎ করে উঠে এসে থাবড়া মারল ওর মুখে, ক্যাম্পফায়ারের পাশে চিৎ হয়ে পড়ে গেল জন। কলারবোনের ঠিক নীচে বিদ্ধ হওয়া গুলির আঘাতে শরীরের বাম পাশটা পুরো অবশ হয়ে গেছে।

বনবন ঘুরছে মাথাটা, শুনতে পাচ্ছে ওর চারপাশে অশ্বখুরের শব্দ। বেশির ভাগ খুরে চামড়ার ব্যাগ পরানো।

অলৌকিকই বলতে হবে, কোনও ঘোড়া ওর গায়ের উপর উঠে এল না।

দু'এক সেকেণ্ড পরে মাথার চক্করটা একটু কমে আসতে জন বুঝতে পারল, পিস্তলটা এখনও ডান হাতে ধরে রেখেছে সে।

টেনে তোলার চেষ্টা করল শরীরটা। কিন্তু এমন বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা, চিৎ হয়ে পড়ে গেল আবার।

তারপর, ঘোরের মধ্যেই যেন দেখতে পেল, ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা মুখ ঝুঁকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

মুখোশটা খুলে ফেলেছে সে। হিংস্র, খিঁচানো মুখে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। লম্বা, ভয়ঙ্কর একটা চেহারা। রাগ আর খুনের নেশায় ভাঁটার মত জ্বলছে চোখ দুটো।

টম ফোর্ড। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'জন!' ওর দিকে তাক করল বন্দুক।

সমস্ত হই-হট্টগোল যেন থেমে গেল অকস্মাৎ।

সেকেণ্ডেরও কম সময়ে পিস্তলটা তুলল জন, এবং গুলি করল।

ফোর্ডের মুখটা পলকে পরিণত হলো রক্তাক্ত একটা মুখোশে, লাল কুয়াশার পর্দার মধ্যে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ওর ছোঁড়া বুলেট মাটি ওড়াল জনের পাশে।

গুলির শব্দে চমকে উঠে ছুটতে শুরু করল ক্লেব্যাঙ্ক। আরোহী পিঠ থেকে পড়ে গেছে, রেকাবে পা ঢোকানো থাকায় ছিটকে পড়েনি মাটিতে।

জমিনে বাড়ি খেতে খেতে ঘোড়ার সঙ্গে চলল টম ফোর্ড। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া মাথা থেকে রক্ত আর মগজ ছিটকে পড়তে লাগল রাস্তায়।

গা গোলানো দৃশ্যটা এক পলক দেখল জন। তারপর নিঃসীম ক্লান্তি নেমে এল শরীরে।

হাত থেকে পিস্তল নামিয়ে রাখল ও। আশপাশের যাবতীয় ঘটনা মনে হলো অনেক দূরে ঘটছে। কালো একটা পর্দা নেমে এল ওর দু'চোখে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পঁয়ত্রিশ

'ওর শরীর থেকে অনেক রক্ত পড়েছে,' আপত্তির সুরে বলল কেউ। পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এল যেন তার কথা।

'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না,' খেঁকিয়ে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'জাগাও ওকে।'

চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করল জন। চোখের উপর যেন কয়েক মন বোঝা। মেলতে পারছে না। আবছা বুঝতে পারছে, ওকে নিয়েই তর্ক হচ্ছে। তবে সেদিকে মনোযোগ দিল না জন। ভীষণ ব্যথা করছে কাঁধ, পুরো অসাড় হয়ে আছে শরীর।

'আবারও বলছি,' বলে উঠল প্রথম কণ্ঠটি। 'ওদের দলের কেউ নয় ও। হামলা হওয়ার আগে কেউ গুলি করে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। না হলে এতক্ষণে আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে যেতাম। আমার ধারণা, ও-ই করেছে গুলিটা। কারণ, একমাত্র ওর মুখেই মুখোশ ছিল না, আর গুলিও করেনি আমাদেরকে। উল্টো ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।'

ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল অপর কণ্ঠটি। 'বিশ্বাস করি না। একে চিরতরে বিদায় না করলে রেঞ্জে কোনও দিনই শান্তি ফিরবে না।' জনকে ধরে জোরে-জোরে, নিষ্ঠুরের মত ঝাঁকাতে শুরু করল সে।

কাঁধের ব্যথাটা মুহূর্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ভয়াবহ

ব্যথার ঢেউ জাগিয়ে তুলল ওকে। চিৎকার দিয়ে চোখ মেলে চাইল জন।

সকাল হয়ে গেছে। ধূসর সকাল।

ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে বার্ট অ্যাণ্ড্রিউ।

খ্যাক-খ্যাক করে হাসল সে। জনের পাশে উবু হয়ে বসেছে। খুশিতে চকচক করছে চোখ। 'শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিতেই হলো, তা-ই না? অনেক ভুগিয়েছ আমাদের; গরু চুরি করেছ, পুড়িয়ে দিয়েছ রানশ, হত্যা করেছ আমার লোককে, আর যখনই তোমাকে ধরার চেষ্টা করেছি, পিছলে গেছ। অবশেষে ধরা খেতেই হলো, চান্দু।' একটু বিরতি দিল, শার্টের পকেট থেকে বের করল সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম। 'তোমার দলের সবাই মরে পড়ে আছে এখানে। তোমারও এখানে জায়গা হবে।'

সিধে হলো সে। পিটারের সরু কাঁধ চাপড়ে দিল। 'ওরা বলছে, তুমি নাকি বিলি বনির মতই দু'হাতে সমান অস্ত্র চালিয়েছ।'

এক মুহূর্তের জন্য তোষামোদটুকু উপভোগ করল পিটার। গর্বের ভাব ফুটল ওর চোখে। পরক্ষণে সিরিয়াস হয়ে উঠল চেহারা। বার্টের কাছ থেকে এক কদম সরে গেল। 'যেমনটা ভেবেছিলাম, তা হয়নি। ওটা...ওটা একটা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল।'

'আরে, দূর! যা হওয়ার, হয়ে গেছে। ও নিয়ে এখন কে ভাবে! তোমার এ লড়াইয়ের সুনাম গোটা কলোরাডোয় ছড়িয়ে পড়বে। তারা যখন শুনবে, তুমিই জন উইলিয়ামসকে খতম করেছ, সুনাম আরও বাড়বে তোমার। বন্দুকবাজ হিসেবে নাম কামানোর যে স্বপ্ন এতদিন ধরে দেখে আসছ, এবারে তা পূরণ হবে। বিখ্যাত হয়ে যাবে তুমি।'

বিস্ময়ে চোখ গোল্লা-গোল্লা হয়ে গেল পিটারের। ঝুলে পড়ল চোয়াল। 'আমি?'

'কাউকে-না-কাউকে তো কাজটা করতেই হবে,' নিরাসক্ত গলায় বলল বার্ট। 'আমার তো আর নাম কামানোর শখ নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সুযোগটা নেবে না কেন?'

কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পিটার।

'শোনো,' ধমকে উঠল বার্ট। 'তুমি নিশ্চয় এখনও ভাবছ না যে, বুড়ো মরিসের ছেলে ও, আর ওর দাবি ন্যায্য? ভুয়া লোক ও। আমার শরীরে যেমন মরিস উইলিয়ামসের রক্ত নেই, ওরও তা-ই।'

ধীরে ঘুরে দাঁড়াল পিটার। তাকাল জনের দিকে। 'কিন্তু ওর চোখ অবিকল আমার মত,' মৃদু গলায় বলল। 'আর ওই চিঠিটা—ওটা তো বাবার হাতের লেখা।'

'হিজিবিজি অক্ষরের ওই চিঠি কে লিখে দিয়েছে, কে জানে,' পিটারকে ভর্ৎসনা করল বার্ট। 'বললাম না, ও একটা ভুয়া! আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদে বড় দাঁও মারতে চেয়েছিল। না পেরে শেষে নিজের আসল চেহারাটা দেখিয়ে দিয়েছে। ...আরে, ও যদি সত্যি মরিস উইলিয়ামসের ছেলে হত, বাবা তা হলে সে কথা আমাদেরকে বলেনি কেন? কেন সে ব্যাপারটা গোপন করেছিল?'

'মা কেমন ছিল, জানোই তো,' বলল পিটার, 'সে যদি জানত, বাবা আগেও একবার বিয়ে করেছে, তা হলে আত্মহত্যা করত।'

'ও একটা চোর, পিটার! একটা খুনে নেকড়ে!' কর্কশ গলায় বলল বার্ট। 'ওর গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে দেয়া উচিত গোলাঘরের দরজায়!'

তর্ক করছে ওরা, আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে লাগল জনের

মাথাটা। টের পেল, একটু-একটু করে শক্তিও ফিরে পাচ্ছে শরীরে।

ধস্তাধস্তি করে উঠে বসল জন।

সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বন্দুক তাক করল বার্ট।

'এক হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকলে কী হবে? এখনও সাপের মতই বিপজ্জনক ও,' বার্ট বলল, 'একদমই চোখ সরানো যাবে না ওর উপর থেকে।'

চারপাশে তাকাল জন।

সার্কেল ইউ ক্যাম্প।

ওয়্যাগনের পাশে বসে আছে ও। সমতল ভূমিতে দেখতে পেল গরুগুলো। ঘাস খাচ্ছে। স্যাডল বাঁধছে কয়েকজন রাইডার। রাঁধুনি দূরে তার চুলা নিয়ে ব্যস্ত।

সে, বার্ট আর পিটার ওদের শ্রবণসীমা থেকে দূরে।

'যাক গে,' আবার বলল বার্ট। 'উঠে যখন বসতে পেরেছে, ঘোড়ায়ও চড়তে পারবে।' পিটারের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'চলো। ব্যাটা কোনও বদ মতলব করার আগেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলি।'

'না,' রাজি হলো না পিটার। 'ওর ট্রায়াল হবে। সম্পত্তির বিষয়টা আদালতে ফয়সালা হওয়া দরকার। ড্যাম ইট, বার্ট। নিজেদের ইচ্ছা মত আমরা সব কিছু করতে পারি না।' জনের দিকে তাকাল ও। কণ্ঠে ফুটল তিক্ততা: 'তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, আর রাসলিং করবে না। গত রাতে আমরা দু'জন যোগ্য লোক হারিয়েছি।'

'ফোর্ড আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,' কাঁপা গলায় বলল জন। 'আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ...পাহাড়ে যাও। মৃত একজন রাসলারকে পাবে ওখানে। ওরা তোমাদেরকে হামলা করার সময় লোকটাকে খুন

করি আমি।'

এখনও থমথম করছে পিটারের চেহারা। 'কিন্তু তুমিই বা ওখানে কী করছিলে? তোমার না এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা? গরুর পালের উপর নজর রাখছিলে? কী মতলবে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জন। তারপর ওর চোখ ঘুরে গেল বার্টের দিকে। 'আমি ওকে খুন করতে এসেছিলাম।'

'আবার?'

হুঙ্কার ছাড়ল বার্ট: 'দেখলে? কত বড় বদমাশ! নাহ, শুধু-শুধুই সময় নষ্ট করছি আমরা। কাজটা তুমি করতে না চাইলে আমিই করব।' জনের শার্টের কলার চেপে ধরল সে। 'ওঠ, হারামজাদা!' এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিল।

ব্যথায় কাতরে উঠল জন। বনবন করে ঘুরতে লাগল পৃথিবীটা।

ভারসাম্যের জন্য ওয়্যাগনের গায়ে হেলান দিল সে, কথা বলার শক্তি নেই।

'লেক্সি?' বোমা ফাটার মত আওয়াজ বেরোল বার্টের মুখ দিয়ে। 'তিনটা ঘোড়া নিয়ে এসো এখানে। জলদি!' পিটারের দিকে ফিরল। 'আর বকর-বকর করার দরকার নেই। ও কী বলল, নিজের কানেই তো শুনলে!'

হাত দিয়ে মুখ ঘষল পিটার। এক মুহূর্তের জন্য চোখের উপর হাত রাখল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফোঁস করে। 'ঠিকই বলেছ তুমি। বোকার মত কাজ করেছি এতদিন।' রাগে গনগন করছে ওর মুখটা। নিষ্ঠুর আর নির্দয় লাগছে দেখতে। তাকাল জনের দিকে। 'আগেই খতম করে দেয়া উচিত ছিল তোমাকে।'

ঘোড়া এসে গেছে।

লাগাম ধরল বার্ট। 'লেক্সি, আমরা এই হারামজাদাকে নিয়ে

শহরে যাচ্ছি, মার্শালের অফিসে।' বিশ্রী হাসল সে। 'তবে তুমি যদি কোনও গুলির শব্দ শুনতে পাও, চমকে উঠো না যেন।'

পাঞ্চার লেক্সিও দাঁত বের করে হাসল। ঘুরে, লম্বা কদমে চলল আগুনের দিকে।

বন্দুকের নল দিয়ে জনের গায়ে খোঁচা মারল বার্ট। 'উঠে পড়ো।'

ওয়্যাগনের চাকার গায়ে হেলান দিয়ে আছে জন, ব্যথায় কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে।

'ব্যাটা মনে হচ্ছে নিজে থেকে ঘোড়ায় উঠতে পারবে না,' নিজের ঘোড়ায় চেপে বলল বার্ট। 'ওকে একটু ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও তো, পিটার।'

জনের কাছে চলে এল পিটার। নিষ্ঠুরের মত গলাধাক্কা দিয়ে তুলল ওকে ঘোড়ার পিঠে।

বুঝতে পারছে জন, পিটার যদি ওকে নিজ হাতে গুলি করে না-ও মারে, বার্টকে বাধা দেবে না।

মাথা ঝাঁকি দিল জন। কোনও কিছুই সুস্থির ভাবে চিন্তা করতে পারছে না। ব্যথাটা যদি একটু কমত...চোখে রীতিমত আঁধার দেখছে।

চলতে শুরু করল ঘোড়া।

ওটার প্রতিটা কদমে ঝাঁকি লেগে নতুন ব্যথার তীব্র ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে লাগল জনের শরীরে। কাঁধের ব্যাণ্ডেজটা ভেজা আর উষ্ণ লাগল। ক্ষত থেকে ফের রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

কোনও মতে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে উবু হয়ে রইল জন।

পাইনের বনে ঢুকল ওরা।

ঘোড়া থামাল বার্ট। 'এখানেই কাজটা সেরে ফেলব। নামাও ওকে।'

জন টের পেল, ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানো হচ্ছে।

পা জোড়া মাটির স্পর্শ পেল।

বড় একটা পাইন গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল জন। ব্যথা একটু কমেছে, মনে হচ্ছে। মাথা তুলল, বহু কষ্টে চাইল চোখ মেলে।

ওর সামনে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট।

বাঁ দিকে পিটার, সামান্য দূরে।

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করল জন। 'দাঁড়াও!' গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরিয়ে এল ওর।

'আরে, কীসের দাঁড়ানো!' হ্যামার ধরে টানল বার্ট।

'দাঁড়াও, বার্ট,' বলল পিটার, 'কী বলতে চাইছে, শুনি।'

'ওর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি।' দাঁতে দাঁত ঘষল বার্ট। তবে ট্রিগার টানার আগেই এক লাফে ওর বন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াল পিটার।

বলল, 'কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে একটা মিনিট নষ্ট হলে!'

'সামনে থেকে সরো!' গর্জে উঠল বার্ট।

'বার্ট খুন করেছে মরিস উইলিয়ামসকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জন।

'কী?' ঘুরল পিটার, এখনও আড়াল করে রেখেছে জনকে। 'কী বললে তুমি?'

'ডাক্তার মিলারকে জিজ্ঞেস করো...এজন্যই ওকে খুন করতে চাইছিলাম আমি...মরফিন ইনজেক্ট করে মেরে ফেলেছে মরিসকে...ডাক্তার মিলার জানে এ কথা...জুলিয়াও জানে...'

বিস্মিত চোখে জনের দিকে তাকিয়ে আছে পিটার। পাঁই করে ঘুরল। 'ও এসব কী বলছে, বার্ট?' গর্জে উঠল চাপা গলায়।

নাক সিটকাল বার্ট। 'মিথ্যা কথা। মরিস হার্টফেল করে

মরেছে।'

'ডাহা মিথ্যা!' হুঙ্কার ছাড়ল জন। বার্টের প্রতি ওর প্রবল ঘৃণা শারীরিক ব্যথা আর দুর্বলতাকে ছাপিয়ে গেল। '...বাবা ওকে আমার কথা বলেছিল...আমি যেন তার সাথে দেখা করতে না পারি, সম্পত্তির ভাগ না পাই, সেজন্য তাকে হত্যা করেছে বার্ট। নইলে বাবার আরও দুই-তিন মাস বেঁচে থাকার কথা...বার্ট ভয় পাচ্ছিল, আমি হয়তো তার আগেই চলে আসব...'

'যথেষ্ট হয়েছে!' গর্জে উঠল বার্ট। 'শেষবারের মত বলছি, পিটার–সামনে থেকে সরে দাঁড়াও।'

'না!' ধারাল গলায় বলল পিটার। 'এখানে কোনও খুনোখুনি হবে না! আগে আমি ডাক্তার মিলারের সাথে কথা বলব। ...বন্দুক নামাও, বার্ট!'

'বললেই হলো!' বার্টের মুখ রাগে লাল। 'হ্যাঁ! আমিই মরিসের শরীরে মরফিনের ওভারডোজ দিয়েছিলাম। সেটা ওকে শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য। পা ভাঙা ঘোড়াকে যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে গুলি করে মেরে ফেলা হয় না? আমিও তা-ই করেছি। তা ছাড়া, সে তো মারা যেতই! না হয় কয়েক দিন আগেই মরেছে!'

'বার্ট!' বিস্ময় ও বেদনায় ফিসফিসে শোনাল পিটারের কণ্ঠ।

বার্টের চেহারা এখন আর চেনা যায় না। ঘৃণার একটা মুখোশ পরে আছে যেন সে। মুখটা বেঁকে গেছে। চকচক করছে দু'চোখ। 'আমি কি এতই বোকা যে, একটা জোকার এসে সম্পত্তি দাবি করে বসল, আর আমিও "এসো, ভাই, এসো" বলে দিয়ে দিলাম? ...সরে যাও, পিটার। নইলে খোদার কসম, তোমাকেও গুলি করে উড়িয়ে দেব। মুভ!'

বজ্রাহতের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল পিটার, অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে সৎ-ভাইয়ের দিকে।

আচমকাই ক্রোধ আর শোকের তীব্র চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

গুলি করল পিটার।

এত দ্রুত কাউকে ড্র করতে দেখেনি জন। পিটারের হাতে যেন ভোজবাজির মত উদয় হলো পিস্তলটা।

ট্রিগার টিপে দিয়েছে বার্ট, পিটারের অস্ত্রও আগুন ঝরাল।

দুটো গুলির আওয়াজ প্রায় একই সময়ে শোনা গেলেও মিস করেছে বার্ট। ওর গুলি গিয়ে বিঁধল পাইনের শরীরে।

কিন্তু মিস করেনি পিটার।

পেট চেপে ধরে, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল বার্ট। মুখটা ব্যথায় বিকৃত। আবার বন্দুক তোলার চেষ্টা করল পিটারের দিকে। '...জাহান্নামে যাও...তোমরা দু'জনেই...' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সে। 'সার্কেল ইউ একা আমার...শুধু আমার...'

পিটারের চোখে পানি। দ্বিতীয় এবং শেষ গুলিটা করল।

হঠাৎ গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল পাইনের বনে। তারপর কোমরে ঝোলানো অন্য পিস্তলটাও।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পিটার।

ছত্রিশ

সার্কেল ইউ-র হোম রানশের চারপাশে বন্দুকের গুলির মত দুমদাম শব্দ হচ্ছে।

না, গুলি করছে না কেউ; হাতুড়ির আওয়াজ ওটা। রানশের পুরানো বাড়িটার অদূরেই নতুন একটা বাড়ি তৈরি করছে কাঠমিস্ত্রিরা।

জুলিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে বাড়ি তৈরি দেখছে জন।

নতুন তক্তায় রোদ পড়ে চকচক করছে।

উপত্যকার দিকে তাকাল সে।

হাতুড়ির শব্দ ছাড়া আর সব আশ্চর্য সুনসান। সূর্যালোকিত ও শান্তিময়।

ইতিমধ্যে ওরা বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলেছে।

সুখের সময় এখন। কিন্তু পিটারের চিন্তা জনকে সুখী করতে পারছে না।

সেদিনের পর থেকে অনেকটাই বদলে গেছে পিটার। ভাইকে হত্যা করার অনুশোচনায় জর্জরিত।

ওর ছিন্নভিন্ন আবেগগুলো আবার জোড়া লাগাতে হবে।

কিন্তু কীভাবে?

নানা ভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে জন।

'এত চিন্তা কোরো না তো,' বলেছে জুলিয়া জনকে।

'দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু জুলিয়ার কথায় ভরসা পায়নি জন।

উপত্যকায় চোখ বুলাতে বুলাতে আরও একবার নিজের উদ্বেগের কথা বলল ও জুলিয়াকে।

'তুমি আসলে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করো,' অনুযোগ করল জুলিয়া।

'হয়তো-বা।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জন। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল ঘোড়ার খুরের শব্দে।

সমতল ভূমি থেকে হোম রানশের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে দুই ঘোড়সওয়ার।

চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকাল জন।

পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে রানশের উঠোনে ঢুকে পড়ল দুই রাইডার।

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল পিটার।

পিছনের দু'পায়ে ভর করে চিঁহিহি করে ডেকে উঠল তার ঘোড়াটা।

'টাই হয়েছে!' চেঁচাল সে।

জনের বুকের ভিতরটা ছলকে উঠল। এই প্রথম পিটারের কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের ছোঁয়া পেল সে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম হাসতে দেখছে ওকে।

হো-হো করে, প্রাণ খুলে হাসছে ওর ভাই।

হাসছে ম্যাগিও। 'সাইড স্যাডলে না চড়লে তোমাকে আমি হারিয়ে দিতাম!'

'আচ্ছা? কাল দেখা যাবে তা হলে!' মুচকি হাসল পিটার। নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ম্যাগির ঘোড়ার সামনে এসে মেয়েটার কোমর ধরে আলতো করে নামিয়ে আনল জমিনে।

এক মুহূর্তের জন্য হাসি থেমে গেল ওদের। দু'জন

দু'জনের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে। তারপর আবার নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো দুটি তরুণ মুখ।

জন আর জুলিয়ার উপস্থিতি বিস্মৃত হয়ে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ওরা, যেন পৃথিবীর সেরা জোকটি শুনেছে।

জনের জামার আস্তিন ধরে টান দিল জুলিয়া। 'দেখলে তো? বলেছিলাম না, তোমার ভাইয়ের জন্য আমার বোনই সঠিক ওষুধ? ...চলো, যাই। ওরা একটু একা থাকুক।'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ. alochonabibhag@gmail.com

আজম খান

মিরপুর, ঢাকা।

প্রিয় কাজী আনোয়ার ভাই,

সেবা প্রকাশনী তথা সেগুনবাগান প্রকাশনীর প্রথম প্রকাশিকাকে 'কুয়াশা' ও 'মাসুদ রানা' সিরিজের বইগুলো প্রকাশের জন্য মরণোত্তর ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ তাঁকে বেহেস্তবাসী করুন।

❋ আর কিছুদিন পর আপনার *ধন্যবাদ* হাতে হাতেই পৌঁছে দেব। চিঠির জন্যে আপনাকে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখলাম।

আলী ইমাম ইমু

৮১৭ দনিয়া, ফ্ল্যাট নং ৫, ঢাকা ১২৩৬। মোবা: ০১৯৫০-০৮১৫০৯।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

আশা করি ভালই আছেন। আমিও ভাল আছি। আমার সেবা প্রকাশনীর বই পড়ার শুরু ২০১২ সালের বইমেলা থেকে কিনে। কিন্তু তিন গোয়েন্দা নয়, কিশোর ক্লাসিক। বন্ধুদের মুখে-মুখে তিন গোয়েন্দার কথা শুনে হাতে তুলে নিলাম তিন গোয়েন্দা। টানা ৪৮টা ভলিউম পড়ে ফেললাম। তারপর শুরু করলাম মাসুদ রানা। এই মাসুদ রানা পড়া আমার বাবা, কাকা, ভাই, তারপর আমি–বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। আমার বই ধার নিয়ে পড়ার চেয়ে কিনে পড়তে ভাল লাগে। আমার কাছে সেবা প্রকাশনীর বই সব মিলিয়ে ১৯২টা আছে। আরও বাড়াব যদি আপনাদের দোয়া থাকে। আমি প্রতি মাসে রহস্যপত্রিকাও পড়ি। আমি ভি. পি. পি. যোগে বই পেতে চাই। এর জন্য কী করতে হবে দয়া করে বলবেন। সেবা প্রকাশনীর সবাইকে

শুভেচ্ছা। সবাই দীর্ঘায়ু হোক, এই বলে আমার চিঠি শেষ করছি।

❋ চিঠির জন্য ধন্যবাদ। বই পেতে চাইলে ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু

হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩।

ডেথ ট্রেইল!

এই নামের ট্রেইলে আমি রওনা দিয়েছিলাম। জেব স্টুয়ার্ট যাচ্ছিল লুণ্ঠিত বুলিয়ন এবং লুণ্ঠনের পেছনে যে বা যাদের হাত আছে–তাদের সন্ধানে। আর আমি যাচ্ছিলাম মরণপথে জেব স্টুয়ার্টকে ঘিরে কী-কী ঘটনা ঘটে এবং এর শেষ পরিণতি কী তা জানবার দুর্বার আকর্ষণে–কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে।

সায়েম সোলায়মান!

জেব স্টুয়ার্টকে কেন্দ্র করে দারুণ একখানা গল্প ফেঁদে বসেছেন। এবং গল্পের জালে ঠিক মতই জড়িয়ে নিয়েছেন আমাকে। পূর্বেই আমার পুরোপুরি সু-বিশ্বাস ছিল, জেবের সঙ্গে আমাকেও আপনি গভীর ষড়যন্ত্র করে ঠেলে দেবেন শেষ রাস্তায়। 'সঙ্কট', 'অবরুদ্ধ শহর', 'পরিবর্তন' ও 'ষড়যন্ত্রের জাল' পড়ার সৌভাগ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। ৭৫ বছর পর-পর দেখা দেয় হ্যালির ধূমকেতু। একবার যে এ ধূমকেতু দেখে, দ্বিতীয়বার তার আর এটা দেখার সুযোগ থাকে না। কিন্তু দু'বার নয়, আমি বেশ কয়েকবার এই ধূমকেতু দেখেছি। সেই ধূমকেতু আপনি। যতবারই দীর্ঘ বিরতি শেষে ওয়েস্টার্ন গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন–তার প্রত্যেকটাই আমার কাছে দেখা দিয়েছে ধূমকেতু হয়ে। এক জীবনে এতবার ধূমকেতু দেখার সুযোগ করে দেবার জন্য আপনাকে, বস–সহস্র সেলাম!!!

❋ ধূমকেতুটি আবার আমাদের অফিসে উদয় হলে আপনার ভাল লাগার কথা জানাব তাঁকে।

সজীব আহমেদ

বগুড়া।

কাজি মাহবুব হোসেনের লেখা ওয়েস্টার্নগুলোর মধ্যে আমার প্রিয় বই হচ্ছে 'নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী'। সত্যিই ভাল বইটি। নাম না জানা, লেখক তাঁর অশ্বারোহীকে কেন নিঃসঙ্গ করেছেন, জানি। লেখক চেয়েছেন যাতে বইটি পড়ে কষ্ট পায় পাঠকরা। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কিন্তু আপনারা শুধু কষ্টই দেবেন? আনন্দ দেবেন না? আর অন্তত একবার আপনি লেখককে তাঁর অশ্বারোহীকে ফিরিয়ে আনতে বলুন। সুন্দর হবে বইটি, যদি লেখেন। 'ওয়ানিতা'র মির‍্যাক্‌ল্ প্রার্থনা কি পূরণ করবেন লেখক? ফিরে আসবে কি নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী?

❋ কী করে আসবে? লেখককে অনুরোধ করবারও সুযোগ পাচ্ছি না। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ওখানে গেলে বলব।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৭/১১/১৫ গুপ্তসংঘ (রানা-৪৪৪) কাজী আনোয়ার হোসেন

এ-গল্প এতিম শিশু টম ও মিষ্টি মেয়ে জেনির। বা মাসুদ রানা ও রামিন রেযার। অথবা ইতালির কারাবিনিয়ারি, মাফিয়া এবং দ্য ডায়মণ্ড রিং-এর। সেই সঙ্গে বাংলাদেশেরও। ভয়ঙ্কর এক নরখাদক দানব মেরে ফেলেছে বলে রানার ওপর খেপে গেছে সিআইএ-র চিফ। এজেন্টদের ওপর নির্দেশ এল: নির্মূল করো বিসিআই-এর ওই এম.আর.নাইনকে! চিফের আদেশে গোপনে আমেরিকা ছেড়ে, গোজো দ্বীপে লুকিয়ে পড়ল রানা। জানত না, অনাথ টমের অনুরোধ আর লক্ষ্মী মেয়ে জেনির জন্যে নামতে হবে মাফিয়ার চেয়েও ক্ষমতাশালী, জটিল এক গুপ্তসংঘের বিরুদ্ধে। অশুভ ওই দলের নরপশুরা দেশে দেশে সুন্দরী মেয়েদেরকে ড্রাগ্-অ্যাডিক্ট করে বিক্রি করছে পতিতালয়ে। ক'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে লড়তে গিয়ে টের পেল রানা, চালে সামান্য ভুল হলেই দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে সবাইকে!

আরও আসছে